সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

আরবদেশে সন্তু কাকাবাবু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই এই শহরটার নাম আগে শুনেছিস?"

সন্তু দু' দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ভূগোল বইতেও পড়িসনি?"

সন্তু কপাল কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, " না বোধ হয়। মনে তো পড়ছে না।"
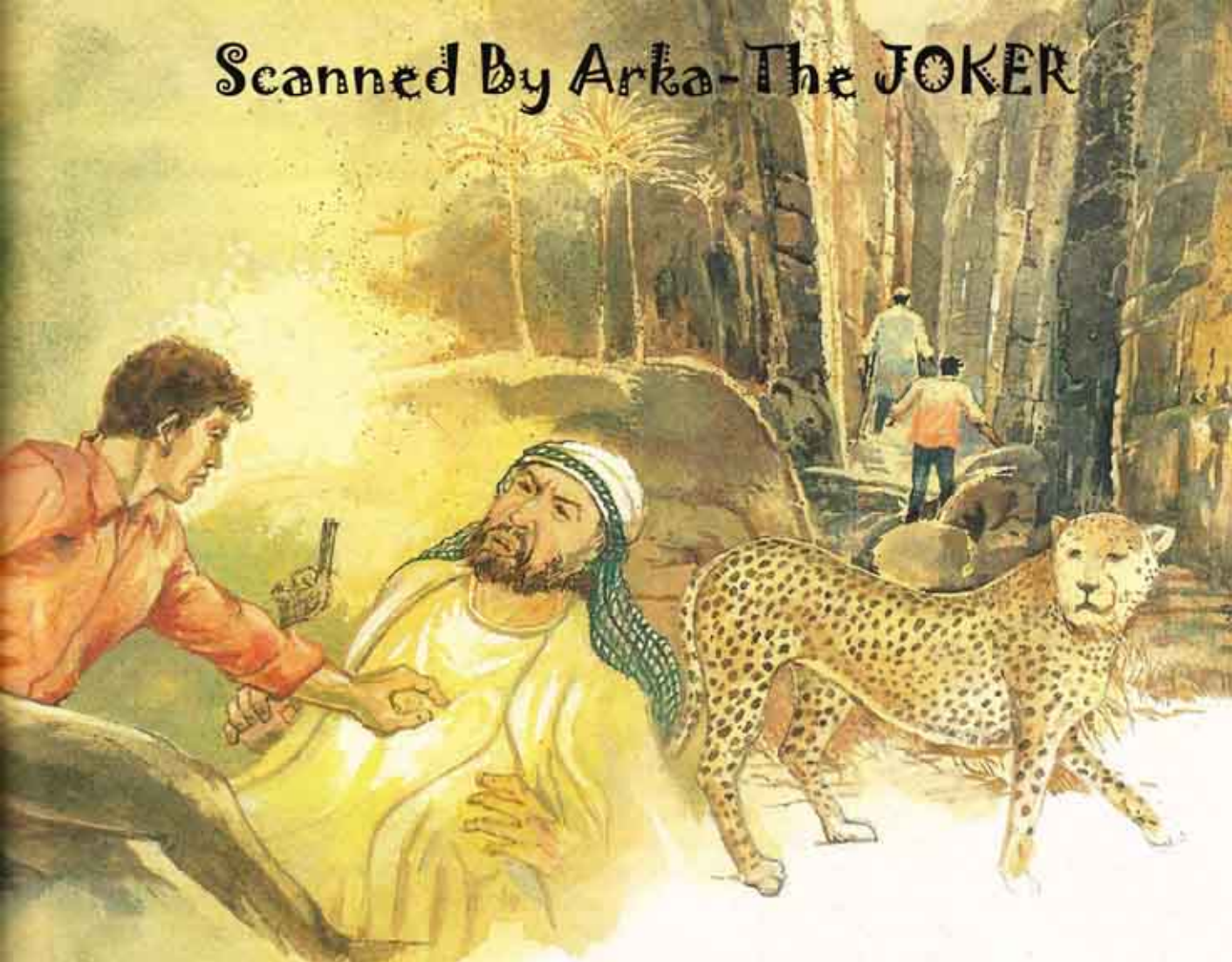
কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমিও জানতুম না যে, এই নামে একটা শহর আছে। কালকেই ম্যাপে দেখেছি।"

গাড়িটা ছুটছে ঘণ্টায় একশো কুড়ি কিলোমিটার গতিতে। চমৎকার, মসৃণ রাস্তা। খুব চওড়া। দু' দিক দিয়ে গাড়ি যাওয়া আর আসার আলাদা পথ, মাঝখানে ডিভাইডার। গাড়িতে কোনও জায়গায় একটুও ঝাঁকুনি লাগে না।

দামাস্কাস থেকে বেরিয়ে প্রথমে এই রাস্তা দেখে কাকাবাবু বলেছিলেন, "আগে আমরা এরকম রাস্তা দেখলে বলতুম, 'সাহেবদের দেশের মতো!' কিন্তু এখন আমাদের দেশেও ভাল-ভাল রাস্তা তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে আমার বন্ধু ডেভিডসনকে কয়েক মাস আগে শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়েছিলুম। সে তো কানাডার লোক। যেতে-যেতে সে বলেছিল, 'এই রাস্তা তো আমাদের দেশের চেয়েও ভাল!'"

সন্তু বলল, "কানাডার রাস্তায় কি গোরু থাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই একটা তফাত ঠিকই। আমাদের দেশের রাস্তা যতই ভাল হোক, হঠাৎ-হঠাৎ গোরু কিংবা কুকুর ঢুকে পড়ে। তা আর কী করা যাবে!"

সন্তু বলল, "এ দেশে কিন্তু এতক্ষণে রাস্তার দু' ধারে একটাও জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। আমি ভেবেছিলুম, দু'-একটা উট অন্তত দেখতে পাব।"

কাকাবাবুর বললেন, "সত্যিই।

জন্তু-জানোয়ার একদম নেই। এক সময় এসব তো ছিল মরুভূমির পথ। উট ছাড়া দূরে কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। বেদুইনরা যাতায়াত করত উটের পিঠে চড়েই।"

সন্তু বলল, "কিন্তু...মরুভূমি...বালি তো দেখতে পেলুম না কোথাও!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও ঠিক। তবে, এও এক ধরনের মরুভূমি। ভাঙা-ভাঙা পাথুরে মাঠ যত দূর দেখা যায়, দূরে-দূরে ছোট-ছোট পাহাড়ও রয়েছে। একে বলা যেতে পারে ঊষর, বন্ধুর পথ। 'বন্ধুর পথ' কথাটা বেশ মজার তাই না? তার মানে কিন্তু বন্ধুর বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তা নয়, খারাপ রাস্তা।"

সন্তু বলল, "খারাপ রাস্তাকে 'বন্ধুর পথ' বলে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আমিও ঠিক জানি না। ডিকশনারি দেখতে হবে। অবশ্য এখানে বাংলা ডিকশনারি পাবই বা কোথায়? এ দেশের উটগুলোই বা কোথায় গেল?"

সন্তু আর কাকাবাবু বসে আছেন পিছনের সিটে। সামনে যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন, তাঁর নাম হাসান। তাঁর পাশে যিনি বসে আছেন, তাঁর নাম পারভেজ। তিনিই কাকাবাবুদের এখানকার সর্বক্ষণের সঙ্গী আর গাইড।

হাসানকে সাধারণ ড্রাইভার বলা যায় না, তাঁর ব্যবহারে ও পোশাকে বেশ একটা বিশেষত্ব আছে, কিন্তু তিনি একবর্ণও ইংরেজি জানেন না। কিছু বলতে গেলে হাসেন আর হাত নেড়ে জানান যে, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। আর পারভেজ একটু-একটু ইংরেজি জানেন। তাতে আরও মুশকিল। এক কথার অন্য মানে বোঝেন। তিনি অবশ্য প্রথমেই বলেছিলেন, অর্থাৎ কোনওক্রমে বুঝিয়ে ছিলেন, এক-এক দেশের লোক এক-এক রকম ইংরেজি উচ্চারণ করে। ভারতীয়দের ইংরেজি বুঝতে তাঁর অসুবিধে হয়, তবে ইজিপশিয়ানদের ইংরেজি তিনি ভাল বুঝতে পারেন।

কাকাবাবু তাঁর কাঁধে একটা টোকা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, "পারভেজ, আপনাদের দেশে তো এক সময় অনেক ক্যামেল ছিল। সেই সব ক্যামেল গেল কোথায়?"

দু'বার এই একই প্রশ্ন করার পর পারভেজ বললেন, "ক্যামেল?

আপনি সিগারেট চান? আচ্ছা, পরের কোনও বাজার থেকে কিনে দিচ্ছি। ক্যামেল ব্র্যান্ড সিগারেট তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না। আমি সিগারেট খাই না। ব্যাপারটা আপনাকে পরে বুঝিয়ে দেব, এখন থাক।"

এসব অনেকক্ষণ আগের কথা। এখন দূরে একটা শহর দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই শহরটার নাম তারতুফ। পৃথিবীতে এরকম কত ছোট-ছোট সুন্দর শহর আছে, অথচ আমরা তার নামই জানি না। সন্তু দেখবি, এই শহরে একটা দারুণ চমক আছে।"

সন্তু পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাল করে এ কথা শুনল না। সে একটু চাপা গলায় বলল, "কাকাবাবু, ওই কালো গাড়িটাকে দ্যাখো, সব সময় আমাদের পিছন-পিছন আসছে।"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "পিছন-পিছন আসছে তো কী হয়েছে? কত গাড়িই তো আসছে!"

সন্তু বলল, "না, আমরা এক জায়গায় পেট্রোল কেনার জন্য গাড়ি থামিয়েছিলাম, তখন এই কালো গাড়িটাও একটু দূরে থেমেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদেরও নিশ্চয়ই পেট্রোল কেনার দরকার ছিল।"

সন্তু বলল, "গাড়িটার সামনের সিটে যে একজন লোক বসে আছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস, ওই লোকটিকে আমি কাল এয়ারপোর্টেও দেখেছি। তারপর আজ...। ও নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করছে!"

কাকাবাবু সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "আমরা যেমন কাল পৌঁছে রাত্তিরটা কাটিয়েছি দামাস্কাসে, আজ যাচ্ছি তারতুফ শহরে, ওই লোকটিও নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণে এই শহরে আসছে। আসতেই তো পারে! আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে সানগ্লাস..., সিনেমায় খারাপ লোক, ভিলেনদের ওই রকম দেখতে হয়। কিন্তু সন্তুবাবু, ভিলেনরাও তো সিনেমা দেখে, তাই না? সত্যিকারের ভিলেনরা ওই রকম সাজ-পোশাক পরবে কেন? তারা সাধারণ পোশাকে থাকবে, তাই না?"

সন্তু তবু বলল, "আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে...!"

কাকাবাবু এবার তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে মৃদু বকুনি দিয়ে বললেন, "ধ্যাত! তোর এরকম সন্দেহবাতিক ছাড় তো! তুই কি ভবিষ্যতে ডিটেকটিভ হতে চাস নাকি? বরং মন দিয়ে ফিজিক্স পড়, তারপর সায়েন্টিস্ট হবি। আমরা এ দেশে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি, কেউ আমাদের চেনে না, কেউ আমাদের ফলোও করবে না।"

গাড়িটা এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে শহরের মধ্যে। ছোট শহরের যেমন হয়, ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, আঁকাবাঁকা রাস্তা, তেমন কিছু দেখার মতো নেই।

হঠাৎ এক জায়গায় রাস্তা ফুরিয়ে গেল। তারপরই বিস্ময়। সামনে সমুদ্র।

সামনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পারভেজ এবার বললেন, "সি, সি।"

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েস, উই সি দা সি!"

সন্তুও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। সিরিয়া দেশটা মরুভূমি কিংবা পাথুরে এরকমই সে ধারণা করেছিল। কিন্তু না, এক পাশে যে একটা সমুদ্র আছে, তা সে আশাই করেনি। সমুদ্রের দৃশ্য তার খুব প্রিয়।

বিকেল শেষ হয়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে। সমুদ্রের দিকে আকাশটা একেবারে দোলখেলার মতো লালে-লালে ছড়াছড়ি। তারই মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক পাখি।

সন্তুরা গাড়ি থেকে নেমে এল। এই সমুদ্রে জাহাজ নেই, তবে রয়েছে অনেক ছোট-ছোট মোটরবোট। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা দ্বীপ। কয়েকটা মোটরবোট সেই দ্বীপের দিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এটা কোন সমুদ্র? কিংবা সত্যিকারের সমুদ্র নয়, ব্যাক ওয়াটার?"

কাকাবাবু বললেন, "না রে, এটা বেশ নাম-করা সমুদ্র। আমি ম্যাপে দেখে রেখেছি। মেডিটারেনিয়ান। বাংলায় বলি ভূমধ্যসাগর।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ভূমধ্যসাগরের কথা তো জানি। তবে সব সময়ই আমি ভেবেছি, ভূমধ্যসাগর নাম হল কেন? পৃথিবী তো গোল, তার আবার মধ্য কী? গোল জিনিসের তো যে-কোনও জায়গাই মাঝখান হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। তবে, আগেকার দিনের লেখকরা তো তা জানতেন না। তখন মানুষ মনে করত, পৃথিবীটা একটা বিশাল, লম্বা-চওড়া মাঠের মতো। ইউরোপিয়ানরা ধরে নিয়েছিল, এটাই সেই মাঠের ঠিক মাঝখানে। তবে, এটা খুব ভাল সমুদ্র। শান্ত। বড়-বড় ঢেউ নেই। এখানে কক্ষনো জাহাজটাহাজ ডোবে না। আর প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।"

সন্তু শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর একেবারে গা ঘেঁষে চলে এল। ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু, তোমার ডান দিকে দ্যাখো, সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।"

কাকাবাবু একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন।

লোকটি বেশ লম্বা, গাঢ় রঙের সুট-পরা। চোখের সানগ্লাসটা খোলেনি।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেখছে? আমাদের দেখার কী আছে? তবে, আমি খোঁড়া মানুষ, ক্রাচ নিয়ে হাঁটি বলে অনেকে দু'-তিনবার তাকায়।"

পারভেজ বললেন, "মিস্টার কাকা, এটা মেডিটারেনিয়ান সি। এর আগে আপনি সমুদ্র দেখেছেন? আপনাদের দেশে সমুদ্র আছে?"

কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনেই হাসলেন।

এর আগেও কাকাবাবু এখানকার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন, এঁদের ভূগোলের জ্ঞান খুব কম।

কাকাবাবু কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই পারভেজ বললেন, "ও নো, নো। ভেরি সরি, আমার ভুল হয়েছে। পৃথিবীর একটা মস্ত বড়

সমুদ্রের নামই তো দ্য ইন্ডিয়ান ওশান, আপনাদের দেশের নামে।"

সন্তু বলল, "আমাদের দেশের তিন দিকেই সমুদ্র। ভারত মহাসাগর তো আছেই, তা ছাড়া আমরা যেখানে থাকি, সেই বেঙ্গলের পাশেই একটা সমুদ্র আছে, তার নাম 'দ্য বে অফ বেঙ্গল'। আর এক দিকে 'দ্য আরেবিয়ান সি'।"

পারভেজ বললেন, "বাবাঃ। কত সমুদ্র!"

সন্তু বলল, "মাটির থেকে জলই তো বেশি।"

কাকাবাবু পারভেজকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই যে দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে, ওটার নাম কী?"

পারভেজ বললেন, "আরওয়াড়। ওটাই আমাদের একমাত্র দ্বীপ।"

"ওখানে যাওয়া যায় না?"

"ওখানে যাবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাওয়া যায়। সব সময় লঞ্চ চলছে। তবে আজই যাবেন? একটু পরে সন্ধে হয়ে যাবে। কাল সারাদিন সময় আছে। এখন বরং হোটেলে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিন।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভাল।"

সন্তু সমুদ্র দেখছে না, মাঝে-মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে লক্ষ করছে সেই দাড়িওয়ালা লোকটাকে। লোকটির হাতে একটা বাইনোকুলার।

কাকাবাবু একটু হাসলেন। তারপর ওদের কিছু না বলে সোজা চলে এলেন সেই লোকটার কাছে। তারপর বললেন, "গুড ইভনিং স্যার। আপনি দ্বীপটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন?"

লোকটি দূরবিনটা নামিয়ে বলল, "গুড ইভনিং। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি দূর নয়। বড়জোর তিন-চার কিলোমিটার। আপনি দেখবেন? দেখুন না।"

লোকটির ইংরেজি বেশ স্পষ্ট। দূরবিনটা এগিয়ে দিল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু সেটা চোখে দিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ। ওখানে অনেক বাড়িঘর আছে দেখছি।"

একটু পরেই দূরবিনটা ফেরত দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। ভারী সুন্দর জায়গা।"

লোকটি বলল, "আমার নাম চার্লস গটলিয়েব। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। আমি ঠিক বেড়াতে আসিনি, একটা ব্যাপার আছে। আমি ওই দ্বীপটা কিনতে চাই।"

কাকাবাবু চমকে উঠলেন, দ্বীপ কিনবে? তার মানে তো বিরাট বড়লোক। অবশ্য আরব দেশের কিছু-কিছু শেখ আছেন, যাঁদের টাকার অন্ত নেই। কিন্তু সেই সব শেখদের নাম তো চার্লস হয় না!

লোকটিকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবু ফিরে এলেন সন্তুদের কাছে।

পুরীতে যেমন সমুদ্রের ধার ঘেঁষেই অনেক হোটেল আছে, এখানে তা নয়। হোটেলগুলো একটু দূরে, সমুদ্রের পারে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। তারপর সারি-সারি হোটেল।

কাকাবাবুদের ঘর দেওয়া হল পাঁচতলায়।

ভিতরের একটা দরজা খুললেই চওড়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে দেখা যায় সমুদ্র। সূর্য প্রায় ডুবডুবু। এখনও পুরো অন্ধকার হয়নি। এই রকম সময় মনে হয়, সূর্য যেন সত্যি-সত্যি সমুদ্রের জলে ডুব মারে। সারারাত লুকিয়ে থাকে ওখানে। আবার ভোরবেলা লাফ দিয়ে ওঠে।

কাকাবাবু দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যেখানেই যাই, রবীন্দ্রনাথের কোনও না-কোনও লেখা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র নিয়ে বেশি কিছু লেখেননি বোধ হয়। তাই মনে পড়ছে না।"

সন্তু বলল, "জোজো থাকলে কিছু একটা বানিয়ে ফেলত। ও তো আজকাল কবিতা লিখছে। কাল সকালে ফোন করব জোজোকে।"

কাকাবাবু বললেন, "সানগ্লাস-পরা লোকটাকে দেখে তুই ভাবছিলি আমাদের ফলো করছেন? উনি কে জানিস? বিরাট বড়লোক। এই আরওয়াড় দ্বীপটা কিনতে চান। আমাদের উনি পাত্তা দেবেন কেন?"

সন্তু বলল, "বড়লোকরা কি একলা-একলা ঘোরেন? তাঁদের সঙ্গে তো অনেক লোক থাকে!"

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। পারভেজ। তিনি বললেন, "আপনারা চা-টা খেয়ে নিন, বিশ্রাম করুন। এক ঘণ্টা পরে আমাদের যেতে হবে। ঠিক সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

এরকমভাবে তো তিনি ইংরেজিতে বলতে পারেন না। তিনি বললেন, "মিস্টার কাকা, টি ইউ টেক, ফুড ইউ টেক, স্লিপ ইউ টেক, সো উই টেক সেভেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

কোনও রকমে তাঁর কথা বুঝে নিতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, রুম সার্ভিসে ফোন করে বল, আমাদের একপট চা আর কিছু পেস্ট্রি দিয়ে যেতে। ততক্ষণ আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।"

সন্তু এর আগে কাকাবাবুর সঙ্গে বিদেশের কয়েকটা বড় হোটেলে থেকেছে, তাই এই সব অর্ডারটর্ডার দিতে শিখে গিয়েছে।

হোটেলের এক বেয়ারা এসে চা আর তিন রকম কেক দিয়ে গেল। কাপ-প্লেটগুলো খুব সুন্দর দেখতে।

কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "কেন যে জরুরি তলব দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হল, তা এখনও বুঝতে পারছি না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "যে ভদ্রলোক তোমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন, মস্ত বড় নাম, মনে রাখাই যায় না। তুমি তাকে চেনো নিশ্চয়ই?"

কাকাবাবু বললেন, "আবু-আল-ফিদা সালাদিন। শুধু 'সালাদিন' মনে রাখলেই চলবে। হ্যাঁ, চিনি তো নিশ্চয়ই। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে দেখা হয়েছিল। তারপর আর এর মধ্যে যোগাযোগ নেই। তিনি হঠাৎ আমাকে জরুরি তলব করলেন কেন?"

সন্তু বলল, "কারণটা যাই হোক, আমাদের তো বেশ বেড়ানো হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ঠিক বলেছিস। এ দেশটা ভাল করে দেখা হয়ে যাবে। সালাদিন খুব ধনী, ধনকুবের যাকে বলে। আমাদের ভাল হোটেলে রাখছেন!"

সন্তু বলল, "ভাল হোটেলের চেয়েও আমার খুব ইচ্ছে ওই দ্বীপটায় গিয়ে থাকার।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই গটলিয়েবসাহেব যদি কালই দ্বীপটা কিনে ফেলেন, তা হলেও আমাদের কয়েকটা দিন থাকতে দেবেন আশা করি।"

একটু পরেই দরজায় টকটক করলেন পারভেজ।

কাকাবাবুরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ড্রাইভার হাসান যথারীতি একটাও কথা না বলে একটু হাসলেন।

কাকাবাবু বললেন, "আস্‌সালাম আলাইকুম!"

এবার তিনিও বললেন, "আলাইকুম আস্‌সালাম!"

কাকাবাবু সন্তুকেও এটা বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সন্তু এখনও কারও সঙ্গে দেখা হলেই এই কথাটা বলার কথা মনে রাখতে পারে না।

গাড়িটা এসে থামল শহর ছাড়িয়ে একটা বাড়ির সামনে। বাড়ি নয়, একেই বলে প্রাসাদ। শুধু গেটটাই দেখলে মনে হয় রাজবাড়ির মতো।

॥ ২ ॥

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে পারভেজ তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন, "ঠিক সাতটা। আমাদের মালিক সময়ের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে।"

কাকাবাবুও ঘড়ি দেখলেন। পেল্লায় গেটের দু' পাশে দু'জন বন্দুকধারী দরোয়ান। তারা এমন স্থিরভাবে চেয়ে আছে, যেন মনে হয় পাথরের মূর্তি।

দরোয়ানরা নিজেরা গেট খুলে দেয় না। পারভেজ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে গেটের এক জায়গায় ছোঁয়াতেই গেটটা খুলে গেল।

দু' পাশে বাগান, মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ। তারপর চারটে সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের। উপরে চওড়া বারান্দা, তার দু' পাশে দু'টি সাদা পাথরের পরি। ভিতরের বসবার ঘরটা সাধারণ সাত-আটটা ঘরের সমান।

সেই ঘরের দেওয়ালে কোনও ছবি নেই, আছে অসংখ্য ঝিনুক আটকানো। লাল রঙের, ছোট-বড় অনেক রকম। সমুদ্রের ধারে এরকম ঝিনুক পাওয়া যায়। অনেক সময় ডুবুরিরাও সমুদ্রের তলা থেকে অনেক ঝিনুক তুলে আনে।

এ ঘরের সোফাগুলো সব ধপধপে সাদা রঙের।

একটা ছোট টেবিলের উপর একটা টেলিফোন রাখা, পারভেজ রিসিভার তুলে আরবি ভাষায় কী সব বললেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবুকে জানালেন, "একটু বসুন। একজন লোক এসে আমাদের উপরে নিয়ে যাবে।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকলেন একজন সাদা পোশাক পরা লোক, গলায় একটা স্টেথোস্কোপ ঝুলছে অর্থাৎ ডাক্তার। সেই ভদ্রলোক সোজা কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, "মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী, আমি খুব দুঃখিত। সালাদিনসাহেব হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুতরাং আপনাদের সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকোলেন। সন্ধে সাতটার সময় কেউ ঘুমিয়ে পড়ে? তবু তিনি ভদ্রতা করে বললেন, "আমাদের সাতটার সময় আসার কথা ছিল। ঠিক আছে...।"

ডাক্তারটি বললেন, "আপনাদের আবার আসতে হবে রাত দেড়টার সময়।"

এবার আর বিস্ময় না লুকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "রাত দেড়টায়, সে কী! অত রাতে আসতে হবে কেন? কাল সকালে...!"

তাঁকে বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন, "সালাদিনসাহেবের ঘুমটা উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে। এই তো এখন ঘুমিয়ে পড়লেন, আবার ছ'-সাত ঘণ্টা পরে জাগবেন। তার মানে, রাত একটা-দু'টো। এর পর জেগে থাকবেন সারারাত। আবার ঘুমিয়ে পড়বেন সকালবেলা। কতক্ষণ ঘুমোবেন তার ঠিক নেই। সেই জন্যই, আপনারা যদি রাত্তিরে এখানেই থাকেন...।"

কাকাবাবু বললেন, "রাত্তিরে উনি জাগবেন, কিন্তু তা বলে আমরা ঘুমোব না? আমরা তো দেখা করতে চাইনি, উনিই সাতটায় আসতে বলেছিলেন। মাপ করবেন, অত রাতে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

ডাক্তার বিনীতভাবে বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারছি। সেটা স্বাভাবিক। ব্যাপার কী জানেন, উনি খুবই অসুস্থ। আজ ঘুমোবার একটু আগেও আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠেও হয়তো আবার জানতে চাইবেন। সেই জন্যই বলছি, আপনারা এখানেই থেকে যান। আপনাদের খাওয়াদাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। আপনাদের জন্য আলাদা ঘর আছে। সেখানে বিছানায় শুয়ে বিশ্রামও নিতে পারেন। যখনই দরকার হবে, আপনাদের ডেকে তুলব।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "দুঃখিত, ওরকমভাবে যখন-তখন আমাদের ডেকে তোলা হবে, এটা আমার কাছে ভদ্র ব্যাপার মনে হচ্ছে না। আমি এভাবে কারও সঙ্গে দেখা করতে রাজি নই। চল রে সন্তু!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পারভেজকে বললেন, "আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।"

পারভেজ কোনও উত্তর না দিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার কিন্তু-কিন্তু করে বললেন, "স্যার, আপনি ফিরে যেতে চান? কিন্তু তাতে তো অসুবিধে আছে। এখান থেকে এখন বেরোতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "বেরোতে পারব না মানে?"

ডাক্তার বললেন, "গেট বন্ধ, এখন তো গেট খোলা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন খোলা যাবে না? ওই তো পারভেজের কাছে কার্ড আছে দেখলাম। সেই কার্ড দিয়ে খুলবে!"

পারভেজ বললেন, "সেই কার্ড দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়, কিন্তু বেরনো যায় না। বেরোতে হলে, ভিতর থেকে একটা সুইচ টিপতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ তো, সেই সুইচ টিপে দিন। বলেছি তো, আমি আর এখানে থাকতে চাই না। হোটেলে ফিরে যাব।"

পারভেজ বললেন, "সে সুইচ টেপার অধিকার তো আমাদের নেই।"

ডাক্তার বললেন, "আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাহেব ঘুমোবার আগে আপনার কথা বলেছিলেন। আপনাকে নিয়ে আসার কথা ছিল। এখন তিনি হুকুম না দিলে তো আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না। রাত একটায় ঘুম থেকে উঠেই যদি আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন, আর যদি শোনেন আপনি চলে গিয়েছেন, তা হলে এত রেগে যাবেন..., যে আপনাকে গেট খুলে দেবে তাকে যে কী শাস্তি দেবেন, তার ঠিক নেই। সুতরাং প্লিজ, আপনি থাকুন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ইচ্ছে না করলেও আমাকে থাকতে হবে? আমাকে কি আপনারা বন্দি করে রাখতে চান?"

ডাক্তার দু' দিকে খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "বন্দি? না, না, না। আপনি এ বাড়ির যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাগানে ঘুরতে পারেন। শুধু বাইরের গেটটা খোলা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে তো বন্দি করাই হল?"

সেই ঘরে আরও তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে কোনও অস্ত্রটস্ত্র নেই। তবে বোঝাই যায়, এরা কাকাবাবুদের বাইরে বেরোবার জন্য কোনও সাহায্য করবে না।

তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, "আসুন স্যার, আপনাদের বিশ্রামের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি!"

কাকাবাবু ভিতরে-ভিতরে রাগে ফুঁসছেন। আবার বুঝতেও পারছেন, এখান থেকে জোর করে বেরনো যাবে না।

সেই বসবার ঘরটার একপাশে গোটা চারেক সিঁড়ি। তারপর একটা দরজা। সেটা খোলার পর দেখা গেল পর-পর কয়েকটা ঘর।

সঙ্গের লোকটি একটি ঘরের তালা খুলতে-খুলতে বলল, "এগুলো আমাদের গেস্টরুম। আপনাদের কোনও অসুবিধে হলে কিংবা কিছু লাগলে একটা ফোন আছে, সেটা তুলবেন, তা হলেই সাড়া পাবেন।"

সেই গেস্টরুম দেখলেও চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। রাজা-মহারাজাদের থাকবার মতো। বসবার জন্য ছ'খানা সোফা, দু'টো খাট সম্পূর্ণ রুপোর তৈরি, একদিকের দেওয়ালে একটা ঘড়ি আছে, সেটা মানুষের সমান বড়। একটা টেবিলের উপর মস্ত একটা রুপোর পাত্রে অন্তত দশ-বারো রকম ফল।

লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করল না।

কাকাবাবু কয়েকবার বড়-বড় শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন।

তারপর বললেন, "এ কী ব্যাপার রে সন্তু? নেমন্তন্ন করে এনে আমাদের আটকে রেখে দিল?"

সন্তু বলল, "এই সালাদিন ঠিক কে? তোমার কাছে আগে তো এঁর নাম শুনিনি!"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে ইজিপ্টে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জানি না, সেই সালাদিন আর এই সালাদিন একই লোক কিনা। ভাল করে মনে পড়ছে না। সেই সালাদিনের কী যেন একটা উপকার করেছিলাম। কলকাতায় একজন লোক গিয়ে সালাদিনের নাম করে নেমন্তন্ন করল, তোর আর আমার প্লেনের টিকিট, হোটেল বুকিংটুকিং সব ব্যবস্থা করে দিল। তাই ভাবলাম, বেড়িয়ে আসা হবে, মন্দ কী! এখন দেখছি, বেড়ানো মাথায় উঠে গিয়েছে। কী মতলবে ডেকে এনেছে, কে জানে?"

সন্তু ঘরটার নানান কারুকার্য করা ছাদটা দেখতে-দেখতে বলল, "দারুণ বড়লোক। আমি আগে এত বড়লোক দেখিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বিচ্ছিরি বড়লোক। এত টাকা নিয়ে মানুষ কী করে? এত বড় বাড়িরই বা দরকার কী? এই সব বড়লোকরা খুব খামখেয়ালি হন। নিজের ইচ্ছেটাই সব, অন্যদের কথা ভাবেনই না। নইলে কেউ রাত একটার সময় দেখা করার কথা বলেন?"

সন্তু বলল, "অতক্ষণ আমাদের জেগে থাকতে হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ না, কী হয়। উনি যদি খারাপ ব্যবহার করেন, তা হলে আমিও ওঁকে ছাড়ব না।"

সন্তু ফলের পাত্রটা থেকে একটা নাশপাতি তুলে এক কামড় দিল।

কাকাবাবু একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন, "অনেকটা সময় কাটাতে হবে। সময় কাটাবার সবচেয়ে ভাল উপায় কী বল তো? মুখে-মুখে ছড়া বানানো। আমি এক লাইন বলব, তারপর তুই তার সঙ্গে মিলিয়ে আর-একটা লাইন বলবি।"

সন্তু বলল, "ওরে বাবা, তোমার সঙ্গে পারব না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে একটা কিছু খেলা... তোকে এই খেলাটা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা কিছুর নাম জিজ্ঞেস করব তোকে, সঙ্গে-সঙ্গে তার উত্তর দিতে হবে। একটুও না থেমে। তবে, একটা নাম দু'বার বলা যাবে না। যেমন, বল পাখি?"

"টিয়া।"

"ফুল?"

"গোলাপ।"

"নদী?"

"গঙ্গা।"

"পাখি?"

"ইয়ে, পায়রা।"

"শহর?"

"কলকাতা।"

"খাবার?"

"রসগোল্লা।"

"পাখি?"

"পাখি? পাখি? ময়না।"

"খাবার?"

"জিলিপি।"

"বই?"

"রামায়ণ।"

"খাবার?"

"হট ডগ।"

"পাখি?"

"বুলবুলি।"

"মাছ?"

"ইলিশ।"

"খাবার?"

"খাবার? খাবার? গঙ্গা। না, না, ফুচকা।"

"পাখি?"

"পাখি? ইয়ে, গোলাপ!"

"ফুল?"

"কাটলেট! না, না, ইয়ে, কী যেন, জবা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জবা!"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। সন্তু অবাক। এত সাধারণ প্রশ্ন তবু ভুল হচ্ছিল কেন?

কাকাবাবু বললেন, "খুব সহজ প্রশ্ন হলেও একটু পরে মাথা গুলিয়ে যায়। মানুষ একসঙ্গে বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তোর বন্ধুদের এই খেলাটা শিখিয়ে দিস।"

সন্তু বলল, "তুমি তো চিন্তা করার একটুও সময় দিচ্ছিলে না। বুলেটের মতো প্রশ্ন করছিলে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওইটাই তো এ খেলার মজা। আচ্ছা, এবার এটা মেলাবার চেষ্টা কর, 'একটা ছিল বাচ্চা ভূত, ভয় পেয়ে সে কাঁদে।' "

সন্তু লাইনটা মুখস্থ করার মতো করে বলল, "একটা ছিল বাচ্চা ভূত, ভয় পেয়ে সে কাঁদে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার মিলিয়ে-মিলিয়ে তুই দ্বিতীয় লাইনটা বল।"

সন্তু একটু থেমে-থেমে বলল, "মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়, লুকোয় গিয়ে ছাদে।"

কাকাবাবু বললেন, "মন্দ হয়নি। আর-একটু বেটার হতে পারত। আচ্ছা, এবার থার্ড লাইন, 'ভূতের মায়ের লম্বা ঠ্যাং, মুলোর মতন দাঁত/ রাতদুপুরে যে দেখবে, হবেই কুপোকাত!"

সন্তু বলল, "ফোর্থ লাইনটাও তো তুমিই বানিয়ে দিলে!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে। বেশ মুড এসে গেল। আচ্ছা, তুই পরের লাইনটা...।"

এই সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু'জন লোক। সঙ্গে একটা ট্রলি টেব্‌ল। তাতে নানারকম খাবার সাজানো। সেই সব খাবার তুলে দিতে লাগল টেবিলে।

মস্ত বড় টেবিল, সেটা ভরে যেতে লাগল খাবারে। প্লেটের পর-প্লেট দিচ্ছে তো দিচ্ছেই।

কাকাবাবু বললেন, "হোয়াট ইজ দিস? এত খাবার কে খাবে? আমরা কি রাক্ষস নাকি? না, না, অত খাবার লাগবে না।"

লোক দু'টো তাতে কানই দিল না।

সব খাবার সাজিয়ে দেওয়ার পর ওদের একজন বলল, "হ্যাভ ইয়োর ডিনার, স্যার? মেন কোর্স খাওয়া হয়ে গেলে আমরা ডেসার্ট নিয়ে আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, এর পর আবার ডেসার্ট? তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও নাকি? বন্দিদের তোমরা খাইয়ে-খাইয়ে মারো?"

লোক দু'টি তাতে হাসলও না, কিছু বললও না।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "এত খাবার? বাংলাদেশে, ঢাকায় গেলেও এইরকম খাবার দেয়। চার রকম মাছ, পাঁচ রকম মাংস, বিরিয়ানি। এত ভাল-ভাল খাদ্য দেখে লোভ হচ্ছে বটে, তবু বেশি খাওয়া উচিত নয়। সন্তু, তুইও বেশি খাসনি, শরীর খারাপ হবে।"

সন্তু বলল, "এর মধ্যে অনেক খাবার আগে চোখেই দেখিনি। তাই চামচে দিয়ে তুলে একটু-একটু টেস্ট করব সবক'টা।"

কাকাবাবু বললেন, "এক চামচ করে খেলেই ডাব্‌ল খাওয়া হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোর যা খুশি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমরা তো আগেও কয়েকবার বন্দি হয়েছি। কিন্তু এত আরামের ব্যবস্থা, এত সুন্দর ঘর, এত সব খাবারদাবার, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "যতই খাবার দিক আর যতই ভাল ঘর হোক, তবু তো আমরা বন্দি ঠিকই। এ ঘরের দরজাও খোলা রয়েছে, তবু পালাবার উপায় নেই।"

সন্তু বলল, "বাইরে অত বড় লোহার গেট, আমি জীবনে দেখিনি।"

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে উঠে পড়ে বললেন, "আমি এখন একটু শুয়ে নিই বরং। দেখা যাক, মাঝ রাত্রে কী হয়!"

শুয়ে পড়ার পর কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে সন্তু, 'বন্ধুর পথ' কথাটার মানে মনে পড়ে গিয়েছে। 'বন্ধু' আর 'বন্ধুর' এক নয়। 'বন্ধুর' মানে উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো রাস্তা যাকে বলে। যেখানে হাঁটতে অসুবিধে হয়। বেড়াতে বেরোলে, অনেক সময় বন্ধুর পথে পড়তে হয়।"

সন্তু বলল, "তবু অনেক মানুষ সেই রাস্তাতেও বেড়াতে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "যায়ই তো। কত কষ্ট করে পাহাড়ে ওঠে। আমি আর ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে পারব না। তুই দ্যাখ না, যদি এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারিস। আজকাল তো অনেকেই উঠছে।"

সন্তু বলল, "চান্স পেলে নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তুমি না গেলে, আমাকে আর কে দলে নেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "এবার ফিরে গিয়ে দেখব খোঁজখবর করে।"

কাকাবাবু পাশ ফিরে চুপ করে গেলেন।

ঘরে একটা টিভি আছে, সন্তু সেটা চালিয়ে দিল।

অধিকাংশই আরবি আর অন্য কী সব ভাষার প্রোগ্রাম, বোঝাই যায় না। খানিক পরে সন্তুর আর ভাল লাগল না। টিভি বন্ধ করে সেও

শুয়ে পড়ল অন্য একটা খাটে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের সব আলো নিভে গেল।

সন্তু ভাবল, লোডশেডিং? এ দেশেও লোডশেডিং হয়?

কাকাবাবু ঘুমোননি। আপন মনে বললেন, "এ ঘরে নিশ্চয়ই গোপন ক্যামেরা আছে। আমরা কী করি, তা লক্ষ রেখেছে। শুয়ে পড়েছি, আলোর দরকার নেই, তাই নিভিয়ে দিল!"

ঘরটার একপাশে দু'টো বড়-বড় কাচের জানলা। এতক্ষণ আলোর জন্য বোঝা যায়নি। এবার দেখা গেল, বাইরে ফটফট করছে জ্যোৎস্না। সন্তু উঠে বসে দেখল, বাইরে একটা চমৎকার সাজানো বাগান। নানারকম ফুল ফুটে আছে। দিনেরবেলায় ফুলগুলো যেমন দেখায়, রাত্তিরবেলা অন্যরকম হয়ে যায়। রাত্তিরে রং বোঝা যায় না।

সন্তু চেষ্টা করেও জানলাটা খুলতে পারল না। হয়তো কিছু কায়দাকানুন আছে।

এত তাড়াতাড়ি ঘুমের অভ্যেস নেই, তাই সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, একটু বাগানটা দেখে আসতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা তো বাইরে যেতে বারণ করেনি। দরজাও খোলা। শুধু গেটের বাইরে যেতে দেবে না। ঘুরে আয় বাগানে।"

সন্তু খাট থেকে নেমে জুতো পরে বেরিয়ে গেল।

দু'-তিন মিনিট পরেই দৌড়তে-দৌড়তে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল রে?"

একটু দম নেওয়ার পর সন্তু বলল, "ভয়ও পেয়েছি, আবার হাসিও পাচ্ছে। বাগানে গেলাম জ্যোৎস্নার মধ্যে ফুলের গন্ধ শুঁকতে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা চিতাবাঘ!"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ? চিতাবাঘ? তুই ঠিক দেখেছিস? অ্যালসেশিয়ান কুকুর নয় তো?"

সন্তু বলল, "না, গায়ে স্ট্রাইপ আছে। তাও আমাদের দেশের মতো লেপার্ড নয়। আসল চিতা, অনেকটা লম্বা।"

কাকাবাবু বললেন, "চিতা পুষেছে? বড়লোকদের কত উদ্ভট শখ থাকে। সিংহও পুষতে পারত। কিনিয়ায় দেখেছি, একজন লোক বাড়িতে তিনখানা পাইথন সাপ রেখেছে। এই চিতাটা ছাড়া ছিল?"

সন্তু বলল, "ছাড়াই ছিল, তবে পাশে-পাশে একজন লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আর কী করবি? বাগান দেখা হল না। শুয়েই থাক।"

অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলতে-বলতে দু'জনেই থেমে গেল এক সময়। ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ পর কে জানে? আবার জ্বলে উঠল আলো। অনেক ঝলমলে আলোয় ভরে গেল ঘর।

অত আলোয় ঘুম ভাঙবেই।

কাকাবাবু পাশ ফিরে দেখলেন, অন্য খাটটায় সন্তুও উঠে বসেছে।

হাতঘড়ি দেখে কাকাবাবু বললেন, "পৌনে দু'টো। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম, এই সময় ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল।"

দরজা ঠেলে সেই ডাক্তার ঢুকে ব্যস্তভাবে বললেন, "উঠুন, উঠুন। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। উনি জেগে উঠে প্রথমেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। চলুন স্যার, এক্ষুনি যেতে হবে।"

কাকাবাবু গোমড়া মুখে বললেন, "এইভাবে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করার অভ্যেস আমার নেই। তবু মনে হচ্ছে যেতেই হবে!"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চল রে, দেখা যাক, কী ব্যাপার!"

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে তৈরি হয়ে বেরোলেন ঘর থেকে।

ডাক্তার বললেন, "আপনাকে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। এ বাড়িটা দোতলা, কিন্তু লিফ্‌ট আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হেলিকপ্টার থাকলেও আশ্চর্য হতাম না।"

ডাক্তার বললেন, "তাও আছে!"

লিফ্‌ট দিয়ে দোতলায় ওঠার পর একটা বারান্দা, পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। একটা ঘরের দরজা খোলা। দরজার দু' পাশে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

ভিতরে একটা মস্ত বড় খাট, তাতে অন্তত ছ'জন লোক দিব্যি আরামে শুয়ে থাকতে পারে। এখন মাঝখানে শুয়ে আছেন একজন মাত্র লোক। দেখলে মনে হয়, এককালে বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান ছিলেন, এখন রোগা হয়ে গিয়েছেন। মুখে অসুখের ছাপ।

তাঁর মাথার কাছে দু'জন নার্স।

সেই লোকটি পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী? তোমার চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে। আমায় চিনতে পার?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পারছি। তোমারও চেহারা অনেকটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।"

সেই লোকটি বললেন, "বদলাবে না? তোমাকে লাস্ট দেখেছি অন্তত কুড়ি বছর আগে, ইজিপ্টে, তাই না? ওঃ, কী সব দিন গিয়েছে তখন!"

ডাক্তারটি কাছে এসে তাঁকে ফিসফিস করে বললেন, "স্যার, আপনার বেশি কথা বলা বারণ।"

সেই লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "শাট আপ।" তারপর কাকাবাবুকে বললেন, "তোমরা আমার এই পায়ের দিকটায় এসে দাঁড়াও, ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। এই ছেলেটি কে তোমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু সরে এলেন বটে, কিন্তু সেই লোকটি আর কিছু বলার আগেই কাকাবাবু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সালাদিন, আমি আগে জানতে চাই, আমাকে এত তাড়াহুড়ো করে কেন নিয়ে আসা হল দেশ থেকে? তারপর এই বাড়িতে বন্দি করে রাখা হল, আর এই রাতদুপুরে ডেকে তোলা...!"

সালাদিনের মুখে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। আস্তে-আস্তে বললেন, "এই হুড়োহুড়ির কারণ বুঝতে পারলে না? এই পাজি ডাক্তারগুলো বলেছে, আমি আর বাঁচব না। যে-কোনওদিন মরে যেতে পারি। কিন্তু মরার আগে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে যাব না?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার নিশ্চয়ই অনেক বন্ধু আছে? আমার সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব তো হয়নি!"

সালাদিন হঠাৎ কাশতে শুরু করলেন।

একজন নার্স তাড়াতাড়ি কিছু একটা ওষুধ নিয়ে আসতেই সালাদিন হাতের ঝটকায় সেটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, "থাক, আমি আর ওষুধ খাব না। যদি মরেই যাই তা হলে আর ওষুধ খেয়ে কী হবে?" তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অ্যাই, তোমরা এখনও আমার অতিথিদের চেয়ার দাওনি? ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে?"

সঙ্গে-সঙ্গে দু'টো চেয়ার এসে গেল।

সালাদিন এবার খানিকটা উঠে বসে বললেন, "রাজা, এর মধ্যে আমার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়েনি?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি কথা বলতে গেলে, না, মনে পড়েনি।"

সালাদিন বললেন, "আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে জীবনে কত কী ঘটে গিয়েছে। কয়েকদিন আগে কী হল জানো? তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম। হ্যাঁ, তোমাকে। একেবারে স্পষ্ট। অবশ্য, শুধু তোমার মুখ নয়, আরও দু'জন। সৈয়দ আল মোমিন আর রোজা পিঙ্গলটন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এঁরা কারা?"

ডাক্তার এবার কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, "স্যার প্লিজ, প্লিজ। ওঁকে বেশি কথা বলাবেন না। খুবই ক্ষতি হবে।"

সালাদিন বললেন, "চুপ। এখন আমার যা ইচ্ছে তাই করব। ডাব্‌ল ডিমের অমলেট খাব, আইসক্রিম খাব। তুমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আর নার্সটার্সদের বাইরে যেতে বলো।" কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "ওঁদের কথা পরে হবে। যা বলছিলাম, স্বপ্নে এই তিনটি মুখ আমি পর-পর দু' দিন দেখলাম। তারপর আমার মায়ের গলা শুনতে পেলাম। মা বলছেন, 'ওরে সালাদিন, পৃথিবী ছেড়ে চলে আসার আগে যাদের কাছে তোর ঋণ আছে, তা শোধ করে আসবি না? ঋণ রাখতে নেই। ঋণ রেখে গেলে বেহেস্তে যাওয়া যায় না।'"

কাকাবাবু বললেন, "সালাদিন, তোমার বেশি কথা বলা বারণ। তুমি সংক্ষেপে বলো।"

সালাদিন বললেন, "সংক্ষেপেই বলছি। রাতদুপুরে কি গল্প করা যায়? কিন্তু আমি কাল পর্যন্ত যদি না বাঁচি? কিছু-কিছু ঋণ শোধ করা যায় না। যেমন, বাবার ঋণ শোধ করা গেলেও মায়ের ঋণ কখনও শোধ হয় না। গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। কিন্তু বন্ধুদের ঋণ শোধ করা যায়। আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখলাম, মায়ের আদেশ শুনলাম, তুমি আমার বিশেষ বন্ধু। এই ছেলেটি কে?"

কাকাবাবু বললেন, "ও আমার দাদার ছেলে। ওর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী, ডাকনাম সন্তু।"

সালাদিন বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে খুব ব্রাইট বয়। পড়াশোনা করছে? ওকে ইংল্যান্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। সব খরচ আমার। সাত বছর, যা লাগবে আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ সালাদিন। ও কলকাতার কলেজে পড়ছে। এক্ষুনি বিদেশে যাওয়ার তো কোনও দরকার নেই। ভবিষ্যতে যদি ও নিজের চেষ্টায় যেতে পারে, তখন যাবে। কারও সাহায্য নিয়ে না যাওয়াই ভাল। কী রে, সন্তু?"

সন্তু হাসল। মাথা নাড়ল দু' দিকে।

সালাদিন বললেন, "ও রাজি নয়? বেশ! রাজা, তোমাকে আমি কী দিতে পারি বলো? তোমার ঋণ শোধ করতেই হবে। বেশি দেরি কোরো না, বলো, বলো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে আবার তোমার কিসের ঋণ? আমি তো জানি না?"

সালাদিন বললেন, "বাঃ, তোমার মনে নেই? আমরা ইজিপ্টের নাইল নদী দিয়ে যাচ্ছিলাম, মার্চ মাস। মোটরবোটে ছ'জন যাত্রী ছিল। হঠাৎ দারুণ ঝড় শুরু হল। ওরে বাপ রে বাপ, সে কী দারুণ ঝড় আর বজ্রপাতের শব্দ। মোটরবোটটা সাঙ্ঘাতিকভাবে দুলছিল, এক সময় উলটেই গেল। তারপর, আমার তো বাঁচার আশাই ছিল না, তুমি আমায় উদ্ধার করলে। আর একজন মাত্র বেঁচে ছিল, অন্য তিনজন কোথায় যে তলিয়ে গেল, তাদের আর খোঁজই পাওয়া যায়নি! তাদের মধ্যে আমার দু'জন ম্যানেজার ছিল। তোমার সঙ্গে আমার ব্যবসাট্যাবসার কোনও সম্পর্ক ছিল না, তুমি বেড়াতে যাচ্ছিলে। তবু তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। এ ঋণ কি আমি কখনও ভুলতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন মনে পড়ছে। শোনো সালাদিন, মানুষকে বিপদের সময় সাহায্য করা তো সব মানুষেরই কর্তব্য। এই কর্তব্যে কোনও ঋণ হয় না। ওরকম অবস্থায় তুমিও অন্য কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে নিশ্চয়ই!"

সালাদিন বললেন, "আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব কী করে, আমি তো সাঁতারই জানি না! নাইল নদীতে অত বড়-বড় ঢেউ, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে! তুমি আমার একটা হাত ধরলে!"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, জলে ডোবার ব্যাপার ছাড়াও তুমি অন্য কোনও সময় অন্য কাউকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই?"

সালাদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নাঃ! আমি কোনওদিন কোনও মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কিছু করিনি। নিজেকে নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিলাম। তুমি কিছু টাকা নেবে? পাঁচ লাখ, দশ লাখ ডলার তোমার ব্যাঙ্কে...?"

কাকাবাবু দু' হাত তুলে বললেন, "না, না। আমার অত টাকার কোনও দরকার নেই। আমি সরকারি পেনশন পাই, আর দু'-একটা বইটই লিখে যা রোজগার হয় তাতে বেশ চলে যায়।"

সালাদিন বললেন, "এই টাকাটা পেলে তোমার আরও ভাল চলবে। ইচ্ছেমতো অনেক কিছু করতে পারবে।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ধন্যবাদ সালাদিন। এবার আমাকে যেতে হবে।"

সালাদিন বললেন, "আরে, রেগে গেলে নাকি? বোসো, বোসো। একটা খুব জরুরি কথা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার বাবা বলতেন, 'পরিশ্রম করবি, রোজগার করবি। কারও কাছ থেকে দান নিবি না।' তোমার মতো কোনও-কোনও বড়লোক হঠাৎ আমাকে এরকম টাকাপয়সা দিতে চাইলে আমার অপমান বোধ হয়। দু' বেলা খাওয়াদাওয়া, বছরের জামাকাপড়, মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাওয়া, আর কিছু হাতখরচ, এর চেয়ে বেশি টাকা মানুষের তো লাগে না।"

সালাদিন বললেন, "বুঝেছি। তোমাদের ভারতীয় দর্শন। প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং। তোমরা টাকাপয়সা নিয়ে মাথা ঘামাও না।"

কাকাবাবু বললেন, "তাও ঠিক নয়, টাকার অভাব থাকলে সবাইকেই কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু কোনও একজনের এত টাকা... এত বড় বাড়ি... আরও কত বাড়ি আছে কে জানে? নিজস্ব প্লেন, হেলিকপ্টার, এসব কি ভোগ করা যায়? এই যে তুমি, যদি তাড়াতাড়ি চলে যাও, তা হলে এসবের কী হবে?"

সালাদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ রাজা। প্রথম জীবনটা খুব পরিশ্রম করতে হয় এসব পাওয়ার জন্য। তারপর অনবরত দুশ্চিন্তা হয়, কী করে এসব রক্ষা করা যায়? তারপর এই তো দেখছ হঠাৎ অসুস্থ, মৃত্যুর ডাক এসে যায়। কিছুই ভোগ করা হল না পুরোপুরি।"

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

সন্তু বলল, "মোটেই না। আমি বাইরে একটা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এত রাত্তিরে...!"

সালাদিন বললেন, "তুমিও শুনতে পাচ্ছ? আমিও তো শুনছি। আমি ভাবছিলাম, বুঝি আমার মনের ভুল।"

তারপর তিনি ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, "দেখেছ, দেখেছ, আবদুল্লা? সন্ধেবেলা কথা বলতে গেলেই আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছিলাম, খুব কাশছিলাম। এখন এদের সঙ্গে কত সহজে কথা বলতে পারছি। তোমরা শুধু-শুধু আমাকে ওষুধ খাওয়াও আর ভয় দেখাও!"

কাকাবাবু বললেন, "এবার সত্যিই আমাদের যাওয়া উচিত। আর কথা বলা উচিত নয়।"

সালাদিন বললেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দাঁড়াও! আর-একটা কথা আছে। আমি জানতাম, তুমি টাকাপয়সা কিংবা হিরে বা সোনা দিলেও নিতে রাজি হবে না। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমাকে কিছু একটা না দিতে পারলে আমি শান্তি পাব না। চিরঋণী থেকে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, আমি তো বলেইছি, তুমি সাঁতার জানতে না। বোটটা উলটে যাওয়ার পর আমি তোমার পাশে ছিলাম, তোমার হাতটা ধরে একটু সাহায্য করেছি। এরকম সবাই করে। এতে কোনও ঋণটিন হয় না।"

সালাদিন বললেন, "না, সবাই করে না। ভয় পেয়ে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। তুমিও ডুবে যেতে পারতে, তুমি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতে, তুমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও...।"

কাকাবাবু বললেন, "এই তো তুমি প্লেনের ভাড়া দিয়ে আমাকে আর আমার ভাইপোকে এ দেশে আনার ব্যবস্থা করেছ। তোমাদের দেশটা ঘুরে-ঘুরে দেখব, এই তো অনেকখানি পাওয়া। এ জন্যই তোমাকে ধন্যবাদ। এখন বিশ্রাম নাও।"

সালাদিন বললেন, "রাজা, উঠে দাঁড়ালে কী হবে? আমার হুকুম ছাড়া তো তুমি এ বাড়ি থেকে বেরোতেই পারবে না। আর একটুখানি থাকো, তোমাকে আমি একটা জিনিস দিতে চাই। তুমি তো হিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করো, পুরনো জিনিস ভালবাসো, এটা তোমার কাজে লাগবে।"

তিনি বালিশের তলা থেকে একটা চাবি বের করলেন। বেশ বড় চাবি, মনে হয় সোনার তৈরি। সোনার মতো রং।

ডাক্তারের দিকে চাবিটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ওই দেওয়ালের গায়ের আলমারিটা খোলো। দ্যাখো, একেবারে নীচের তাকে একটা ব্যাগ আছে। দেখেছ? সেটা বের করে আনো।"

আজকাল জামাকাপড় কিনতে গেলে যেরকম কাপড় বা চটের ব্যাগ দেয়, এই ব্যাগটা সেরকম।

সালাদিনের নির্দেশে ডাক্তার তার থেকে ভাত খাওয়ার থালার মতো একটা গোল থালা বের করে আনল। খুব সম্ভবত তামার তৈরি। তার মাঝখানে ছেঁড়া-ছেঁড়া তুলট কাগজের মতো কয়েকটা টুকরো সাঁটা আছে। মনে হয়, খুব পুরনো।

সালাদিন বললেন, "দ্যাখো, এই ব্যাগটা তেমন দামি কিছু নয়। থালাটাও সাধারণ। সুতরাং তোমাকে আমি তেমন মূল্যবান কিছু দিচ্ছি না। কিন্তু এক হিসেবে এটা অমূল্য। ওই যে টুকরোগুলো দেখছ, ওটা যিশুখ্রিস্টের চিঠি। একদম অরিজিনাল।"

কাকাবাবু প্রায় আর্তনাদ করার মতো বলে উঠলেন, "অ্যাঁ? কী বললে?"

সালাদিন বললেন, "বললাম তো, যিশুখ্রিস্টের চিঠি।"

সন্তু প্রায় হুমড়ি খেয়ে দেখতে গেল থালাটা।

কাকাবাবু সেটার দিকে একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে বললেন, "তুমি কী বলছ সালাদিন, যিশুর চিঠি? হতেই পারে না। যিশু কি লেখাপড়া জানতেন নাকি? তিনি চিঠি লিখবেন কী করে?"

সালাদিন বললেন, "সে আমি কী করে জানব? আমি কি পণ্ডিত নাকি? সেসব তো তোমাদের জানার কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যেটুকু জানি, যিশু কোনও চিঠিটিঠি লেখেননি। তাঁর পক্ষে চিঠি লেখা সম্ভব ছিল না।"

সালাদিন বললেন, "পনটিয়াস পাইলেটের কাছে ক্ষমা চেয়ে যিশুখ্রিস্ট চিঠি লেখেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "ইতিহাসে এরকম কোনও কথা লেখা নেই। যিশু কারও কাছে ক্ষমা চাননি বলেই জানি।"

সালাদিন বললেন, "এটা আমি জেরুজালেম শহরে পেয়েছি। এটা অন্তত দু' হাজার বছরের পুরনো। এর মধ্যে যিশুর নাম আছে। হয়তো অন্য কেউ তাঁর হয়ে চিঠি লিখেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা যদি অত পুরনো হয়, আর যদি এতে যিশুর নাম থাকে, তা হলে এটা অবশ্যই খুব মূল্যবান।"

সালাদিন আবার বললেন, "তুমি 'ডেড সি দলিলের' নাম শুনেছ? এটা তার একটু অংশও হতে পারে।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেটা তো অন্য ব্যাপার। এটা একটু ভাল করে দেখতে পারি?"

সালাদিন মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "দেখবে না কেন? এটা তো তোমাকেই দিচ্ছি।"

কাকাবাবু থালাখানা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে বললেন, "সেকালে ভেড়ার চামড়ার উপরেও লেখা হত। তাই ঝুরঝুরে হয়ে গেলেও এতদিন টিকে আছে। কিন্তু কী ভাষায় লেখা? কিছুই তো পড়তে পারছি না।"

সালাদিন বললেন, "তুমি তো পণ্ডিত, অনেক ভাষা জানো। তুমি পড়তে পারছ না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কয়েকটা ভাষা জানি বটে, কিন্তু মোটেই পণ্ডিত নই। আমি এই ভাষাটা জানি না।"

সালাদিন বললেন, "একজন পণ্ডিত আমাকে বলেছেন, এটা আরামাইক ভাষায় লেখা। যে ভাষায় যিশুখ্রিস্ট কথা বলতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সে ভাষা কেউ কি এখনও জানে?"

সালাদিন বললেন, "মা লুলা।"

তিনি আর কিছু বলার আগেই দড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকল একজন লোক। বেশ লম্বা আর তার পোশাক খাঁটি আরবদের মতো। গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা লম্বা জোব্বা পরা, আর মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। সাধারণত এখন এখানকার বেশিরভাগ পুরুষই প্যান্ট-শার্ট পরে।

সে নিশ্চয়ই এ বাড়ির লোকজনের চেনা। কারণ, দরজার বাইরের পাহারাদাররা তাকে আটকায়নি।

সে জোব্বার পকেট থেকে একটা লম্বা কাগজ বের করে সালাদিনকে আরবি ভাষায় কী যেন বলল।

সালাদিন উত্তর দিলেন আরবি ভাষায়।

দু'জনের উত্তেজিত কথাবার্তা চলতে লাগল।

কাকাবাবু মোটামুটি আরবি ভাষা জানেন। যদিও ওঁরা দু'জনেই খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছেন, কাকাবাবু তবু বুঝতে পারলেন, ওই লোকটি সালাদিনকে কিছু একটা দলিলে সই করার জন্য জোর করছে। সালাদিন কিছুতেই রাজি নন।

মিনিট পাঁচেক এরকম তর্কাতর্কি হওয়ার পর সেই লোকটি ফস করে একটা রিভলভার বের করে সালাদিনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার হাত থেকে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে।

লোকটি খুব সম্ভবত নেশা করে এসেছে। ঘরে ঢুকেই সালাদিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে, অন্য কারও দিকে তাকায়নি।

সে রিভলভারটা বের করতেই কাকাবাবু বিদ্যুৎ-বেগে তাঁর একটা ক্রাচ তুলে মারলেন তার হাতে।

রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে এক জায়গায় পড়ামাত্র সন্তু স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে তুলে আনল সেটা। এ ব্যাপারে সে কখনও একটুও দেরি করে না।

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকার মতো তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, "তুমি কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যে-ই হই না কেন, একজন অসুস্থ মানুষের নাকের ডগায় ওরকমভাবে রিভলভার নাচানো মোটেই উচিত নয়।"

লোকটি বলল, "তোমার কী সাহস! তুমি জানো আমি কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তা জানার দরকার নেই। এই ধরনের অসভ্যতা আমার সহ্য হয় না।"

সালাদিন এর মধ্যে নিজেকে আবার সামলে নিয়ে বললেন, "রাজা, তুমি এই দ্বিতীয়বার বোধ হয় আমার প্রাণ বাঁচালে। ওরে, কে আছিস ওকে ধর, বেঁধে রাখ।"

॥ ৩ ॥

হোটেলের ডাইনিংরুমে সকালে সবাই আসে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য। ব্রেকফাস্টের জন্য আলাদা পয়সা লাগে না।

এখানে বুফে খাবারের ব্যবস্থা। সারি-সারি প্রায় পনেরো-ষোলো রকমের খাবার সাজানো রয়েছে। যার যতটা ইচ্ছে, যতবার ইচ্ছে নিতে পারে। শুধু চা কিংবা কফি কেউ টেবিলে এসে দিয়ে যায়।

সন্তু জানলার ধারে একটা টেবিল দেখে বসে পড়ল। কাকাবাবুকে বলল, "তোমাকে যেতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি। তোমার জন্য কী আনব বলো?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, দু' হাতে ক্রাচ থাকলে প্লেট ধরা মুশকিল। তুই আমার জন্য ফলের রস আর একটা ক্রোয়াসঁ নিয়ে আয়। তাই-ই যথেষ্ট। তুই যা খুশি খেয়ে নে।"

সন্তু গিয়ে আগে দেখতে লাগল কী কী খাবার আছে।

অনেক রকম কেক-পেস্ট্রি, মাংস আর ডিমের রান্না, কয়েক রকম তরকারি আর মিষ্টি, রুটিই চার-পাঁচ রকম।

আগে কাকাবাবুর জন্য প্লেট নিতে গিয়ে সন্তু হঠাৎ দেখতে পেল, উলটো দিকের একটা টেবিলে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস-পরা সেই লোকটি বসে আছে। অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে আর-একজন লোকের সঙ্গে। অন্য লোকটির মাথা-ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, গাঢ় ভুরু, মুখে সিগারেট।

ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালার সঙ্গে কাকাবাবুর কথা হয়েছিল। কী যেন লোকটির নাম?

ফিরে এসে সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, সেই, সেই যে কালো গাড়ির লোকটা। ওই কোণে বসে আছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই হাঁপাচ্ছিস কেন? ওই লোকটির সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি তো এই হোটেলে উঠতেই পারেন। এটাই শুনেছি এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল।"

সন্তু বলল, "তুমি যাই-ই বলো, লোকটি কিন্তু এখন আমাদের দেখছেন।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তোর দেখছি গ্রামের মেয়েদের মতো অবস্থা হয়েছে। কেউ দেখলেই বা, কী এমন হয়?"

সন্তু পরেরবার গিয়ে প্লেট-ভর্তি করে খাবার নিয়ে এল নিজের জন্য।

কাকাবাবু একটিমাত্র ক্রোয়াসঁ খানিকটা জ্যাম মাখিয়ে খেয়ে কাপের পর-কাপ কফি পান করতে লাগলেন।

সন্তু একটু পরে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, কাল সালাদিনসাহেব তোমাকে যে থালাটা দিলেন, সেটা কি সত্যিই যিশুখ্রিস্টের চিঠি হতে পারে?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রায় অসম্ভবই বলতে পারিস। তবে ওতে যদি যিশুর নাম থাকে, সেটাই যথেষ্ট মূল্যবান দলিল। সেই নাম আছে কি না, তা তো আমি পড়তে পারছি না।"

সন্তু বলল, "একবার যে শুনলাম ডেড সি দলিল, সেটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ডেড সি কোনটা, তা জানিস তো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, তা জানি। একটা সমুদ্র, তার জলে এত নুন যে, সেখানে মাছটাছ, কোনও প্রাণীই বাঁচে না। সেই সমুদ্রের তলা থেকে কোনও দলিল পাওয়া গিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না! জলের মধ্যে আবার কী পাওয়া যাবে? ব্যাপার হচ্ছে, ওই সমুদ্রের ধারেই কাছাকাছি এক পাহাড়ে ছিল একটা গুহা। দু'-তিনজন একটা হারানো ভেড়া খুঁজতে-খুঁজতে চলে গেল সেখানে। ভেড়াটা যদি গুহার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে? এ কথা ভেবেও তারা গুহার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেল। সাপ কিংবা ভল্লুকও তো থাকতে পারে। তখন তারা সেই গুহার মধ্যে ঢিল ছুড়তে লাগল। সাপ কিংবা ভল্লুক অবশ্য বেরোল না, কিন্তু ঠং ঠং শব্দ হতে লাগল ভিতরে। সেই শব্দ শুনে লোক দু'টির ধারণা হল, ভিতরে নিশ্চয়ই গুপ্তধন আছে। আর ভয় রইল না। তারা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

একটু থেমে কফিতে চুমুক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে এমন কিছু-কিছু জিনিস আছে, যা কিছু লোকের কাছে গুপ্তধনের চেয়েও দামি। আবার অনেক লোকের কাছে কোনও মূল্যই নেই। সেই লোক দু'টো গুহার মধ্যে গিয়ে দেখল, একটা মাটির পাত্রের মধ্যে কয়েকটি পুরনো দলিল রয়েছে শুধু। মণিমুক্তো কিছু নেই। তাতে কী লেখা আছে, তা তো তারা পড়তেই পারে না। ভাগ্যিস, তারা সেসব ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট করেনি। সেগুলোকেই বলে 'ডেড সি স্ক্রল'। ওদের কাছে তার কোনও মূল্যই নেই, কিন্তু পৃথিবীর বহু পণ্ডিতের কাছে তা অমূল্য সম্পদ।"

সন্তু বলল, "কী আছে তাতে?"

কাকাবাবু বললেন, "সবটা আমিও জানি না। অনেক পণ্ডিতও ওই নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করছেন। যত দূর জানি, ওর মধ্যে বাইবেল আর যিশুর জীবন নিয়ে অনেক নতুন তথ্য আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো ওই গুহার মধ্যে কে রেখেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তাও বলা মুশকিল। এক সময় তো খ্রিস্টানরা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত।"

সন্তু আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটি বেরিয়ে যাচ্ছে। একঝলক তাকাল এদিকে। তার ঠোঁটে একটু-একটু হাসি।

কাকাবাবু বললেন, "ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর চোখে কালো চশমা থাকলেই কোনও লোককে ভিলেন-ভিলেন মনে হয়, তাই না? ক'টা বাজল, পারভেজ এখনও এলেন না। তুই আর কিছু খাবি?"

সন্তু প্লেটে আরও কিছু খাবার নিয়ে এল। কাকাবাবু নিলেন এক কাপ কফি। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা লোকটি যার সঙ্গে কথা বলছিল, সেই ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোকটি, এবার উঠে এল এই টেবিলের সামনে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলল, "কাকাবাবু? তাই না? আপনি নিশ্চয়ই কাকাবাবু?"

সন্তু চমকে উঠে বলল, "আপনি বাঙালি?"

সে বলল, "হ্যাঁ, আমার নাম প্রোজ্জ্বল রায়। আমি ভবানীপুরের ছেলে। তখন থেকে ভাবছি, ঠিক কাকাবাবুর মতো...! আপনাকে একটা প্রণাম করব। আর তুমি নিশ্চয়ই সন্তু?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে বোসো, বোসো। এখানে বাংলা কথা শুনতে পাব ভাবিনি।"

প্রোজ্জ্বল বলল, "এই তারতুফে আমি দেড় বছর আছি, একজনও বাঙালি দেখিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কী করছ, চাকরি?"

প্রোজ্জ্বল বলল, "না কাকাবাবু, চাকরি আমার ধাতে সয় না। দু'-একবার চেষ্টা করে দেখেছি। এখানে আমি ব্যবসা করি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বাঙালিরা এখন ব্যবসায় মন দিয়েছে। ব্যবসার জন্য তুমি এত দূরে পড়ে আছ? কিসের ব্যবসা?"

সে বলল, "ফসফেট। এ দেশে অনেক ফসফেট পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সেটা খুব কাজে লাগে। আমি জাহাজ ভরে-ভরে ফসফেট পাঠাচ্ছি দেশে। মাঝে-মাঝে কলকাতায় যাই অবশ্য। আমার একজন পার্টনার আছে। তখন সে এসে থাকে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আপনি অনেক দিন চেনেন?"

প্রোজ্জ্বল বলল, "না, আজই আলাপ হল। নিজেই এসে বসল আমার টেবিলে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে।"

সন্তু বলল, "খুব বড়লোক, তাই না? সামনের ওই দ্বীপটা কিনতে চান।"

প্রোজ্জ্বল বলল, "দ্বীপ কিনবে মানে? আজকাল দ্বীপ আবার বিক্রি হয় নাকি? সবই তো গভর্নমেন্টের সম্পত্তি। খুব বড়লোক কিনা জানি না, আমার সঙ্গে তো বেশ দরাদরি করছিল ফসফেট সাপ্লাই নিয়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল এই চার্লস গটলিয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তখন দ্বীপ কেনার কথাই বলেছিলেন।"

প্রোজ্জ্বল ভুরু তুলে বলল, "কী নাম বললেন? আমাকে তো বলল, ওর নাম আব্রাহাম জ্যাকেরিয়া।" তারপর হো হো করে হেসে সে আবার বলল, "কাকাবাবু, ও নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছে। দ্বীপ কিনবে না ছাই! আমার কাছে দশ হাজার ডলার অ্যাডভান্স চাইছিল, আমি অবশ্য রাজি হইনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "উনি কি এই হোটেলেই থাকেন?"

প্রোজ্জ্বল বলল, "সেটা আমি জিজ্ঞেস করিনি। অন্য হোটেলে থাকলেও এখানে খেতে আসতে পারে। ভদ্রলোক একটু পিকিউলিয়ার ঠিকই! আমার সঙ্গে আলাপ করে ব্যবসার কথা বলতে লাগল। কিন্তু আমি যখন ওর কার্ড চাইলাম, তখন বলল যে, ঘরে ফেলে এসেছে। ব্যবসাদার অথচ সঙ্গে কার্ড নেই, এ কখনও হয় নাকি?"

এই সময় দরজা দিয়ে পারভেজ ঢুকে এদিক-ওদিক তাকালেন। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে বলল, "এই যে...।"

পারভেজ কাছে এসে বললেন, "সরি, লেট। গো উই নাউ?"

কাকাবাবু প্রোজ্জ্বলকে বললেন, "ঠিক আছে। তোমাকে দেখে বেশ ভাল লাগল। আবার পরে কথা হবে।"

প্রোজ্জ্বল বলল, "কাকাবাবু, কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছেন এই দূর দেশে?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, স্রেফ বেড়াতে।"

প্রোজ্জ্বল বলল, "এ দেশের মানুষগুলো সত্যি ভাল। পাশের দেশগুলোতে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মারামারি চলছে। এ দেশটা কিন্তু শান্তিপূর্ণ। আপনাদের ভাল লাগবে।" পারভেজের সঙ্গে বাইরে আসার পর, তিনি তাঁর নিজস্ব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কোন দিকে বেড়াতে যাবেন? আরওয়াড় দ্বীপে যেতে পারেন, আর অমৃত নামে বহুকালের পুরনো এক শহর...!"

সন্তু বলল, "ওই দ্বীপটায় যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। আগে কালকের রাত্তিরের ব্যাপারটা শুনে নিই। পাগলা মতো লোকটা কে, যে সালাদিনকে রিভলভার দেখাচ্ছিল?"

পারভেজ বললেন, "ও সালাদিনসাহেবের ভাইয়ের ছেলে। লাইক দিস সন্টু টু ইউ, ওর নাম সাদাল্লা আঘা আল-কালা, ডাক নাম আঘা। লোকটা আধপাগলা ঠিকই, আবার মাঝে-মাঝে খুব হিংস্র হয়ে ওঠে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ও সালাদিনসাহেবকে ভয় দেখাচ্ছিল কেন?"

পারভেজ বললেন, "শুধু ভয় দেখাচ্ছিল না, ঝোঁকের মাথায় গুলি চালিয়ে দিতেও পারত। এর আগেও ও নিজের বোনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। মিস্টার কাকা যদি অত তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে রিভলভারটা ফেলে না দিতেন, তা হলে কী হত বলা যায় না!"

সন্তু বলল, "ও কী নিয়ে ঝগড়া করছিল?"

পারভেজ বললেন, "সালাদিনসাহেবের তো বিশাল সম্পত্তি। আর বেশিদিন বাঁচবেন না বলে উইল করে সব ভাগ করে দিচ্ছেন। ওঁর ছেলে নেই, দুই মেয়ে আর প্রচুর আত্মীয়স্বজন। কিন্তু কাকে কী দিচ্ছেন, তা আগে থেকে কিছুতেই জানাতে চান না। ওই আঘা চায়, তাকে এই তারতুফের অত বড় বাড়িটা আগেই লিখে দিতে হবে। ও আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু সালাদিনকে মেরে ফেললে তো ও কিছুই না পেতে পারে?"

পারভেজ বললেন, "সে বুদ্ধি কি ওর আছে? মাঝে-মাঝে যখন খেপে যায়, তখন কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল বোধ হয় কোনও ড্রাগের নেশা করেছিল। তা ওই আগা না আঘা, যে তার বোনকে খুন করেছিল, তার জন্য ওর শাস্তি হয়নি?"

পারভেজ বললেন, "মাত্র দু' বছর জেল খেটেছে। তারপর এই সালাদিনসাহেব ওকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। দেখুন, কী অকৃতজ্ঞ! এখন ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সালাদিনসাহেবের ভাল করে জ্ঞান ফিরলে ওকে পুলিশের হাতে দেওয়া হবে কি না, তা ঠিক হবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল তো ওই ঘটনার পর উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আমাদের সঙ্গে আর কথা হল না। এখন কেমন আছেন?"

পারভেজ বললেন, "সকালে একবার জ্ঞান ফিরেছিল, তখন কফি খেয়েছেন। এখন আবার ঘুমোচ্ছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল ওই ঘটনার আগে সারাদিন কী একটা কথা বলতে বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। আমি তার মানে বুঝতে পারিনি।"

পারভেজ বললেন, "কী কথাটা বলুন তো? আমি খেয়াল করিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

সন্তু বলল, "আমার মনে আছে। মালুআলু?"

পারভেজ বললেন, "ও বুঝতে পেরেছি। মালু আলু নয়, ম্ ম্ আলুলা!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তার মানে কী?"

পারভেজ বললেন, "ওটা একটা জায়গার নাম। পাহাড় কেটে-কেটে বাড়ি বানানো হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "হঠাৎ ওই জায়গাটার নাম বললেন কেন? ওখানে কী আছে?"

পারভেজ বললেন, "এমনি পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে শহর, অনেকে দেখতে যায়। ওখানকার লোকেরা আরামাইক ভাষায় কথা বলে, যা নাকি পৃথিবীর আর কোথাও বলা হয় না।"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আগে আমি সেখানেই যেতে চাই। অন্য কোথাও যাব না। জায়গাটা খুব দূরে?"

পারভেজ দু' দিকে মাথা নাড়লেন।

হোটেলের বাইরে বেশ শনশন করে বাতাস বইছে। কাকাবাবু প্যান্ট-কোট পরে আছেন, সন্তুর গায়ে একটা পাতলা সোয়েটার।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোর শীত করছে নাকি রে সন্তু? ঘর থেকে একটা কোট নিয়ে আসবি?"

সন্তু বলল, "না, দরকার নেই। ঠিক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কয়েকবার লাফিয়ে নে, তা হলে গা গরম হয়ে যাবে।"

সন্তু হোটেলের সিঁড়িগুলো দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামতে লাগল।

পারভেজ বললেন, "আমাদের গাড়িটা কাছেই একটা পাম্পে গিয়েছে পেট্রল ভরতে। গাড়িটার জন্য এখানেই অপেক্ষা করবেন, না সেটুকু হেঁটেই যাবেন? বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট।"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, হেঁটেই যাই। সমুদ্রের ধারে এসেছি, ভাল করে সমুদ্রই দেখা হচ্ছে না।"

সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য কত কিছু বদলে যেতে পারে! কাকাবাবু যদি হাঁটতে রাজি না হয়ে হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে

থাকতেন, তা হলে পরের গন্ডগোলের মধ্যে তিনি আর জড়িয়ে পড়তেন না।

সকালবেলা অনেকেই এসেছে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বেড়াতে, নানা জাতের মানুষ। বেলুন নিয়ে খেলছে বাচ্চারা। একটা বেলুন দুলতে-দুলতে জলে গিয়ে পড়ল।

কাকাবাবুরা হাঁটছেন আস্তে-আস্তে। হঠাৎ খুব জোর একটা শব্দ হল। কিসের শব্দ? গুলির শব্দ নাকি?

আবার সেই শব্দ। এবার আর কোনও সন্দেহ নেই যে, গুলিরই আওয়াজ।

তখন দেখা গেল একটা সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য। সমুদ্রের ধার দিয়ে একজন লোক প্রাণ ভয়ে ছুটছে, আর তাকে তাড়া করছে আর-একজন, তার হাতে একটা রিভলভার।

পারভেজ খুব ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "মিস্টার কাকা, মিস্টার কাকা, নোসি, লাই লাই!"

এমনিতেই তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধে হয়, এখন কিছুই বোঝা গেল না। নোসি মানে কী? লাই?

এর মধ্যেই পারভেজ ধড়াম করে বালির উপর শুয়ে পড়েছেন উপুড় হয়ে।

অন্য সব লোক পালাচ্ছে। কেউ-কেউ পারভেজের মতো শুয়েও পড়েছে।

কাকাবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। সিনেমার শুটিং? নইলে এরকম সকালবেলায় এত লোকের সামনে কেউ কাউকে গুলি করে মারতে পারে?

তৃতীয় গুলিটা পিঠে লাগতেই সামনের লোকটা পড়ে গেল মাটিতে। অন্য লোকটা তার মাথায় আর-একটা গুলি চালিয়ে দিল।

কাকাবাবু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও তো ক্যামেরা নিয়ে কেউ ফোটো তুলছে না। তা হলে এটা সত্যিই খুন।

খুনিটা এবার উলটো দিকে দৌড়তে লাগল, একটা হাতে উঁচু করে ধরা রিভলভার।

মনে হল যেন সে এদিকেই আসছে।

কাকাবাবুর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। বিদেশে তো রিভলভার নিয়ে আসা যায় না। তবু তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিসফিস করে সন্তুকে বললেন, "তুই আমার পিছনে এসে দাঁড়া। নড়াচড়া করিস না। দ্যাখ না কী হয়!"

লোকটি একেবারে কাছাকাছি এসে জ্বলন্ত চোখে একবার তাকাল কাকাবাবুর দিকে। তার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, দাড়ি নেই কিন্তু পুরুষ্টু গোঁফ আছে। বাদামি রঙের সুট পরা, রিভলভার-ধরা হাতটায় চার আঙুলে চারটি আংটি।

কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হুকুমের সুরে বলল, "লাই ডাউন।"

কাছেই একটা মোটরসাইকেল রাখা। তাতে সে উঠেই স্টার্ট দিল। তারপর গর্জন করে বেরিয়ে চলে গেল।

পারভেজ এবার উঠে দাঁড়িয়ে ভিতু-ভিতু গলায় বললেন, "ইউ সি হিম?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখলাম তো। এই দিকেই ছুটে এল, কারণ, ওর মোটরবাইকটা এখানেই রাখা ছিল।"

পারভেজ বললেন, "ভেরি ব্যাড। ভেরি ব্যাড। মিস্টার কাকা, তোমাকে আমি বললাম, নোসি, নোসি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওঃ হো। তুমি বলতে চাইছিলে, ডোন্ট সি? নোসি শুনে বুঝব কী করে? তা ছাড়া শুয়ে পড়তেই বা হবে কেন? আমরা তো কোনও দোষ করিনি।"

পারভেজ সারা গায়ের বালি ঝাড়তে- ঝাড়তে বললেন, "আমাদের দেশের নিয়ম হচ্ছে, কোনও দুর্ঘটনা কিংবা খুন দেখলে থানায় খবর দিতে হবে। আর খুনিকে দেখলে থানায় তার ডেসক্রিপশনও দিতে হবে। সে কত লম্বা, মুখটা কীরকম...!"

কাকাবাবু বললেন, "সব দেশে প্রায় এই একই নিয়ম। এখানে এই এত লোকের সামনে খুন হল, পুলিশ জেনে যাবেই। আমাকে আর থানায় গিয়ে খবর দিতে হবে না। আর পুলিশ যদি পরে আমাকে জেরা করে, আমি যা দেখেছি, বলে দেব।"

পারভেজ বললেন, "বলে দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলব না কেন?"

পারভেজ বললেন, "তাতে কী হবে জানেন? খুনিটা আপনার উপর খুব রেগে যাবে। ওর সঙ্গীরা আপনাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। সেই জন্যই বলছিলাম, নোসি। পুলিশ যদি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করে আমি বলব, কিছু দেখিনি। সেটাই সত্যি কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি জানব কী করে যে, এই সব সময় উটের মতো মাটিতে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতে হয়। সকালবেলা এরকম খুন আমি আগে কখনও দেখিনি।"

পারভেজ দুঃখিতভাবে বললেন, "আমাদের দেশটা খুব শান্তিপূর্ণ, এরকম খুনটুন হয় না।"

সন্তু বলল, "আমাদের দেশের যে দাদার সঙ্গে একটু আগে দেখা হল, তিনিও সেই কথা বললেন।"

পারভেজ বললেন, "কিন্তু ইরাকে যুদ্ধ চলছে। প্যালেস্টাইনেও গন্ডগোল। সেই সব দেশ থেকে অনেক লোক চলে আসছে, তারাই যখন-তখন গন্ডগোল বাধাচ্ছে! ছি ছি ছি।"

এই সময় পারভেজের গাড়িটা চলে এল। আর তখনই শোনা গেল প্যাঁ-পোঁ শব্দ, পুলিশের গাড়ির। এসব দেশে পুলিশ চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি।

পারভেজ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "চলুন, চলুন, আমরা চলে যাই।"

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে পড়লেন। তারপর আপন মনে বললেন, "শান্তিপূর্ণ দেশ বটে, তবে কাল আর আজ এই দু' দিনের মধ্যেই দু'টো রিভলভার দেখে ফেললাম।"

পারভেজ বললেন, "আমি দুঃখিত, স্যার।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কী দোষ? খুনে-ডাকাত সব দেশেই থাকে।"

পারভেজের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। তিনি নিজের ভাষায় কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

রাস্তা বেশ সুন্দর। আর গাড়ির চালকরাও বেশ ভদ্র। নিয়ম ভেঙে একজনকে ডিঙিয়ে অন্যরা যেতে চায় না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে প্রধান রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা নেমে পড়ল ছোট একটা রাস্তায়। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের রেখা। খুব উঁচু নয়।

এক জায়গায় থেমে গেল গাড়িটা। ড্রাইভার পারভেজকে কী যেন বললেন। তিনি তখন গাড়ির দরজা খুলে বললেন, "মিস্টার কাকা, এখানে নামতে হবে। গাড়ি আর যাবে না। একটু হাঁটতে হবে।"

তারপর তিনি দু' হাত ছড়িয়ে বললেন, "এই হচ্ছে ম্‌ম্ আলুলা। একটা বিশ্ব বিখ্যাত জায়গা।"

রাস্তাটা নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। পাশে-পাশে একটা ছিরছিরে ঝরনা।

খানিকটা নামার পর পারভেজ বললেন, "ওই দেখুন, পাহাড়ের উপরে কোণে-কোণে ঘর রয়েছে। আগে ওগুলো গুহা ছিল। এখন ঘর-বাড়ি করা হয়েছে।"

সন্তু বলল, "পারভেজসাব, আপনাদের দেশে তো অনেকখানি জায়গা পড়ে আছে। তবু লোকরা এই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বাড়ি করে থাকে কেন? ওঠা-নামা করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়?"

পারভেজ খানিকটা অসহায়ভাবে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি বুঝিয়ে দিন। আমি বলতে গেলে ইংলিশে খুব অসুবিধে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এক সময় খ্রিস্টানরা ইহুদি আর রোমানদের ভয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত, লুকিয়ে থাকত। সেই রকমই একটা গোষ্ঠী এই পাহাড়ের গুহাগুলোয় আশ্রয় নিয়েছিল। এরা তাদেরই বংশধর। এখনও সেই সময়ের ভাষা বলে। তবে, এখন নিশ্চয়ই এদের অনেকে চাকরিবাকরি করে। অন্য ভাষাও শিখেছে, তবু নিজেদের

পুরনো ধারাটা বজায় রেখেছে।"

পারভেজ বললেন, "ইচ্ছে করলে এদের কেউ-কেউ বড় শহরে গিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু যায় না। তাই পৃথিবীর নানান দেশের লোক এদের দেখতে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার দু'-একজনের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। কিন্তু আমি তো উপরে উঠতে পারব না।"

পারভেজ বললেন, "ঠিক আছে। আপনারা দাঁড়ান, আমি ডেকে আনছি।"

পাহাড়ের সরু পথ দিয়ে তিনি অনায়াসে উপরে উঠে গেলেন। একটু পরেই দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন নীচে। লোক দু'টি এই শীতের মধ্যেও সাদা রঙের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আছে।

কাকাবাবু প্রথমে হাতজোড় করে তাদের নমস্কার করলেন। তারপর কোর্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বললেন, "দেখুন তো, এখানে কী লেখা আছে? খুব সম্ভবত এটা আপনাদের আরামাইক ভাষায় লেখা।"

এই লোক দু'টি এক অক্ষরও ইংরেজি জানে না। তারা কাগজটা একটু চোখ বুলিয়েই মাথা নাড়তে লাগল। তারপর পারভেজকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়।

পারভেজ বললেন, "মিস্টার কাকা, এরা বলছে, এরা আরামাইক ভাষায় কথা বলতে পারে, কিন্তু পড়তে বা লিখতে জানে না। এই কাগজে কী লেখা আছে, তা ওদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ওরা শুধু আরবি ভাষা পড়তে পারে।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "এখানে সবাই সেই পুরনো ভাষা জানবে, তা আমিও আশা করিনি। তবে, দু'-চারজন জ্ঞানী-গুণী নিশ্চয়ই থাকবেন, যাঁরা এই ভাষার চর্চা করেন। তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে কী করে?"

পারভেজ সেই লোক দু'টিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, "হ্যাঁ, সেরকম আছেন এখন মাত্র দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজন অসুস্থ, আর-একজন এখানকার গুরু। তবে তিনি থাকেন অনেক উঁচুতে। তিনি তো হঠাৎ কেউ ডাকলেই নামবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক কথা। আমি একটা বাইরের লোক। তাঁকে নামতে বললেই তিনি নামবেন কেন? আমিও উপরে উঠতে পারব না। তবে, এই কাগজটা পড়ে দেওয়ার জন্য তিনি যদি কিছু ফি, মানে টাকাপয়সা নিতে চান, তা হলে তা আমার সাধ্যে কুলোলে দিতে পারি।"

পারভেজ সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "না, না। এখানকার গুরুরা খুবই শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁরা টাকাপয়সা গ্রাহ্য করেন না।"

কাকাবাবু তখন সেই কাগজটার তলার দিকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "এটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন তো। যদি এটা দেখে তাঁর মূল্যবান মনে হয়, তা হলে হয়তো তিনি দেখা করতে পারেন।"

সেই দু'জন লোক কাগজের টুকরোটা নিয়ে চলে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অত উপরের বাড়িতে জল পায় কী করে? তলা থেকে জল নিয়ে যেতে হয় কষ্ট করে?"

পারভেজ বললেন, "আগেকার দিনে নিশ্চয়ই তাই-ই হত। এখন আধুনিক ব্যবস্থা আছে। পাইপে করে জল যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "উপরে কোনও ঝরনাটরনাও থাকতে পারে। লুকনোর জন্য এই পাহাড়টাই যখন বেছেছিল, তখন কিছু সুবিধে আছে নিশ্চয়ই।"

পারভেজ বললেন, "এখানে একটা ছোট্ট সুন্দর গির্জাও আছে। ফেরার সময় সেটা দেখে যেতে পারেন।"

একটু পরে সেই লোক দু'টি ফিরে এসে কাকাবাবুকে বলল, "আপনি আসুন, উনি দেখা করতে রাজি হয়েছেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "উঁচুতে উঠতে হবে না তো? ক্রাচ নিয়ে এটাই আমার মুশকিল।"

তিনি, সন্তু আর পারভেজ এগিয়ে যেতেই তাদের একজন বলল, "শুধু আপনাকে যেতে বলেছেন, আর কেউ না। উনি বেশি লোকের সঙ্গে দেখা করেন না।"

পারভেজ বললেন, "ঠিক আছে, আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।"

কাকাবাবু সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ওকে বাদ দিয়ে তো আমি কোথাও যাই না।"

পারভেজ এ কথাটা আরবি ভাষায় ওদের বুঝিয়ে দিলেন। তখন ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে মাথা হেলিয়ে জানাল, "ঠিক আছে!"

সরু ঝরনাটা পেরিয়ে একটুক্ষণ যাওয়ার পর ওঁরা চলে গেলেন একটা বড় পাথরের আড়ালে।

তারপর যেন গোলকধাঁধা শুরু হল।

বড়-বড় পাথরের দেওয়ালের আড়াল দিয়ে সরু পথ। একবার বাঁক ঘুরলেই আর পিছন থেকে কেউ দেখতে পাবে না। এক-এক জায়গায় মনে হচ্ছে আর যাওয়া যাবে না। সামনে নিরেট দেওয়াল। খুব কাছে গেলে দেখা যায়, দু'টো পাথরের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা আছে।

এক সময় তাঁরা এসে পৌঁছলেন একটা খুব বড় গুহায়। অনেকটা হলঘরের মতো। প্রায় অন্ধকার। পিছনের একটা দিক থেকে একটু-একটু আলো আসছে।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "আমি জানতাম, এরকম একটা লুকোবার জায়গা থাকবেই। রোমান সৈন্যরা এসে উপরের গুহাগুলো সার্চ করে দেখত নিশ্চয়ই। তখন সবাই এসে এখানে লুকোত। আগে থেকে না জানলে এই জায়গাটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।"

গুহাটার একেবারে পিছনের দিকে কয়েকটা পাথরের উপর কুশন দেওয়া। চেয়ারের বদলে সেগুলোয় দিব্যি বসা যায়।

একটা পাথরের উপর বসে আছেন একজন সাদা ধবধবে পোশাক-পরা মানুষ। তাঁর মাথার চুল আর দাড়িও সাদা। কিন্তু তাঁকে ঠিক বুড়ো বলে মনে হয় না। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, হাতে একটা জোরালো টর্চ।

সঙ্গের লোক দু'জন বলল, "ইংলিশ, ইংলিশ, স্যার জোসেফ।"

অর্থাৎ এই লোকটি ইংরেজি জানেন। কাকাবাবু খানিকটা স্বস্তি বোধ করে বললেন, "গুড আফটারনুন। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন বলে ধন্যবাদ।"

জোসেফ নামে সেই ব্যক্তিটি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়োর নেম? হুইচ কান্ট্রি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার নামটা বেশ বড়, আপনার উচ্চারণ করতে অসুবিধে। শুধু 'রাজা' বললেই হবে। আর এই আমার ভাইপো সন্তু। আমরা ইন্ডিয়া থেকে আসছি।"

জোসেফ বললেন, "আপনারা বসুন। সেই লেখাটা কোথায়?"

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিলেন।

জোসেফ সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে টর্চ জ্বেলে একবার মাত্র দেখলেন। পড়ার চেষ্টাই করলেন না। হাত বাড়িয়ে বললেন, "আসল জিনিসটা কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আমি আনিনি। তাতে যা লেখা আছে, তা আমি হুবহু কপি করে এনেছি। আপনি যদি কষ্ট করে পড়ে দেন।"

জোসেফ বললেন, "আমি সেই আসল জিনিসটা দেখতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা এত পুরনো যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাই সঙ্গে নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়। তবে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, লেখাগুলো আমি নিখুঁত কপি করেছি, কোনও ভুল নেই।"

জোসেফ জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার রাজা, তুমি কি হিন্দু?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি, এরকম অনেক ধর্মের মানুষ থাকে। আমি কোন ধর্মের, তাতে কিছু আসে-যায় না।"

জোসেফ বললেন, "তোমার ওই দলিলটা কোনও কাজে লাগবে না। ওটা আমাদের কাছে রাখতে চাই। তুমি গিয়ে সেটা কোথায় রেখেছ, নিয়ে এসো। ততক্ষণ এই ছেলেটিকে আমরা এখানে জামিন রাখব।"

এবার কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "আপনারা সন্তুকে জামিন রাখবেন? তা হলে তো আপনাদের খুব মুশকিল হবে। ও খুব বিচ্ছু ছেলে। কতবার যে পালাবার চেষ্টা করবে তার ঠিক নেই।"

জোসেফ এবার একটু রূঢ়ভাবে বললেন, "ব্যাপারটা হাল্কা করবার চেষ্টা কোরো না। তোমাকে তো বলছি, যাও, সেই দলিলটা নিয়ে এসো। ততক্ষণ এই ছেলেটি আমাদের কাছে থাকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "মাফ করবেন। কারও হুকুম শোনার অভ্যেস নেই আমার। ওই দলিলটা আমাকে একজন দিয়েছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি অন্য কাউকে সেটা দেব কী করে?"

জোসেফ বললেন, "ওসব অনুমতি-টনুমতি আমি বুঝি না। দলিলটা আমাদের চাই। যদি তুমি রাজি না হও, তা হলে তোমাকেও আমরা এখানে আটকে রাখতে বাধ্য হব। যতক্ষণ রাজি না হও, এখানেই থাকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর যদি একেবারেই রাজি না হই?"

জোসেফ বললেন, "তা হলে এখানেই থাকবে সারাজীবন।"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "জায়গাটা কীরকম যেন স্যাঁতসেঁতে মতো। কী রে সন্তু, তোর এখানে থাকতে ভাল লাগবে?"

সন্তু বলল, "মোটেই না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে চল, আমরা বেরিয়ে যাই। গুড বাই জোসেফ স্যার।"

জোসেফ তাঁর টর্চটা জ্বাললেন কয়েকবার।

সেই লোক দু'টি দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। তারা এগিয়ে আসতেই জোসেফ তাদের নিজেদের ভাষায় কী যেন বললেন।

তাদের একজন এসে সন্তুকে ধরতে যেতেই সে শূন্যে লাফিয়ে উঠে একটা লাথি কষাল লোকটির থুতনিতে। অন্য লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সন্তু তার দু' পায়ের মধ্যে পা চালিয়ে তাকে ফেলে দিল।

লোক দু'টি উঠে দাঁড়িয়ে আবার লড়বার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সন্তু বিদ্যুৎ-গতিতে যুঝতে লাগল দু'জনেরই সঙ্গে।

কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে রেডি থাকলেও তাঁকে আর হাত লাগাতে হল না। সন্তু একাই ঘায়েল করে দিল লোক দু'টিকে। তারা শুয়ে পড়ে কোঁ-কোঁ করতে লাগল।

কাকাবাবু জোসেফকে বললেন, "দেখলেন, আমার ভাইপোটা কী দারুণ ক্যারাটে শিখেছে। ব্ল্যাক বেল্ট। আপনি নিজে যেন আর আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি শ্রদ্ধেয় মানুষ, আপনার গায়ে হাত তুলতে চাই না।"

জোসেফ কোনও কথা বললেন না। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, "চল রে সন্তু।"

মাটিতে পড়ে থাকা লোক দু'টির পাশ দিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন গুহার বাইরে। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, একসঙ্গে ছ'জন লোক এদিকে আসছে!

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যেই কী করে খবর পেয়ে গেল?"

সন্তু বলল, "মোবাইল ফোন।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিকই তো। আর তো অন্য কোনও দিকে যাওয়ার রাস্তা নেই। এখন কী করবি?"

সন্তু বলল, "চেষ্টা করে দেখব নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "ধ্যাত, ছ'জন লোকের সঙ্গে লড়বি? নিজেকে অত বড় হিরো ভাবিস না। রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। ধরা দেওয়াই ভাল। দু' হাত তোল মাথার উপরে।"

কাকাবাবুও ক্রাচ বগলে চেপে অতিকষ্টে দু' হাত তুললেন।

লোকগুলো একেবারে কাছে আসার পর একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "ব্যাক, ব্যাক। গো টু মাস্টার।"

কাকাবাবু উলটো দিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন।

জোসেফ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, "ওয়েলকাম ব্যাক।"

কাকাবাবু একটা পাথরের আসনে গিয়ে বসলেন।

জোসেফ বললেন, "মিস্টার রাজা, চিন্তা করো। যদি মূল দলিলটা আমাদের দিয়ে দাও, তোমাদের কোনও ক্ষতি করা হবে না। চিন্তা করো। তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। আর পালাবার চেষ্টা কোরো না। কোনও লাভ হবে না।"

॥ ৪ ॥

একটু পরে সবাই গুহাটা ছেড়ে চলে গেল। বাইরে নিশ্চয়ই পাহারা রেখেছে।

সন্তু বলল, "বাইরে নিশ্চয়ই পারভেজ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের খোঁজ করবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "কী জানি! খুঁজলেও বোধ হয় এই গুহাটার সন্ধান পাওয়া যাবে না। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, দলিলটা তো আমাদের হোটেলের ঘরে আছে। এরা যদি সেই ঘরে ঢুকে চুরি করে আনে?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, তা পারবে না। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস সন্তু? এদের কারও হাতেই রিভলভার কিংবা ছুরিটুরি কিছু ছিল না। খ্রিস্টানদের একটা দল আছে, তারা আজও কোনও অস্ত্র ছোঁয় না।"

সন্তু বলল, "এই রে! চোর-ডাকাতরা যদি তা জেনে যায়? যদি বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে আসে?"

কাকাবাবু বললেন, "এখনকার দিনে বোধ হয় বিশেষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা থাকে। কিংবা কী করে, আমি ঠিক জানি না।"

একটু পরেই দু'জন লোক এল ভিতরে। তাদের হাতে দু'টো বড়-বড় ট্রে। তাতে রুটি, নানারকম সবজি, কাবাব, আরও এক রকম মাংস, কিছু মিষ্টি। প্রচুর খাবার। এক-একজনের পক্ষে খুবই বেশি।

ট্রে দু'টি নামিয়ে রেখে, কোনও কথা না বলে চলে গেল লোক দু'টি। আবার একজন ফিরে এল, তার হাতে দু' বোতল মিনারাল ওয়াটার।

কাকাবাবু বললেন, "এরা দেখছি বন্দি করে রাখলেও খুব খাতির-যত্ন করে। কাল রাত্তিরেও...।"

সন্তু বলল, "কালকেরটা ঠিক বন্দি অবস্থা বলা যায় না। পরে তো কারণটা বোঝা গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "সে যাই হোক, আটকে তো রেখেছিল ঠিকই। নে, খেয়ে নে।"

দু'জনে খাওয়া শেষ করলেন নিঃশব্দে।

সন্তু তার বোতলের পুরো জলটাই প্রায় শেষ করে ফেলল। আপন মনে বলল, "আর চাইলে দেবে না? দেখি তো!"

গুহা থেকে বেরোবার মুখটায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল বাইরে। সেখানে তিনজন লোক বসে আছে।

সন্তুকে দেখতে পেয়ে তিনজনই উঠে দাঁড়াল। অন্য অস্ত্র নেই বটে, একজনের হাতে রয়েছে একটা বড় পাথর।

সন্তু বলল, "ওয়াটার! ওয়ান বট্‌ল অফ ওয়াটার।"

কেউ বুঝল না। একজন অন্যদের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করল।

সন্তু এবার ডান হাতটাকে গেলাসের মতো গোল করে মুখের কাছে এনে জল খাওয়ার ইঙ্গিত করল।

কয়েকবারের পর সেটা বুঝে একজন দেওয়ালের ওপাশে গিয়েই নিয়ে এল তিনটি বোতল।

সন্তু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

ফিরে এসে সন্তু বলল, "এরা একটা বোতল চাইলে তিনটে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকগুলোকে ভাল বলতে হবে। যদি একেবারেই জল না দিত, তা হলে কী হত বল তো? জল ছাড়া তো আমরা একদিনের বেশি টিকতেই পারতাম না। কিছু না খেয়েও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জল ছাড়া অসম্ভব। তুই বিপ্লবী যতীন দাসের নাম শুনেছিস?"

সন্তু বলল, "ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছে ওই নামে একটা রাস্তা আছে না?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তিনি কে ছিলেন জানিস?"

সন্তু মাথা দুলিয়ে বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বিপ্লবী। রাস্তার নাম রাখলেও লোকে ভুলেই যাচ্ছে এঁদের কথা। ইনি ছিলেন পঞ্জাবের ভগৎ সিংহের সঙ্গী। লাহোর জেলে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশন করেছিলেন। টানা বাষট্টি না তেষট্টি দিন! ভেবে দ্যাখ, অতদিন কেউ না খেয়ে থাকতে পারে? এটা একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। শরীরটা শুকিয়ে একেবারে ছোট্ট হয়ে গিয়েছিল। জেলের কর্তারা তাঁর অনশন ভাঙার জন্য একটা মাটির কুঁজোয় জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে রেখে দিত তাঁর ঘরে। যদি জল ভেবে দুধ খেয়ে ফেলেন, তা হলেই তো আর অনশন রইল না। যতীন দাস সেটা বুঝতে পেরে জল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় যদি নিজেকে সামলাতে না পারেন, তাই লাথি মেরে ভেঙে দিলেন সেই কুঁজোটা। তেষট্টি দিন পর তিনি মারা যান।"

সন্তু একটুক্ষণ পরে বলল, "একবার চেষ্টা করে দেখব তো, কতদিন না খেয়ে থাকতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "দেড়দিনের বেশি পারবি না। তাও লুকিয়ে-লুকিয়ে চকোলেট-টকোলেট খেয়ে নিবি। আমাদের ছেলেবেলায় বলা হত, সরস্বতী পুজোর দিন সকাল থেকে উপোস করে অঞ্জলি দিতে হয়। সেই দিনই সবচেয়ে খিদে পেয়ে যেত যে, লুকিয়ে-লুকিয়ে বিস্কুট, বোঁদে, চিঁড়ের মোয়া যা পেতাম, তাই-ই খেয়ে নিতাম। মুখ মুছে যেতাম অঞ্জলি দিতে।"

সন্তু হেসে ফেলে বলল, "এখন আমরাও তো গোপনে খেয়ে নিই। তোমরাও তাই করতে?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "হ্যাঁ। ছেলেবেলায় আমি খুব ডানপিটে ছিলাম। একবার ছাদের পাঁচিলের উপর দিয়ে অনেকখানি হেঁটেছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে। বাড়ির সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চারতলার ছাদ, পা পিছলে পড়লেই একেবারে শেষ। বাবা আমার কান মলে দিয়েছিলেন। বাবার কাছ থেকে আমি ওই একবারই শাস্তি পেয়েছি। বাবার কাছ থেকে একবার পুরস্কারও পেয়েছিলাম।"

সন্তু কাকাবাবুর ছেলেবেলার চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করে বলল, "কিসের জন্য?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, ফেনসিং ক্লাসের। মানে তলোয়ার খেলা শেখাবে। তখন তলোয়ার খেলার কিছুটা ফ্যাশান হয়েছিল। আমাদের সময়ে সিনেমায় ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস, এরল ফ্লিন, স্টুয়ার্ট গ্যাঞ্জার। তোরা নিশ্চয়ই এঁদের নামও শুনিসনি। ওঁরাই ছিলেন হিরো, আর দুর্দান্ত তলোয়ার খেলা দেখাতেন। সোর্ড ফাইট যাকে বলে। সেই সব দেখে আমারও খুব শখ হয়েছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের পাড়ায় হত এই ক্লাস। বাড়ির কাউকে কিছুই বলিনি। বলতাম যে, পার্কে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাচ্ছি।"

সন্তু মুচকি হেসে বলল, "তুমিও মিথ্যে কথা বলতে?"

কাকাবাবু বললেন, "একটুআধটু বলতাম। তবে তোর বন্ধু জোজোর তুলনায় কিছুই না। হ্যাঁ, তারপর একদিন সকালবেলা বাবা খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে আমায় ডেকে বললেন, 'অ্যাই রাজা শোন, এদিকে এসে দ্যাখ তো এটা কার ফোটো?' আমি তো ফোটোটা দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আগের দিন জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবে একটা কম্পিটিশনে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। জানতাম না সেই ফোটোটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবে। বাবা বললেন, 'তোরই তো ফোটো মনে হচ্ছে, এই যে তোর নামও লেখা রয়েছে। তুই তলোয়ার খেলা শিখলি কবে?' আমি চুপ। বাবা আমার হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন। তারপর মাথার চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'জানিস, বাচ্চা বয়সে আমি বাখারি দিয়ে তলোয়ার বানিয়ে খেলতাম। এখন আমার ছেলে সত্যিকারের তলোয়ার খেলতে শিখেছে। তোকে আমি একটা পুরস্কার দেব।' "

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী পুরস্কার পেলে?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা মোটরসাইকেল, আমার খুব শখ ছিল। সেটায় খুব আওয়াজ হত। সারা পাড়া কাঁপিয়ে আমি যখন মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতাম, নিজেকে খুব হিরো-হিরো মনে হত।"

সন্তু বলল, "তুমি রিভলভার চালাতে শিখলে কবে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা কিন্তু ছাত্র বয়সে শিখিনি। তলোয়ার খেলার শখও বেশিদিন রইল না। ফেনসিং ক্লাবগুলো উঠে গেল। এখনকার ইংরেজি সিনেমাতেও তলোয়ার থাকে না। এখন শুধু গোলাগুলি। তাতে কী আওয়াজ! ওফ্! তাই এখন সিনেমা দেখাই ছেড়ে দিয়েছি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমার বাবা রিভলভার চালাতে জানেন না, বিমানদা জানেন না, কিন্তু তুমি...!"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের বাড়িতে বন্দুক-পিস্তল কিছু ছিল না। বেশির ভাগ বাঙালির বাড়িতেই তো থাকে না। আমি যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কাজ করতাম, তখন শিখতে হয়েছিল। যেসব জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি হয়, তা সবই শহরটহর থেকে অনেক দূরে, ফাঁকা কোনও জায়গায়। সেখান থেকে রোজ যাওয়া-আসা করা যায় না। তাঁবু খাটিয়ে রাত্তিরেও সেখানে থাকতে হয়।"

সন্তু বলল, "তাঁবুতে থাকতে আমার খুব মজা লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, তুই ভাবছিস মজা। কিন্তু ওই সব নির্জন জায়গায় রাত্তিরবেলায় ডাকাতরা এসে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে যায়। একজন বিখ্যাত ইতিহাসের পণ্ডিতকে ডাকাতরা খুনও করে পালিয়েছিল। সেই জন্যই পরে বন্দুকধারী পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। অফিসারদেরও আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক-পিস্তল ছোড়া শিখতে হয়। আমি যখন আফগানিস্তানে একটা প্রাচীন দুর্গ আবিষ্কারের সময় ছিলাম, তখন আমাকে রিভলভার চালাতে শিখিয়েছিল একজন আর্মি অফিসার। তাঁর নাম প্রেমজিৎ সিংহ। তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে আমাদের দু'জনের মধ্যে টার্গেট প্র্যাকটিসের সময় কম্পিটিশন হত। একবার সত্যি-সত্যি আমাদের সেই তাঁবুতে আক্রমণ করেছিল ডাকাতরা।"

সন্তু উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাকাতরা এসেছিল ঘোড়া চালিয়ে। জনাচারেক হবে। আমরা রেডি ছিলাম। আমরা মাটি খুঁড়ে বাঙ্কার বানিয়ে রেখেছিলাম। যুদ্ধের সময় যেমন থাকে। বাঙ্কারের মধ্যে নেমে থাকলে সহজে গায়ে গুলি লাগে না। ডাকাতরা ভেবেছিল, বড়জোর একজন পাহারাদার থাকবে, আর সরকারি বাবুরা সিঁটিয়ে থাকবেন ভয়ে। কিন্তু পরমজিৎ আর আমি চারটে ডাকাতকেই ফেলে দিলাম ঘোড়া থেকে। তাদের মধ্যে থেকে তিনজন পালাল। একজনের পায়ে গুলি লেগেছিল, সে পালাতে পারেনি। তাকে আমরা ধরে রাখলাম। তাকে নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। তার নামটা অদ্ভুত, লোধা শিকারি। তাকে আমরা পুলিশে দিলাম না, তার পায়ের চিকিৎসা করানো হল। তাকে রেখে দেওয়া হল একটা তাঁবুতে। আর রোজ তার উপর ইতিহাসের লেকচার ঝাড়া হত। এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ যে কত জরুরি, তা তাকে বোঝানো হত। তারপর সে কিন্তু আর পালাতে চাইল না। থেকে গেল আমাদের সঙ্গে। এই লোধা শিকারি পরে একটা প্রাইজ পেয়েছিল। অ্যাই সন্তু, তুই কাঁপছিস?"

সন্তু বলল, "না তো!"

কাকাবাবু বললেন, "সকালেই বলেছিলাম, একটা কোট নিয়ে আসতে। তুই আমারটা গায়ে দে।"

সন্তু বলল, "না, না, আমার চাই না। সত্যি, বেশি শীত করছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "হাত দু'টো তো স্বামী বিবেকানন্দের মতো বুকের উপর চেপে রেখেছিস। পাহাড়ি জায়গায় বেশি ঠান্ডা হয়। রাত্তিরে ঠান্ডা অনেক বাড়বে।"

সন্তু বলল, "আমরা কি রাত্তিরে এখানে থাকব?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ছাড়া উপায় কী? এখান থেকে বেরোব কী করে? এরা অবশ্য ভাল খাবারদাবার দিচ্ছে, রাত্তিরে কম্বল-বিছানাও দেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখানে আটকে থাকলে তো এই দেশটার কিছুই

দেখা হবে না।"

সন্তু বলল, "জানলা না থাকলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "গুহার মধ্যে আর তুই জানলা পাবি কী করে?"

সন্তু বলল, "এখানে তো দরজাটরজাও নেই। সামনেটা খোলা। আর-একবার বাইরেটা দেখব নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখতে পারিস। কিন্তু মারামারিটারি করিস না। তাতে কোনও লাভ হবে না।"

সন্তু এগিয়ে গেল সামনের দিকে। বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরে দৌড়ে ফিরে এসে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওখানে কোনও লোক নেই। শুধু একটা কুকুর বাঁধা আছে। চেষ্টা করলে ওই কুকুরটার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া যায়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কুকুরটা কত বড়?"

সন্তু হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "বেশ বড়। খুব সম্ভবত অ্যালসেশিয়ান। কিন্তু ওর গলার চেনটা ছোট, বেশি দূর এগোতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা যখন পাশ দিয়ে যাব, তখন কি কুকুরটা চুপ করে বসে থাকবে? ডাকবে না? ওই লোকগুলো নিশ্চয়ই কাছে কোথাও রয়েছে। কুকুরের ডাক শুনেই ছুটে আসবে। ওরে সন্তু, আমার তো এই মুশকিল, খোঁড়া পা নিয়ে দৌড়তে পারি না। সঙ্গে কোনও অস্ত্রও নেই। আবার ধরা পড়ে যাব।"

সন্তু মাথা দোলাতে লাগল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক। দেখি, কেমন লাগে! কাল সকালে ভাবছি, দলিলটা এদের দিয়ে দেওয়ার কথাই বলব। বাজারে ওর দাম যাই-ই হোক, ক্রিশ্চিয়ানদের ব্যাপার। ওদের কাছেই তো থাকা উচিত। আমি শুধু চাইছিলাম, ওতে কী লেখা আছে সেটা জানতে। জোসেফ সেটা কিছুতেই বলল না আমাকে।"

সন্তু বলল, "আমার মনে হয়, ওই জোসেফসাহেবও ওটা পড়তে জানেন না। ভাল করে তো দেখলেনই না তোমার কাগজটা। খালি আসলটা চাইতে লাগলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "হতেও পারে। কতদিন আগেকার হাতের লেখা। পড়তে অনেক সময় লাগতে পারে। কিন্তু শেষ লাইনটা পড়েই জোসেফসাহেব বুঝেছেন, এটা খুবই মূল্যবান।"

সন্তু বলল, "শেষ লাইনে কি যিশুখ্রিস্টের সই থাকতে পারে?"

কাকাবাবু দু' দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "আমার তা বিশ্বাস হয় না। তবে যদি সত্যি-সত্যি তা হয়, তবে সেটা হবে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। যিশু লিখতে-পড়তে জানতেন, এরকম কখনও জানা যায় না। অ্যাই সন্তু, তুই তো শীতে কাঁপছিস দেখছি। নে, এটা পরে নে।"

কাকাবাবু জোর করে নিজের গায়ের কোটটা খুলে সন্তুর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এখন একটু কফি খেলে মন্দ হত না। তুই এক কাজ কর, ওই সামনের দিকটায় কয়েকবার 'কফি কফি' বলে চিৎকার করে দ্যাখ তো।"

সন্তু সেদিকে গিয়ে মুখ খোলার আগেই জুতো মশমশিয়ে ঢুকে এল চারজন লোক।

তাদের মধ্যে একজন কাকাবাবুর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, "উই আর এক্সট্রিমলি সরি স্যার। আমাদের মাপ করবেন। আমরা বুঝতে পারিনি আপনারা সালাদিনসাহেবের কাছ থেকে এসেছেন। সালাদিনসাহেব আমাদের অনেক উপকার করেছেন। ভেরি সরি, ভেরি সরি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে আমরা এখন কী করব?"

সেই লোকটি বলল, "ইউ আর ফ্রি টু গো। বাইরে আপনাদের জন্য গাড়ি তৈরি আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল সন্তু, আমরা হোটেলে গিয়েই আরাম করে শুই।"

কাকাবাবু এগোতে লাগলেন, আর লোকগুলো বারবার বলতে লাগল, "মাপ করবেন, মাপ করবেন।"

কাকাবাবু একবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, "না, না, আপনারা আমাদের বেশ খাতির-যত্ন করেছেন। আমাদের একটুও খারাপ লাগেনি।"

সন্তু দেখল, প্রথম যে-লোকটির থুতনিতে সে লাথি মেরেছিল, সেই লোকটিও আছে এই দলে। সেও বলছে, "ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন।"

বাইরে এসে দেখা গেল, প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। কাকাবাবুরা যখন গুহার মধ্যে ঢুকেছিলেন, তখন দুপুর বারোটা।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন পারভেজ।

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! আপনি সেই দুপুর থেকে এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?"

তিনি বললেন, "না, মিস্টার কাকা। যখন দেখলাম, দু' ঘণ্টার মধ্যেও আপনারা ফিরছেন না, তখন বুঝলাম, কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। এখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা কিছু বলে না। আপনাদের দায়িত্ব আমার উপর। রিপোর্ট করার জন্য তক্ষুনি চলে গেলাম সালাদিনসাহেবের কাছে। আপনারা গাড়িতে উঠুন, বাকিটা বলছি।"

কাকাবাবুরা গাড়িতে উঠে পড়লেন। ড্রাইভার সেই একই ব্যক্তি, যিনি একটিও কথা বলেন না। কাকাবাবু তাঁর পাশে বসে বললেন, "বঁ জুর মঁসিয়ে।"

এবার সেও মুখ ফিরিয়ে বলল, "বঁ জুর, বঁ জুর।"

কাকাবাবু বললেন, "এক সময় এই দেশটা ফরাসিদের অধীনে ছিল। তাই এখানকার কিছু লোক ফরাসি ভাষা জানে। তাই না?"

পারভেজ বললেন, "ঠিক ধরেছেন। কিছু লোক আছে, যারা ইংরেজি বলতে পারে না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ বলতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। হ্যাঁ, তারপর কী হল?"

পারভেজ বললেন, "গিয়ে শুনলাম, তিনি ঘুমোচ্ছেন। যতই জরুরি কাজ থাক, ওঁকে তো জাগানো যাবে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম সেখানে বসে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর ওঁর ঘুম ভেঙেছে শোনা গেল। কিন্তু তখন তিনি খাবেন, আমাদের দেখা করার অনুমতি নেই। ওঁর সেক্রেটারিকে সব জানালাম। তিনি ওঁর সঙ্গে কথা বলার পর ফিরে এসে আমাকে বললেন, "তুমি আবার এন আলুলায় চলে যাও। সেখানে অপেক্ষা করো। দরকার হলে সারারাত সেখানে থাকবে। তা আপনারা তো সন্ধের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা আমাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। শুধু মূল দলিলটা চেয়েছিল। ছেড়ে দেওয়ার সময় তো সে সম্পর্কে কিছু বলল না।"

পারভেজ বললেন, "ওরে বাবা, একবার সালাদিনসাবেহের নাম শুনেছে আর কিছু বলবে?"

কাকাবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, "সালাদিনকে এরা ভয় পায় কেন? সালাদিনের সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক?"

পারভেজ বললেন, "না, না, স্যার। ভয় নয়, ভয় নয়। সালাদিনসাহেবকে এরা খুব শ্রদ্ধা করে। সালাদিনসাহেব মুসলমান হলেও ক্রিশ্চানদের যে কত রকম সাহায্য করেন, তার ঠিক নেই। এখানকার একটা পুরনো, ভাঙা গির্জা সালাদিনসাহেব সম্পূর্ণ মেরামত করে দিয়েছেন।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সালাদিনসাহেব কি চিতাবাঘ পোষেন?"

পারভেজ বললেন, "হ্যাঁ, তুমি দেখেছ বুঝি? ওঁর তো নানারকম শখ। আর-একটা বাড়িতে আছে তিনটে ভল্লুক, সাদা রঙের। তাদের জন্য সব সময় বরফের ব্যবস্থা রাখতে হয়। আর-একটা বিশাল পাইথন। আবার উনি ছবিও ভালবাসেন। দেশ-বিদেশের অনেক শিল্পীর ছবি কিনেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষটি খুবই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এখন এতই

পারভেজ জিজ্ঞেস করলেন, "ঔরঙ্গজেব কে?"

কাকাবাবু বললেন, "এ আমাদের দেশের ইতিহাসের ব্যাপার, আপনি ঠিক বুঝবেন না।"

পারভেজ বললেন, "আর দেরি করবেন না। চলুন, চলুন। সন্তু সব কিছু গুছিয়ে নাও।"

কাকাবাবু বললেন, "শুনুন পারভেজ, আমাকে বলা হয়েছিল, সালাদিনসাহেব সিরিয়া দেশটার সব জায়গায় আমাদের বেড়াবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা সেই জন্যই এসেছি। কিন্তু এভাবে যখন-তখন এসে তাড়া দেওয়া, মাঝরাত্তিরে হোটেল ছাড়া, আমি এমনভাবে বেড়াতে অভ্যস্ত নই।"

পারভেজ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "আমার উপর রাগ করবেন না। আমি তো কিছু ঠিক করি না। তবে, দামাস্কাস শহর তো আপনাদের দেখাই হয়নি। ওখানে খুব ভাল লাগবে। ওদিকেও অনেক বেড়াবার জায়গা আছে।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "মনে হচ্ছে আমাদের এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। এই সব সম্পত্তির ঝগড়ার মধ্যে আমরা থাকতে যাব কেন? সালাদিনের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে গিয়েছে, ব্যস। আর তো এখানে থাকার দরকার নেই।"

পারভেজ বললেন, "না, না, স্যার। ও কথা বলবেন না। সালাদিনসাহেব আর-একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরি কথা আছে।"

পারভেজের পীড়াপীড়িতে জামাকাপড় সব সুটকেসে ভরে নেওয়া হল। একটু পরেই সবাই নেমে এলেন নীচে। হোটেলের কাউন্টারে একজন লোক রাত্তিরেও ডিউটি দেয়। কাকাবাবু তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে লকার রুম থেকে বের করে আনলেন দলিলের ব্যাগটা।

গাড়িতে ওঠার পর সন্তু বলল, "যাঃ, সেই প্রোজ্জ্বলদাকে কোনও খবর দেওয়া হল না। উনি কাল সকালে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন বলছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এত রাত্তিরে আর কী করে খবর দেওয়া যাবে? দেখা যাক, দামাস্কাসে গিয়ে যদি ফোন করা যায়!"

পারভেজ বললেন, "এই গাড়িটা আগে যাবে সালাদিনের বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে-সঙ্গে যাবে।"

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনও গাড়িই নেই। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। একজন গার্ডের কাছ থেকে জানা গেল যে, সালাদিনসাহেব অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বলে অ্যাম্বুলেন্স আগেই তাঁকে নিয়ে চলে গিয়েছে। সঙ্গে গিয়েছে আরও দু'টি গাড়ি। সে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমরা রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাই না কেন? একটু ঘুমিয়ে নিই? সকালে রওনা হব?"

পারভেজ বললেন, "মাপ করবেন, মিস্টার কাকা। আমার উপর অর্ডার আছে আজ রাতেই আপনাদের নিয়ে যাওয়ার।"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "কী রে সন্তু, আমরা কি এদের সব অর্ডার মানতে বাধ্য? বেড়াতে নিয়ে এসেছে বলে কি মাথা কিনে ফেলেছে নাকি রে?"

সন্তু এ কথার কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। তাকালেন আকাশের দিকে। এখানকার আকাশে একটুও মেঘ নেই। দেখা যাচ্ছে অসংখ্য তারা। এত উজ্জ্বল আকাশ সচরাচর দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, কতদিন রাতদুপুরে আকাশ দেখিনি। তবু আজ পারভেজের টানাটানিতে দেখা হল। সন্তু, এই মহাকাশে কত তারা আছে, তোর ধারণা আছে?"

"খুব ছেলেবেলায় একজন আমাকে বলেছিল, মানুষের মাথায় যত চুল থাকে, তার সমান। এখন জানি, এক হাজারটা মানুষের মাথায় যত চুল, তার চেয়েও বেশি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখনও পর্যন্ত মানুষের গোনার ক্ষমতা হয়নি। এখনও আমরা জানি না, এত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আর কোথাও মানুষ আছে কিনা কিংবা অন্য কোনও প্রাণী।"

পারভেজ এসব আলোচনা একটুও পছন্দ না করে বারবার বলতে লাগলেন, "স্যার, স্যার, দেরি করবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, দাঁড়াও না। এমন সুন্দর তারাভরা আকাশ দেখতে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা। সন্তু, বল তো, কোনটা ধ্রুবতারা?"

পারভেজের অবস্থা দেখে সন্তু হেসে ফেলল। বেচারি বোধ হয় এবার কেঁদেই ফেলবেন। তারাটারা দেখার একটুও ইচ্ছে নেই তাঁর।

একটু পরে গাড়িতে উঠতেই হল। গাড়ি ছুটল মসৃণ রাস্তা দিয়ে। এই সময় রাস্তা একেবারে ফাঁকা, দু'টো-একটা গাড়ি চলছে মাত্র।

কাকাবাবু সামনের সিটে বসেছেন। মাথাটা হেলান দিয়ে বললেন, "আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। পৌঁছলে ডেকে দিস।"

ডাকতে হল না। কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা হঠাৎ থেমে যেতেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। একটা বড় ভ্যানগাড়ি এই গাড়িটাকে আটকে দিয়েছে। তার থেকে টপাটপ করে নেমে এল তিনজন লোক। তাদের কালো পোশাক, মুখে মুখোশ।

কাকাবাবু বললেন, "এ আবার কী ঝঞ্ঝাট শুরু হল! ডাকাতি নাকি?"

একজন মুখোশধারী ড্রাইভারের পাশের কাচে রিভলভার দিয়ে ইঙ্গিত করল, দরজা খুলে দিতে। ড্রাইভার শুধু কাচ খুলে কী যেন জিজ্ঞেস করল আরবি ভাষায়।

সেই লোকটি এবার রিভলভারটা কাকাবাবু ও সন্তুর দিকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করল, ওদের নেমে আসতে হবে।

কাকাবাবু পারভেজকে বললেন, "কেন আমাদের নামতে হবে, সেটা জিজ্ঞেস করুন তো? কারণটা না জানলে আমি নামব না।"

পারভেজ এদের দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন। সিঁটিয়ে বসে আছেন পিছনের সিটে। মিনমিন করে আরবি ভাষায় বললেন কাকাবাবুর কথাটা।

রিভলভারধারী এবার রুক্ষভাবে ইংরেজিতে বলল, "কাম আউট অফ দ্য কার।"

কাকাবাবু নিজেই এবার জিজ্ঞেস করলেন "হোয়াই?"

সে কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই সেই ভ্যান থেকে নেমে এল আর-একজন। এর হাতে একটা বেশ বড় অস্ত্র। লাইট মেশিনগানটান হতে পারে।

সে এসে বলল, "মিস্টার রাজা, আমাদের উপর অর্ডার আছে, তোমাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জীবন্ত অবস্থায়। তোমরা যদি যেতে না চাও, তা হলে মৃতদেহ নিয়ে গেলেও চলবে। এখন তুমি কোনটা চাও?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কী রে সন্তু, এক্ষুনি আমাদের মরার কোনও ইচ্ছে নেই, কী বল! চল নামি। দেখা যাক, এর পর কী হয়?"

দু'জনেই নামলেন গাড়ি থেকে। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, এদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও উপায়ই নেই। সাঙ্ঘাতিক সব অস্ত্র রয়েছে ওদের হাতে। বাধা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ইচ্ছে করলে ওরা সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে।

তিনি ফিসফিস করে সন্তুকে বললেন, "মাথা গরম করিস না। এখন এদের কথা মেনেই চলতে হবে।"

কাকাবাবু ওদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের মালপত্র গাড়িতেই থাকবে?"

চতুর্থ লোকটি বলল, "সে ব্যবস্থা আমরা করছি। তোমরা ওই গাড়িতে ওঠো।"

কাকাবাবু আর সন্তু বাধ্য ছেলের মতো সেই ভ্যানের পিছন দিকে উঠলেন। ওরা কাকাবাবুদের সুটকেস আর ব্যাগ সবই নিয়ে এসে ছুড়ে-ছুড়ে ফেলল ওই গাড়ির মধ্যে।

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর সেই লোকগুলো টপাটপ কাকাবাবু ও সন্তুর হাত আর পা বেঁধে ফেলল। মুখে লাগিয়ে দিল টেপ।

এতেও তারা থামল না। কী একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল দু'জনের বাহুতে।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, সেটা অজ্ঞান করার ওষুধ। একটু পরেই টেনে এল তাঁর চোখ। তিনি ভাবলেন, এই ওষুধ বেশি হয়ে গেলে মানুষের আর জ্ঞান ফেরে না। ওরা কতটা দিয়েছে, ঠিক জানে তো? আবার কি চোখ মেলে এই পৃথিবীকে দেখা যাবে?

কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁর জ্ঞান চলে গেল। গাড়িটা ছুটতে লাগল বেশ জোরে।

॥ ৬ ॥

কাকাবাবু আবার চোখ মেললেন ঠিকই। কত ঘণ্টা পরে কে জানে!

প্রথমে সব কিছুই অন্ধকার মনে হল, তারপর আস্তে-আস্তে দেখতে পেলেন একটা ছোট ঘর। পাথরের দেওয়াল। অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি, সেখান থেকে একটু-একটু আলো আসছে। তাঁর হাত পায়ের বাঁধন নেই। মুখটাও খোলা। শুধু মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। কয়েকবার মাথাটা ঝাঁকুনি দিতে-দিতে ভাবলেন, যাক! তা হলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়নি। পরক্ষণেই ভাবলেন, সন্তু কোথায়? সন্তু?

অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলেন, একটা দেওয়ালের পাশে মেঝেতে শুয়ে আছে সন্তু। এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। কাকাবাবু আরও দেখতে পেলেন, তাঁদের সুটকেস, ব্যাগ, তাঁর দুটো ক্রাচ, সবই রাখা আছে এই ঘরের মধ্যে। তিনি সন্তুকে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেন। সে উঁ উঁ শব্দ করল শুধু।

কাকাবাবু ভাবলেন, থাক, আর-একটু ঘুমোক।

তিনি ক্রাচ দু'টো বগলে নিয়ে ঘরটা ঘুরে দেখলেন। বেশ ছোটই ঘরটা। পাথরের মেঝে, পাথরের দেওয়াল। সাধারণ দরজার বদলে একটা লোহার শিক দেওয়া গেট, তালা ঝুলছে বাইরে থেকে। লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে একটা বারান্দার একটুখানি অংশমাত্র দেখা যায়। আর কিছুই না। ঘুলঘুলিটা এত উঁচুতে যে বাইরে কিচ্ছু দেখার উপায় নেই।

হঠাৎ সন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, "কী, কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "কই, কিছু হয়নি তো! স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?"

সন্তু বলল, "ও হ্যাঁ, স্বপ্ন, স্বপ্নই তো...!"

কাকাবাবু বললেন, "ওঠ, চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে নে। দেখি তো জল কোথায় পাওয়া যায়।"

একটু খুঁজতেই তিনি দেখলেন, এক দিকে দেওয়ালের পাশে রয়েছে দু'টি জলের বোতল। এমনকী, দু'টি প্লাস্টিকের গেলাসও।

সন্তুর এখনও ঘোর কাটেনি, সে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এ জায়গাটা কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "মনে তো হচ্ছে জেলখানা। কারা আমাকে এখানে আনল, তা তো এখনও বুঝতে পারছি না। তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি? ভয়ের?"

সন্তু বলল, "একটু ভয়ের। থাকগে। এখন কী হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই। কেউ না-কেউ আসবে নিশ্চয়ই। তবে বেঁচে তো আছি, ইঞ্জেকশন দিয়ে আমাদের যে মেরে ফেলেনি, সেটাই তো যথেষ্ট। আমার ওই ব্যাগটায় সেই দামি জিনিসটা আছে, সেটাও তো নেয়নি।"

সন্তু আপন মনে বলল, "জেলখানা!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সিরিয়ায় বেড়াতে এসে আমরা বারেবারে বন্দি হয়েই থাকছি। কিন্তু বিশেষ কিছু ঘটছে না। প্রথমবার ছিলাম সালাদিনের বাড়ি, সেটাকে অবশ্য জেলখানা মনে করার কোনও উপায়ই নেই। তারপর পাহাড়ের গুহায়। সেটাও বেশ খোলামেলা ছিল। এটা একেবারেই বাজে জেলখানা। এত ছোট ঘর, আর একটু বসবার জায়গাও নেই।"

সন্তু লোহার গেটটার কাছে গিয়ে বলল, "বাইরেটাও কিছু দেখা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "এবার মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু ঘটবে। সিরিয়াস, সিরিয়াস কাণ্ড! অনেকটা ফেলুদার গল্পের মতো শোনাচ্ছে না? সন্তু, তুই ফেলুদার গল্পগুলো পড়িস?"

সন্তু বলল, "একটাও বাকি নেই। আর বেরোবে না, সেই জন্য খুব দুঃখ হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "ফেলুদাকে আমারও খুব ভাল লাগে। ফেলুদা বোধ হয় কখনও বিদেশে আসেনি, তাই না?"

সন্তু বলল, "না। আমার তো মনে পড়ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এ জায়গাটা যে কোথায়, তাও তো বুঝতে পারছি না। কেন যে কারা ধরে আনল, তাই-ই বা কে জানে! সন্তু, তুই এক কাজ কর। ওই যে উপরের ঘুলঘুলিটা থেকে দিনের আলো আসছে। অত উঁচুতে তো ওঠার উপায় নেই। তুই আমার কাঁধে ওঠ, তারপর উঁকি দিয়ে দ্যাখ তো।"

সন্তু একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি কাঁধে চাপব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তোর ছেলেবেলায় আমি তোকে কত কাঁধে করে ঘুরে বেড়িয়েছি। একবার সেই কোদাইকানালে তুই এক জায়গায় লাফাতে গিয়ে পা মচকে ফেলেছিলি, হাঁটতে পারতিস না, তখন তোকে আমি কাঁধে নিয়ে পাহাড়েও উঠেছি। তখন অবশ্য আমার দু'টো পা-ই ভাল ছিল।"

সন্তু বলল, "সে তো অনেক আগে। কাকাবাবু, এখন আমি বড় হয়ে গিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "বড় হয়েছিস ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি হোসনি। আর আমিও এমন কিছু বুড়ো হইনি যে, তোকে কাঁধে নিতে পারব না। ওঠ, ওঠ।"

কাকাবাবু বসে পড়ার পর সন্তু তাঁর ঘাড়ে বসে দু' দিকে দু' পা ঝুলিয়ে দিল। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন, আস্তে-আস্তে...!

প্রথমে উঁকি দিতে গিয়েই সন্তু চমকে 'আঃ' বলে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

ঘুলঘুলিটার ঠিক ওপাশেই একটা পাখির বাসা। বেশ বড় আকারের একটা পাখি, সম্ভবত চিল, ঝটপটিয়ে উড়ে গেল।

ঘুলঘুলিটা বেশ বড়, তবে মাঝখানে রয়েছে তিনটে লোহার রড। সেগুলো বেশ মজবুত। খালি হাতে ভেঙে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, এ জায়গাটা বেশ উঁচুতে, ছোটখাটো পাহাড়-টাহাড়ের উপর হতে পারে। নীচে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। অনেক গাছপালা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মানুষজন দেখতে পাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "না। ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা গাড়ি উঠে আসছে উপরের দিকে। এখনও গাড়িটাকে খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে।"

হঠাৎ পিছন দিকে তালা খোলার শব্দ হল, কেউ যেন ঢুকছে ভিতরে।

সন্তু লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কাকাবাবুর ঘাড় থেকে।

ঘরে যে লোকটা ঢুকল, তাকে একটা গরিলা বলে ভুল করা যেতেই পারে। খুব বেশি লম্বা নয়, কিন্তু যথেষ্ট চওড়া। হাঁটছেও থপথপ করে। নীল রঙের প্যান্ট ও শার্ট পরা। কোমরের বেল্টে ঝুলছে একটা রিভলভার।

দু' হাতে দু'টো প্লেটভর্তি খাবার মাটিতে নামিয়ে রেখে সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "টি অর কফি?"

প্রথমে বুঝতে না পেরে কাকাবাবু তাকিয়ে রইলেন। দ্বিতীয়বার শুনে বললেন, "কফি।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "উইথ মিল্ক অ্যান্ড শুগার?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে দেখিয়ে বললেন, "মিল্ক অ্যান্ড শুগার ফর হিম, আমার জন্য ব্ল্যাক।"

লোকটি গেটে চাবি লাগিয়ে চলে গেল।

সন্তু দেখল প্লেটে রয়েছে দু' রকম কাবাব, কিছু সবজি, রুটি আর ডিম সেদ্ধ।

কাকাবাবু বললেন, "এ দেশে এরা বন্দি করে রাখলেও খাবার সব

সময় ভাল দেয়, তাই না!"

সন্তু বলল, "ডিম সেদ্ধ দিয়েছে, একটু নুন পেলে ভাল হত।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো। নুন ছাড়া ডিম তো খাওয়াই যায় না। চেয়ে দেখব, যদি দেয়? আবার চাইলে রেগে যেতেও পারে।"

লোকটি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এল, একটা ট্রেতে দু' কাপ কফি-দুধ-চিনি নিয়ে।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খাওয়া শুরু করোনি? খাও, খাও, ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

সন্তু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, "একটু সল্ট, ডিম খেতে গেলে...!"

লোকটি বলল, "নুন নেই? ছি ছি ছি ছি! ওরে নির্বোধ।"

সে নিজেই নিজের দু' গালে দু'টি চড় কষাল। দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ফিরেও এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, নুন আর গোলমরিচ নিয়ে।

এর পরেও সে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে।

কাকাবাবু বললেন, "খেয়ে নে সন্তু, দেরি করে লাভ নেই।"

ওঁরা খাবারে হাত দিতে না-দিতেই লোকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "স্টপ। স্টপ!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, "আমি একটা বোকা, তোমাদের আগে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি, তোমরা বিফ খাও তো? না হলে অন্য খাবার নিয়ে আসব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সব রকম মাংসই খেতে পারি। আগে একটু চেখে দেখি, ভাল লাগলে খাই। কোনও সংস্কার নেই।"

লোকটি বলল, "আমি শুনেছি, ইন্ডিয়ার লোক বিফ খায় না। তারা গোরুকে পুজো করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ইন্ডিয়ায় এরকম মানুষ আছে ঠিকই, তবে সবাই নয়। গোরুর যেমন প্রাণ আছে, তেমনি পাঁঠা-ভেড়া, হাঁস-মুরগি এরাও তো শুধু মানুষের খাদ্য হওয়ার জন্য জন্মায়নি। সেই হিসেবে নিরামিষ খাওয়াই উচিত। কিন্তু...!"

লোকটি বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি! গোরু মারা উচিত নয়, তবু আমরা মারি আর খাই। আমার একটা পোষা ভেড়া আছে, তাই আমি ভেড়ার মাংস খাই না।"

কাকাবাবু কৌতূহলের চোখে সন্তুর দিকে তাকালেন। জেলখানার পাহারাদাররা তো কখনও এই ধরনের কথাবার্তা বলে না।

একটু পর সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ছাত্র?"

সন্তু দু' দিকে মাথা নাড়ল।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, "এখন ছুটি?"

সন্তু এবারও মাথা নাড়ল দু' দিকে।

লোকটি বলল, "হুঁ, এই বয়সে তো খুব পড়াশুনোর চাপ থাকে। কিন্তু, তোমার গায়ে ওই পাতলা কোট! তুমি জানো না, সন্ধের পর এখানে খুব শীত পড়ে। আর কিছু গরম জামা সঙ্গে নেই?"

সন্তু বলল, "এতেই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।"

লোকটি বলল, "উহুঁ! এটা পাহাড়ের উপরে। এখানে ঠান্ডা বেশি। রাত্তিরবেলা কম্বল দেব, কিন্তু দিনেরবেলা কম্বল দেওয়ার অর্ডার নেই।"

সে আবার বেরিয়ে গেল, ফিরে এল বেশ মোটা একটা ঝাপ্পা-ঝোপ্পা কোট নিয়ে। সন্তুকে বলল, "এটা আমার ছেলের। তুমি এটা পরো।"

সন্তু দু'-তিনবার বলল, "আরে না, না, আমার লাগবে না, লাগবে না।"

তবু সে ধমক দিয়ে বলল, "পরে নাও! ঠান্ডা লাগলে তখন বুঝবে! এখানকার ঠান্ডা সহজে যেতে চায় না।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন লোকটির দিকে। কোনও জেলখানার পাহারাদারদের এমন ব্যবহার কোনও গল্পের বইয়েও দেখা যায়নি। লোকটির অত বড় চেহারা তবু স্বভাব যেন অতি কোমল। সন্তুর প্রতি ব্যবহারে স্নেহ ঝরে পড়ছে। সন্তুর জন্য সে নিজের ছেলের কোট এনে দিল?

কাকাবাবু খুব সাবধানে বললেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

লোকটি মুখ তুলে তাকাল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এত ভাল ইংরেজি শিখলেন কোথায়?"

সে বলল, "ভাল? না, না, ভাল বলতে পারি না, তবে কাজ চালাতে পারি। আমি আর্মিতে ছিলাম তো, বাইশ বছর কাজ করেছি, অনেক দেশ ঘুরেছি। তারপর একবার একটা পায়ে বোমার আঘাত লাগল। পায়ের খানিকটা কেটে বাদ দিতে হল শেষ পর্যন্ত। আমার বাঁ পা'টা কাঠের পা। আপনারও তো দেখছি এক পায়ে গন্ডগোল। কাঠের পা লাগিয়ে নিচ্ছেন না কেন? দেখবেন, কোনও অসুবিধে হবে না। আর ক্রাচ ব্যবহারও করতে হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার এতেই বেশ চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া, আমার তো পা কেটে বাদ দিতে হয়নি, পায়ের পাতার হাড়গুলো শুধু ভেঙে গিয়েছে।"

জেলখানার পাহারাদারদের সাধারণত কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর তো দেয়ই না, বরং রেগে গিয়ে মুখঝামটা দেয়।

এই লোকটি বেশ কথা বলার মুডে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "যুদ্ধে আহত হওয়ার পর আপনি অবসর নিয়েছেন?"

লোকটি বলল, "অবসর মানে? তাড়িয়ে দিয়েছে! জানেন মিস্টার, আমি যদি যুদ্ধে মরে যেতাম, তা হলে আমার ফ্যামিলি অনেক টাকা পেত। আহত হয়েছি বলে, সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এখন আমাকে চাকরি করে খেতে হয়।"

কাকাবাবু সহানুভূতির সুরে বললেন, "কেন, আপনাদের গভর্নমেন্ট পেনশন দেয় না?"

লোকটি বলল, "ছাই দেয়। তা ছাড়া আমি ইরাকের লোক, সেখানে কী কাণ্ড হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই। আমেরিকানরা তো আছেই, তা ছাড়া আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, জানি। ইরাকিদের সঙ্গে কুর্দিশদের খুব ঝগড়া। আমার নাম রাজা, আমার এই ভাইপো'র নাম সন্তু, আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি। জানতে পারি কী?"

লোকটি বলল, "আমার নাম সাবা কাব্বানি। আপনি কুর্দিশদের কথা জানেন? আমি একজন কুর্দিশ।"

এতক্ষণ পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলে কী করে? পড়ে নিশ্চয়ই?"

তক্ষুনি উত্তর না দিয়ে সাবা কাব্বানি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলল, "সে বেঁচে নেই। সে পড়াশুনোয় বেশ ভাল ছিল। কিন্তু একদিন রাত্তিরে কারা যেন আমাদের বাড়ির উপর বোমা ছুড়তে শুরু করে। একটু পরেই আগুন ধরে যায়। আমার ছেলের মাথায় একটা বোমা লাগে। আমরা কোনও রকমে পালিয়ে এসেছি, ইরাক ছেড়ে সিরিয়ায়।"

এরকম একটা কথা শুনে কাকাবাবু ও সন্তু মাথা নিচু করে ফেললেন। ওই বয়সের ছেলে মারা গিয়েছে। কী সাঙ্ঘাতিক কষ্ট।

লোকটির কিন্তু চোখে জল নেই। আপন মনেই আবার উদাসীন গলায় বলল, "তার নাম ছিল হামিদ, সে পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিল, তোমার বয়সি! জানি না, আল্লা আমাদের কপালে আরও কত কঠিন পরীক্ষার কথা লিখে রেখেছেন। আমাদের আর-একটা মেয়েও হারিয়ে গিয়েছে যুদ্ধের মধ্যে। তার কোনও খোঁজ পাইনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি একটু জল খাবেন?"

সাবা কাব্বানি সন্তুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "না। জল খাব না। তোমরা ভাল থেকো। এই সিরিয়া দেশটা বেশ শান্তিপূর্ণ, যুদ্ধটুদ্ধ হয় না। তবে, মানুষই তো মানুষের শত্রু।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই জায়গাটা কোথায়, তা জানতে পারি কি?"

সাবা কাব্বানি বলল, "হ্যাঁ, তা পারবেন না কেন? এ হচ্ছে 'কাল আত আল হোস্ন'। নাম শুনেছেন, খুব বিখ্যাত জায়গা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরবি ভাষায় 'কাল

আ' মানে আমরা যাকে বলি 'কেল্লা' অর্থাৎ 'দুর্গ'।"

সাবা কাব্বানি বলল, "এর আর-একটা নাম আছে, 'ক্রাক দে শেভালিয়ের'।"

কাকাবাবু এবার চমকে উঠে বললেন, "এটা তো ফরাসি নাম। হ্যাঁ, নাম শুনেছি, বিশ্ববিখ্যাত, ক্রাক দে শেভালিয়ের একটা খুব প্রাচীন দুর্গ।"

সাবা কাব্বানি বলল, "আপনারা সেই দুর্গের চূড়ায় বন্দি হয়ে আছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! এইসব দুর্গ তো এখন মিউজিয়াম। লোকে দেখতে আসে, তাই না?"

সাবা কাব্বানি বলল, "হ্যাঁ, তা আসে, সকাল ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু দর্শকদের তো সব জায়গায় যেতে দেওয়া হয় না। উপর দিকটার দরজা বন্ধ থাকে। এখান থেকে অবশ্য চেঁচালেও নীচে কেউ শুনতে পাবে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কে এখানে বন্দি করে রেখেছে?"

এবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল কাব্বানি। মুখখানা তার করুণ হয়ে এল। তারপর কাঁচুমাচু গলায় বলল, "আমায় মাপ করবেন। সেটা তো আমি বলতে পারব না! আমি চাকরি করি, আমাকে হুকুম মেনে চলতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

কাব্বানি এবার প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমায় মাপ করবেন। নাম বলার নিষেধ আছে।"

কাকাবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, না, বলতে হবে না। আমরা আর জানতে চাইব না।"

কাব্বানি বলল, "এই চাকরি চলে গেলে আমি আর অন্য কোনও চাকরি পাব না। কে দেবে? একটা পা নেই।"

এই সময় তার কোটের পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। সেটা বের করে দু'-চারটি কথা বলার পর সেটা বন্ধ করে কাকাবাবুকে বলল, "আমাকে এখন নীচে যেতে হবে। পরে আবার আসব।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কোটের বোতাম লাগাওনি কেন? বিকেল হলেই শীত পড়তে শুরু করবে। ঠান্ডা লাগিও না!"

সে লোহার গেটে তালা দিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার বল তো সন্তু! পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি। বেশ কয়েক জায়গায় বন্দি হয়েও থেকেছি। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। জেলখানার পাহারাদার এমন ভাল মানুষ! তোকে ওর ছেলের কোট এনে দিল!"

সন্তু বলল, "সত্যি, আমার বেশ শীত করছিল। মানুষটা সত্যিই ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল মানে? আর-একটু হলে কেঁদেই ফেলত। কিন্তু একটা কী মুশকিল হল বল তো?"

"কী?"

"এখানে কতক্ষণ বা কতদিন থাকতে হবে, তা তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করব কী করে? লোকটির গায়ে যতই জোর থাক, তুই আর আমি একসঙ্গে চেষ্টা করলে ওকে কাবু করে ফেলা যেতে পারে। তারপর কোমর থেকে রিভলভারটা তুলে নিতে পারলে...!"

সন্তু বলল, "আমাকে ওর ছেলের কোটটা দিল, এখন ওর গায়ে হাত দেব কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই তো কথা। তা ছাড়া, ওকে কাবু করে যদি পালাতে পারি, তা হলে ওর চাকরি যাবে।"

সন্তু ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

কাকাবাবু নিজেও হাসতে শুরু করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই হাসছিস কেন রে?"

সন্তু বলল, "কারারক্ষীর চাকরি রক্ষার জন্য বন্দিরা পালাবার চেষ্টা করতে পারবে না। এই নিয়ে বেশ একটা গল্প লিখে ফেলা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "সাবা কাব্বানি যেন সত্যিই একটা গল্পের চরিত্র। অত বড় চেহারা, কিন্তু মনটা খুব নরম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই যেখানে আমরা বন্দি হয়ে আছি। সেটা সিরিয়ার মধ্যেই তো?"

"হ্যাঁ।"

"তবে এই দুর্গটার ফরাসি নাম কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই ক্রুসেডের কথা কিছু জানিস?"

"একটু-একটু জানি। মুসলমানদের সঙ্গে ক্রিশ্চানদের লড়াই।"

"সেরকম তো রাজ্যে-রাজ্যে লড়াই লেগেই আছে। এটা অন্যরকম। জেরুজালেম তো ক্রিশ্চানদের একটা পবিত্র শহর। একসময় সেটা মুসলমানদের অধিকারে চলে যায়। তখন ইউরোপের বেশ কয়েকটা দেশের যারা বীরপুরুষ...।"

সন্তু বলে উঠল, "বুঝেছি। নাইট, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাদের 'নাইট' বলত। তারা ঠিক করল, নিজেরাই লড়াই করে পবিত্র জেরুজালেম শহর উদ্ধার করবে। অনেক বছর ধরে সেই যুদ্ধ চলেছিল। এই দিকটা ছিল নাইটদের যাতায়াতের একটা রাস্তা। বহু দূর থেকে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসত, তাই তাদের মাঝে-মাঝে আশ্রয়েরও দরকার হত।"

সন্তু বলল, "এই দুর্গে তারা বিশ্রাম নিত।"

কাকাবাবু বললেন, "এই দুর্গের অধিকার নিয়েও অনেক লড়াই আর কয়েকবার হাত বদল হয়েছিল। সেসব ইতিহাস পড়ে নিস।"

সন্তু বলল, "সেই নাইটদের দুর্গে আমরা এখন বন্দি! কিন্তু এই ঘরগুলো এত ছোট কেন? বিচ্ছিরি!"

কাকাবাবু বললেন, "এটা তো গেস্টরুম নয়। কাউকে মারবার আগে এই ঘরে আটকে রাখা হত। এখন আমাদের সময় কাটবে কী করে? একটা গান গাওয়া যাক বরং!"

কাকাবাবু গান ধরলেন। সেটা আসলে গান নয়, একটা কবিতা। কাকাবাবু তাতে নিজস্ব সুর লাগিয়ে দিলেন:

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।

॥ ৭ ॥

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঘুলঘুলিটা দিয়ে একটু-একটু আলো আসছে এখনও।

এর মধ্যে আর একবার খাবার দিয়ে গিয়েছে, সাবা কাব্বানি নয়, অন্য একজন। যথারীতি খুবই ভাল খাবার আর এত বেশি যে, সব খেয়ে শেষ করা যায় না।

দু'জনে মিলে কতক্ষণ আর কথা বলা যায়? পাশাপাশি শুয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘুম এসে গিয়েছিল।

গেটের তালা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কাকাবাবুরই আগে।

হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ভিতরে এসে সাবা কাব্বানি ডাকল, "স্যার, স্যার।"

কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, "ইয়েস!"

কাব্বানি খুব বিনীতভাবে বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই।"

কাব্বানি বলল, "আমাদের সাহেব একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি কি আসতে পারেন?"

কাকাবাবু দুই ভুরু তুলে বললেন, "কী আশ্চর্য কথা! কোনও বন্দির কাছে আসতে গেলে কি অনুমতি নিতে হয় নাকি? বন্দির ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দাম আছে?"

কাব্বানি বলল, "না, আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন তো। তাই বড়সাহেব বললেন, আপনাদের যদি অসুবিধে হয়, তিনি পরেও আসতে পারেন।"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, এক্ষুনি আসতে বলো। কে সেই বড়সাহেব, যিনি আমাদের এখানে আটকে রেখেছেন, তাঁকে দেখার জন্য আমি ছটফট করছি। কেন আটকে রেখেছেন, সেটা না জানলে...!"

কাব্বানি বেরিয়ে গেল। এর মধ্যে জেগে উঠেছে সন্তু।

একটু পরেই যে ঘরে ঢুকে এল, তাকে পাক্কা সাহেব বলেই মনে হয়। সেরকমই গায়ের রং, একটা কালো রঙের সুট আর কী-যেন ছবি আঁকা টাই পরে আছে, মাথায় হ্যাট।

লোকটি মাথার টুপিতে একটা হাত ছুঁইয়ে বলল, "গুড আফটার নুন, মিস্টার রাজা। ভাল আছেন? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কোনও অসুবিধে নেই। মেঝেতে শুয়েও দিব্যি ঘুমনো যায়।"

লোকটি বলল, "আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। একটু বাইরে গিয়ে বসবেন? এই সময় আকাশটা খুব সুন্দর হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বসতে পারি।"

লোকটি বেরিয়ে গিয়ে হাঁকডাক করে কী সব বলল।

একটু পরে কাব্বানি ভিতরে এসে বলল, "আসুন স্যার। এসো বাচ্চা!"

বাইরে বেরিয়ে বোঝা গেল, এটাই দুর্গের সবচেয়ে উঁচু তলা। একটা বারান্দার পাশে কয়েকটা পাশাপাশি ঘর, তারপর একটা ছাদ। তার বাইরের দিকের পাঁচিল কোথাও-কোথাও ভাঙা, খুব সম্ভবত এককালের গোলাগুলির চিহ্ন।

সেই ছাদে তিনটি চেয়ার পাতা, তার একটিতে বসে আছে সুট পরা লোকটি। এই ছাদ থেকে দেখা যায়, সামনে উপত্যকা নেমে গিয়েছে অনেক নীচে, গাছপালা রয়েছে প্রচুর।

আর আকাশটা অপূর্ব সুন্দর! একপাশটা ঘন নীল। খুব পাতলা-পাতলা ছোট মেঘ ভাসছে। আর অন্য দিকটা একেবারে চকচকে সোনালি রঙের, তলার দিকটায় লাল আভা। আমাদের দেশে এতখানি সোনালি আকাশ দেখাই যায় না।

লোকটির ধরনধারণ অমন সাহেবি হলেও সে একটা গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছে।

লোকটি বলল, "মিস্টার রাজা, বসুন। আমি আপনার নাম জেনেছি। ইন্ডিয়া থেকে কেন এসেছেন তাও শুনেছি। আপনি কি আমাকে চেনেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ চিনি, কিন্তু আপনার নাম জানি না।"

লোকটি বলল, "আমার নামটা আপনাকে বলা যাচ্ছে না। ধরে নিন, আল কাশিম। আপনি যে আমাকে চেনেন বললেন, কী করে চিনলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাকে আগে দেখেছি।"

আল কাশিম বলল, "দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?"

"সমুদ্রের ধারে। সকালবেলা। আপনি ছুটতে-ছুটতে এসে একটা মোটরসাইকেলে উঠে চলে গেলেন।"

"আপনি আমাকে কোনও মানুষ খুন করতে দেখেননি?"

"খুন কি না জানি না। একজন লোক দৌড়চ্ছিল, আপনি তাকে তাড়া করছিলেন। একসময় গুলি করলেন, লোকটি মাটিতে পড়ে গেল। সে মরে গিয়েছে না বেঁচে আছে তা জানি না।"

"সে মারা গিয়েছে। এক গুলিতে খতম। সে ছিল দূর সম্পর্কের আমার এক পিসির ছেলে। আমাদের দুই ফ্যামিলিতে অনেক দিনের ঝগড়া। ওর বাবা আমার এক কাকাকে খুন করেছে। সুতরাং আমাকে তো প্রতিশোধ নিতেই হবে।"

"একজনের বদলে একজন?"

"হ্যাঁ। তা ছাড়া ও সালাদিনের সম্পত্তির কিছুটা ভাগ পেত। ওর ফ্যামিলির আর কেউ পাবে না। আরও যে দু'জন লোক সালাদিনের সম্পত্তির বড়-বড় ভাগ পাবে, তাদেরও আমি খুন করব খুব শিগ্গিরই। সব ব্যবস্থা করা আছে। তা হলে সালাদিনের সম্পত্তির বেশির ভাগ আমিই পেয়ে যাব।"

এরকম একটা অদ্ভুত কথা শুনে কাকাবাবু কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন।

সন্তুও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। এরকম একজন ভদ্র চেহারার, মনে হয় শিক্ষিত লোক, একটার পর-একটা খুন করে যাওয়ার কথা বলছে নিজের মুখে? কোনও মানুষ এরকম কথা বলতে পারে?

আল কাশিম বলল, "একটু কফি খাওয়া যাক, কী বলেন?"

হাততালি দিয়ে লোকদের ডেকে সে কফির অর্ডার দিল। তারপর বলল, "একটু পরেই দেখবেন, গোটা আকাশটা তারায় ছেয়ে যাবে। বছরের এই সময়টায় খুব পরিষ্কার থাকে আকাশ। এখানে বসে থাকলে দেখা যায় শুটিংস্টার। আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায় এক-একটা তারা। অবশ্য ওগুলো তারা নয়, আসলে উল্কা। বেশির ভাগই আকাশ থেকে ছুটে আসতে-আসতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।"

কাকাবাবু তবু কোনও কথা বলতে পারলেন না।

কফি আসার পর সে এক চুমুক খেল। হাতের নল ধরে গড়গড়ায়ও দু'টো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, "এবার আসল ব্যাপারটায় আসা যাক। তারতুফে সমুদ্রের ধারে আমার পিসতুতো ভাই আবদুলকে কে খুন করেছে, তা পুলিশ এখনও জানে না। কোনও দিন জানতেও পারবে না। ওখানে সে সময় যারা ছিল, তারা বলেছে, ভিড়ের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছে, তা তারা জানে না। শুধু গুলির শব্দ শুনেছে। তবে তারা সবাই বলেছে, ওখানে দুই বগলে ক্রাচ নিয়ে একজন বিদেশি দাঁড়িয়ে ছিল। খুব সম্ভবত সেই লোকটিই গুলি চালিয়েছে। সেই লোকটিই খুনি!"

কাকাবাবু প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "আমাকে খুনি বলেছে?"

আল কাশিম হেসে ফেলে বলল, "না, না। আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। তারা বলেছে যে, আপনি সব দেখেছেন। আপনিই একমাত্র সাক্ষী। সুতরাং পুলিশ এখন আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সেই জন্যই আমরা আপনাকে এখানে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছি, সেজন্য দুঃখিত। এখন মিস্টার রাজা, আপনার কাছে আমার এই প্রশ্ন, পুলিশ যদি আপনাকে খুঁজে পায় কোনও রকমে, তা হলে আপনি কী বলবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কী বলব মানে? পুলিশ যা প্রশ্ন করবে, তার উত্তর দেব।"

আল কাশিম বলল, "আপনি ইন্ডিয়ার লোক, আমি আরবের। আপনার সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া বা শত্রুতা নেই। আপনি বাইচান্স আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন আপনি আমার কোনও ক্ষতি করতে চাইলে আমিও আপনার ক্ষতি করব, তাই না? আপনি যদি কয়েকটা মিথ্যে কথা বলতে পারেন, তা হলেই মিটে যায়।"

"মিথ্যে কথা? কী ধরনের?"

"সমুদ্রের ধারে খুনের ব্যাপারে পুলিশ যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে।"

"আমাকে বলতে হবে যে আমি কিছু দেখিনি।"

"না, না, আপনি বলবেন, আপনি খুনিকে দেখেছেন, একেবারে সামনে থেকে। আপনি বলবেন, সেই খুনি খুব একটা লম্বা নয়, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আর নাকের ঠিক ডগায় একটা বড় আঁচিল। তার দু'টো কান, ছোট-বড়। আচ্ছা, এটা বলার দরকার নেই। আর বলবেন, তার মাথার মাঝখানে গোল টাক। এটুকু বললেই হবে।"

"যদি বলতে না পারি?"

"এই সামান্য কথাগুলো বলতে পারবেন না?"

"মানে, মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই তো, গুলিয়ে যেতে পারে।"

"এটুকু মিথ্যে বলতে পারবেন না? আপনি কখনও মিথ্যে কথা বলেননি?"

"ছেলেবেলা থেকে বাবা-মা এমন শিক্ষা দিয়েছেন, মিথ্যে কথা বললেই শাস্তি দিতেন। তাই এখন এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে, মিথ্যে বলতে গেলেই জিভে আটকে যায়। গল্পটল্প বানাতে গেলে একটুআধটু মিথ্যে মেলাতে হয় ঠিকই, কিন্তু কারও নামে কোনও

জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা, নাঃ, কখনও বলিনি। আপনি যেরকম ডেসক্রিপশন দিলেন, ওরকম চেহারার কোনও লোক আছে বুঝি?"

"ঠিক তাই। একজন লোক আছে, তারতুফেই থাকে। সুতরাং পুলিশ আপনার কথা বিশ্বাস করবে।"

"অর্থাৎ আমি মিথ্যে কথা বলে আর-একটা নির্দোষ লোককে ফাঁসিয়ে দেব?"

"ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"ইচ্ছে করলেই কি মাথা ঘামানো বন্ধ করা যায়? সারা জীবন এই অপরাধ বোধ আমার মনের মধ্যে খচখচ করবে।"

"সে লোকটা অতি বদমাশ।"

"তাকে তো আমি চিনি না, দেখিওনি। আমার কথায় সে শাস্তি পাবে...!"

"তা হলে এক কাজ করুন। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু জোর দিয়ে বলবেন, আমি কিছু দেখিনি, ব্যস! পুলিশ তো আর জোর করে আপনার মুখ দিয়ে কিছু বলাতে পারবে না। এই ছেলেটিকেও শিখিয়ে দিন যে, ও-ও বলবে কিছু দেখেনি।"

"আল কাশিমসাহেব, সত্যি আর মিথ্যে নিয়ে কি দরাদরি করা যায়? কিছু দেখিনি বলাটাও তো মিথ্যে কথা! সেটা বলতে গিয়ে যদি আমি তেমন জোর দিতে না পারি? আর-একটা কথা, আপনি যা শিখিয়ে দিলেন, তা না হয় মেনে নিলাম এখন। তারপর পুলিশের কাছে গিয়ে যদি উলটো কথা বলি? বলতেও তো পারি। তখন আপনি কী করবেন?"

আল কাশিম দারুণ অবাক হয়ে প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "তাই তো, এ কথাটা আমার মাথায় আসেনি। পুলিশের কাছে গিয়ে ভাল মানুষ সেজে আপনারা অনেক কথা বলে দিতে পারেন। তখন আপনারা থাকবেন পুলিশের প্রটেকশনে। আমি কিছুই করতে পারব না। এমনকী, এখানে যে আপনাদের আটকে রেখেছিলাম, তাও বলে দিতে পারেন। এই ছেলেটির বয়স কত?"

কাকাবাবু বললেন, "সতেরো।"

আল কাশিম বলল, "সতেরো? ঠিক আছে, এখনও ও অ্যাডাল্ট হয়নি। পুলিশ ওকে নিয়ে বিশেষ ঝামেলা করবে না। তবু ওকে কিছুদিন আটকে রেখে তারপর দেশে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু মিস্টার রাজা, আপনাকে মেরে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমি দুঃখিত!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি মেরে ফেলতে চান, কিন্তু আমার এত তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।"

"কিন্তু আপনাকে আমি বাঁচিয়ে রাখার তো কোনও উপায় দেখছি না। সালাদিন যদি একবার টের পান... না, না, এখন পুলিশের ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।"

"একটা উপায় থাকতে পারে। আমরা যদি চুপিচুপি প্লেনে চেপে দেশে চলে যাই, তারপর তো পুলিশ আর আমাদের খোঁজ করবে না। পুলিশের মুখোমুখি না হলে তো আমাদের কিছু বলতেও হবে না।"

"সে কথাও আমি একবার ভেবেছি। কিন্তু তা এখন আর সম্ভব নয়। সব এয়ারপোর্ট আর চেকপোস্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার চেহারার বর্ণনাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাকে চেনা তো খুব সহজ। আপনি ছদ্মবেশও ধরতে পারবেন না। আপনি ধরা পড়ে যাবেনই!"

"তা হলে?"

"তা হলে মিস্টার রাজা, এখন আর কোনওক্রমেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং, আপনাকে মরতেই হবে। তবে, আপনাকে আমি সম্মানজনক মৃত্যুর সুযোগ দিতে পারি। আপনাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় অথবা একটা বুলেটে আপনার কপাল ফুটো করে দেওয়া যায়, তা আমি চাই না। আপনি আমাকে আসল সত্যি কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, আপনাদের ছেড়ে দিলে কী করবেন তার ঠিক নেই। সেই জন্য, আপনি বরং আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ুন। আপনি রিভলভার কিংবা রাইফেল ছুড়তে পারেন?"

"একটু-একটু পারি।"

"আমি আর্মি অফিসার ছিলাম কিছুদিন। শুটিং চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তলোয়ার, বর্শা, তির-ধনুক সবই ভাল জানি। আপনারা ভারতীয়রা তো লড়াই করতে জানেন না। এখন বোধ হয় শিখছেন একটু-একটু।"

"ঠিক বলেছেন। একবার আমাদের দেশটা জয় করে নিয়েছিল আরবরা আর মোগলরা। পরে এল ইংরেজরা। কিন্তু এখন বোধ হয় আর কেউ আমাদের দেশটাকে জয় করতে পারবে না। আচ্ছা আল কাশিম, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি যে একটার পর-একটা খুন করে যাচ্ছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত আপনার কী লাভ হবে?"

"সালাদিনের বেশির ভাগ সম্পত্তিই আমি পেতে চাই। ওর অনেক ঘোড়া আছে, দু'টো জাহাজ আছে, সেই সব আমার চাই।"

"এত নিয়ে কী করবেন? কতদিন ভোগ করবেন? দেখুন না, সালাদিনের কী অবস্থা!"

"সালাদিনের কথা ছাড়ুন। ওর শেষ হয়ে এসেছে। আমি অনেক দিন বাঁচব, আমাকে এক জ্যোতিষী বলেছে। টাকাপয়সা, সম্পত্তি মানেই ক্ষমতা। আমি ক্ষমতা চাই। আমি এ দেশের মন্ত্রী হতে চাই। হবই হব! হবই হব!"

এবার উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "কাল সকালে এসে আমার লোক আপনাকে নিয়ে যাবে। একটা ফাঁকা জায়গায় লড়াই হবে। সেখানে আপনি প্রাণ দেবেন। সম্মানের সঙ্গে আপনাকে কবর দেওয়া হবে। আজ রাতটুকু শুধু আপনার আয়ু। ভাল-ভাল স্বপ্ন দেখুন! এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না। পর-পর তিনটে গেট আছে, একটাও আপনারা খুলতে পারবেন না।"

তারপর সে বেরিয়ে গেল গটগট করে।

এর মধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি অবশ্য। টিট্টিউ-টিট্টিউ করে একটা পাখি ডাকছে দূরে কোথাও।

সন্তু পাঁচিলের ধারে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল, "খুব উঁচু। এখান দিয়ে নামার কোনও উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঃ! একটা লোক আর-একজনকে খুন করল, সেটা হঠাৎ আমি দেখে ফেলেছি বলে আমাকেও মরতে হবে কিংবা একগাদা মিথ্যে কথা বলতে হবে। কী সুন্দর দেশ! অথচ আমরা পড়ে গেলাম মারামারির মধ্যে।"

সন্তু বলল, "লোকটি কি সত্যিই তোমায় মেরে ফেলতে চায় নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে। লোকটির ব্যবহার এত ভদ্র, অথচ ঠান্ডা মাথায় খুনের কথা বলে। এই সব লোক খুব বিপজ্জনক হয়।"

সন্তু বলল, "চেহারা দেখে মনে হয়, খুব ভাল ফাইটার।"

কাকাবাবু বললেন, "আর্মিতে ছিল। আমাকে ডুয়েল লড়ার অফার দিল, তাতেও খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আমি তো আর যখন-তখন বন্দুক-পিস্তল চালাই না। ওর অভ্যেস আছে। ও-ই জিতে যাবে মনে হয়। কী আর করা যাবে, আর তো কোনও উপায় নেই।" একটু থেমে কাকাবাবু আবার বললেন, "সন্তু, হয়তো আমাকে কালই মরতে হবে। তুই ভেঙে পড়িস না। তোকে ওরা দেশে পৌঁছে দেবে। মাথা ঠান্ডা রাখিস।"

সন্তু একবার "কাকাবাবু," বলেই থেমে গেল। তার শরীরটা কাঁপছে।

কাকাবাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "না, কান্নাকাটি নয়। আমরা সব সময় মাথা উঁচু করে রাখব। আমি তোকে কোনও উপদেশ দিতে চাই না। তুই নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচবি।"

সন্তু সরে পাঁচিলের কাছে গিয়ে এক হাতে নিজের মুখ চেপে রইল।

একটু পরেই একজন সশস্ত্র প্রহরী ওঁদের ডেকে নিয়ে গেল ঘরে। দরজায় তালা দিল।

রাত্তিরবেলা খাবার দিতে এল সাবা কাব্বানির বদলে অন্য একজন। যথারীতি খুবই ভাল-ভাল খাবার। সন্তু কিংবা কাকাবাবু কিছু

খেলেন না।

এক সময় শুয়ে পড়ার পর কাকাবাবু ঘুমোলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সন্তু ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই ঘুম এল না তার।

এক সময় ভোরের আলো ফুটল, তার রেখা এসে পড়ল ঘুলঘুলি দিয়ে। সন্তু অমনি উঠে বসল ধড়মড় করে।

কাকাবাবু ঘুমোচ্ছেন।

গেটের তালা খোলার শব্দ হতেই সন্তু দেখল এবার ঢুকছে সাবা কাব্বানি।

ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলল, "খানিক পর আপনাদের নিয়ে যাবে। পাশে একটা বাথরুম আছে, আপনারা মুখ-চোখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে পারেন। আমি ব্রেকফাস্ট দিচ্ছি।"

দাঁত মেজে আসার পর কাকাবাবু বললেন, "দাড়িটাও কামিয়ে নেব ভাবছি। আজই যদি আমার শেষ দিন হয়, তা হলে সেজেগুজে যাওয়াই ভাল।"

ব্রেকফাস্টে কাকাবাবু শুধু এক কাপ কফি খেলেন। সাবা কাব্বানির অনেক অনুরোধেও সন্তু কিছুই মুখে দিতে রাজি হল না।

চারজন লোক এল কাকাবাবুদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।

তারা কাব্বানিকে কী যেন বলল নিজেদের ভাষায়। কাব্বানি কাকাবাবুদের দিকে ফিরে বলল, "এরা বলছে, আপনাদের সুটকেস, ব্যাগট্যাগ সবই নিয়ে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো নিতেই হবে। এসব ফেলে যাব কেন?"

সব কিছু গুছিয়ে নেওয়ার পর সাবা কাব্বানি হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে।

সন্তু বলল, "আপনার এই কোটটা...।"

কাব্বানি বলল, "না, না, ওটা ফেরত দিতে হবে না। তুমি নিয়ে যাও।"

সন্তুর মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিল ক'বার। তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আল্লা আপনার ভাল করবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। তুমি ভাল থেকো।"

নীচে নেমে আসার পর কাকাবাবু পিছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে বললেন, "দ্যাখ-দ্যাখ সন্তু, এই দুর্গটা সত্যিই বেশ পুরনো। পরে এর ইতিহাস জেনে নিস।"

একটা বড় ভ্যানে তোলা হল তাঁদের। পাহাড়ি পথে ঘুরে-ঘুরে, কিছুক্ষণ উপরের দিকে উঠে, আবার অনেক নীচে নেমে গাড়িটা এক জায়গায় থামল।

সে জায়গাটা একটা ছোট্ট উপত্যকার মতো। সমতল, ঘাসে-ভর্তি জমি। বড়-বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই।

গাড়ি থেকে নামার পর কাকাবাবু বললেন, "কী সুন্দর জায়গাটা রে সন্তু। একটু দূরে একটা ঝরনাও দেখা যাচ্ছে।"

সন্তুর মুখে কোনও কথা নেই। তার মুখখানা থমথমে।

আল কাশিম এখনও আসেনি। কাকাবাবু ঘুরে-ঘুরে চতুর্দিক দেখতে লাগলেন।

সূর্য উঠে গিয়েছে। এখন পাউডার রঙের আকাশ। বড়-বড় গাছগুলোর ডগা হাওয়ায় দুলছে। সবুজ ঘাস একেবারে কার্পেটের মতো ঘন।

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, 'আমাদের পৃথিবীটা বড় সুন্দর। কোনও মানুষই সহজে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না।'

ঝরনার জলের আওয়াজটা মনে হচ্ছে একটা গানের মতো।

কয়েকটা পাখি ডাকছে, ঠিক যেন কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কী বলছে তারা?

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আল কাশিম এসে উপস্থিত হল একটা কালো রঙের গাড়িতে।

আজ সে পরে এসেছে সাদা রঙের প্যান্ট, সাদা শার্ট আর সাদা কোট। দেখলে ক্রিকেট খেলোয়াড় মনে হয়।

সে প্রথমেই সন্তু আর কাকাবাবুকে বলল, "গুড মর্নিং, গুড মর্নিং!"

তার সঙ্গের লোকেরা গাড়ি থেকে নামল দু'খানা লম্বা ধরনের রিভলভার, দু'টো তলোয়ার, দু'প্রস্থ তির-ধনুক আর একজোড়া বর্শা।

আল কাশিম বলল, "মিস্টার রাজা, আপনি যে-কোনও অস্ত্র বেছে নিতে পারেন। আমরা দশ পা দূরত্বে দাঁড়াব। আমার একজন সঙ্গী সাত গুনবে, তারপর শুরু হবে লড়াই। এটা খেলা নয়। ফাইট টু কিল। নিন, বেছে নিন।"

কাকাবাবু অস্ত্রগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এ লড়াইয়ের কোনও শর্ত আছে?"

আল কাশিম বলল, "শর্ত আবার কী? আপনাকে মারতে আমার কয়েক সেকেন্ড লাগবে। তারপর আপনার কবরের ব্যবস্থা হবে। আর এই ছেলেটিকে কিছুদিন লুকিয়ে রেখে তার দেশে পাঠিয়ে দেব, যে কথা দিয়েছি, অবশ্যই কথা রাখব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমি তলোয়ার বেছে নিতে চাই।"

আল কাশিম বেশ অবাক হয়ে বলল, "তলোয়ার? আপনি খোঁড়া লোক, দু' পায়ে দাঁড়াতেই পারেন না। তলোয়ার নিয়ে লড়বেন কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "রিভলভার নিলে এক গুলিতেই শেষ হয়ে যেতে পারি। তলোয়ার নিলে তবু দু'-চারবার ঠোকাঠুকি করতে পারব। সেইটুকু সময় বেশি পাব।"

আল কাশিম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "বেশ। যা আপনার পছন্দ।"

কাকাবাবু ক্রাচ দু'টো নামিয়ে রাখলেন। খুলে ফেললেন কোট। লম্বায় তিনি আল কাশিমের চেয়ে একটু বড়ই মনে হল। খোঁড়া পা'টা বোঝা না গেলে, তিনি একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ।

একটা তলোয়ার তুলে নিয়ে বাতাসে চালালেন কয়েকবার। সন্তুর দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, "আমি রেডি।"

আল কাশিম একটা তলোয়ার তুলে নিয়ে হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "ন'টার সময় আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। সেই জন্য আর সময় নষ্ট করতে পারছি না।"

একটু দূরে চারজন সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে।

আল কাশিম প্রথমেই খুব জোরে আঘাত করতে চাইল কাকাবাবুকে। তিনি লাফিয়ে একটু দূরে সরে গেলেন। ঠোকাঠুকি হলই না।

সিনেমায় এইসব লড়াই অনেকক্ষণ চলে। ঠোকাঠুকি হয় বারবার। তলোয়ারে-তলোয়ারে জোর দিয়ে চেপে মুখোমুখি হয়। একজন একদিকে দৌড়ে যায়, অন্যজন তাকে তাড়া করে।

এখানে লড়াই শেষ হয়ে গেল দু' মিনিটের মধ্যে। আল কাশিম যতবার মারতে আসে, কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে সরে যান।

তিন-চারবার এরকম হওয়ার পর বিরক্ত হয়ে গেল আল কাশিম। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল, "এইভাবে কতবার পালাবেন? এবারেই আপনার শেষ।"

সে তলোয়ারটা সোজা করে কাকাবাবুর বুক লক্ষ করে তেড়ে এল হুঙ্কার দিয়ে।

এবারে কাকাবাবু একটু সরে গিয়ে এত জোরে মারলেন তার তলোয়ারে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার তলোয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল অনেক দূরে। সে নিজেও ঝোঁক সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সন্তু হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল।

কাকাবাবু কয়েকটা লাফ দিয়ে আল কাশিমের গলায় তাঁর তলোয়ারের ডগাটা ঠেকালেন।

ভয়ে আল কাশিমের মুখখানা শুকিয়ে যেন ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। সে বলল, "আপনি... আপনি... একজন ভারতীয়, খোঁড়া লোক, এরকম লড়াই করতে পারেন! এখন কী করবেন? আপনি মারবেন আমাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না।"

সে বলল, "মারবেন না?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "না, মারব না। কারণ, আমি সারাজীবনেও কাউকে প্রাণে মারিনি, ভবিষ্যতেও মারব না। আমার কাছে আমার নিজের জীবনের যেমন দাম আছে, তেমনি সব মানুষেরই জীবনের দাম আছে। যাই হোক, কথা হচ্ছে, এখন কী হবে? আপনি লড়াইতে হেরেছেন, তাই আপনার দলের লোকেরা আমাদের গুলি করে মারবে?"

সে বলল, "না, না। আমি অর্ডার না দিলে ওরা কিচ্ছু করবে না।"

কাকাবাবু একটু সরে গিয়ে বললেন, "তা হলে উঠে দাঁড়ান। আপনার সাদা পোশাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলতে লাগল, "আমি হেরে গেলাম! আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম! এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি আমাকে মারতে চেয়েছিলেন, আর আমি বাঁচার জন্য লড়েছি।"

আল কাশিম বলল, "আমি ভেবেছিলাম, আপনার একটা পা ভাঙা, আমার সঙ্গে লড়তেই পারবেন না। তাই আমি আপনাকে সিরিয়াসলি নিইনি। আপনি এ লড়াই কোথায় শিখলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার দেশেই শিখেছিলাম অল্প বয়সে। তখন অবশ্য আমার পা ভাঙা ছিল না।"

কাশিম বলল, "এটা কোনও লড়াই-ই হল না। আপনি আর-একবার লড়তে রাজি আছেন?"

কাকাবাবু সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রাজি!"

সে দুই ভুরু তুলে বলল, "সত্যি রাজি? একবার কোনওক্রমে আমার হাত থেকে সোর্ডটা ফেলে দিয়েছেন বলে ভাববেন না যে আবার পারবেন। লাফিয়ে-লাফিয়ে পালাতেও পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো পারব না। কিন্তু আপনি আমাকে লড়াই করতে বললে আমি তো পিছিয়ে যেতে পারি না। সেটা আমার আত্মসম্মানের ব্যাপার।"

আল কাশিম সগর্বে বলল, "তা হলে আবার অস্ত্র ধরুন।"

কাশিম নিজের তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে কয়েকবার শাঁ শাঁ করে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে বাতাস কাটল। তারপর দাঁড়াল কাকাবাবুর মুখোমুখি।

চারজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে একভাবে। সন্তুর আবার বুক দুরদুর করতে শুরু করেছে। কাকাবাবু কি দ্বিতীয়বার পারবেন?

কাকাবাবুর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

তলোয়ার উঁচু করে আল কাশিম কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ত্র নামিয়ে বলল, "নাঃ, এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ডুয়েলের নিয়ম নয়। ডুয়েল একবারই হয়! আফটার অল, আমি ভদ্রলোক। মিস্টার রাজা, আপনিই জিতেছেন!"

কাকাবাবু একটু হেসে তাঁর তলোয়ারটা মাটিতে ফেলে দিলেন।

সন্তুর বুক থেকে অনেকখানি হাওয়া বেরিয়ে এল।

আল কাশিম হ্যান্ডশেক করল কাকাবাবুর সঙ্গে। তারপর বলল, "নিন, একটা সিগারেট খান!"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ধূমপান করি না।"

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলল, "আপনি একজন বিস্ময়কর মানুষ। মিথ্যে কথা বলবেন না বলে আপনি মরতেও রাজি ছিলেন। এরকম মানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। আপনাকে মেরে ফেলাটা খুবই অন্যায় হত। কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি এখন কী করি বলুন তো। ছেড়ে দিতেও পারি না। আপনি এমন একটা কাণ্ড করেছেন!"

কাকাবাবু কোটটা পরে নিতে-নিতে বললেন, "আমি আবার কী কাণ্ড করলাম?"

কাশিম বলল, "আপনি একটা খুনের ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার নাম তো আল কাশিম নয়, ছদ্মনাম, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"অর্থাৎ আমি আপনার আসল নাম জানি না। পুলিশ যদি আমাকে ধরেও, আপনার নাম বলতে পারব না। আর চেহারার বর্ণনা...! অনেক আরবের চেহারাই তো একরকম হয়।"

"মিস্টার রাজা, পুলিশ ভালরকমই জানে, কে খুন করেছে। তারতুফের পুলিশও আমাকে চেনে। এদের একটা সাক্ষী দরকার, যে নিজের চোখে দেখেছে। সেই সাক্ষী হচ্ছেন আপনি। তা ছাড়া, আমি খবর পেয়েছি, আমার শত্রুপক্ষ আপনাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে আপনাকে। সালাদিন সম্ভবত আর দু'-তিনদিনের বেশি বাঁচবে না। সে মরে গেলেই আমি প্রচুর সম্পত্তি পাব। তখন আর পুলিশ আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না। আমি চাই, এই ব্যাপারটা যাতে কোনওক্রমেই সালাদিনের কানে না যায়। আপনাকে তো আমি মেরে ফেলতে পারছি না। সুতরাং এই ক'টা দিন আপনাকে আবার ওই দুর্গে বন্দি করে রাখতে হবে।"

"আবার ওখানে? ঘরটা বড্ড ছোট।"

"কোনও উপায় নেই। ওটাই সবচেয়ে সেফ জায়গা। ঠিক আছে, আপনাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। আমি আর দেরি করতে পারব না। আমার জরুরি মিটিং আছে।"

কাকাবাবুদের ব্যাগ আর সুটকেস গাড়ি থেকে অস্ত্রগুলোর পাশে নামিয়ে রাখা হয়েছিল কেন কে জানে! সন্তুই সে দু'টো তুলে নিল। কাকাবাবু ক্রাচ বগলে দিলেন।

তক্ষুনি পাহাড়ের উপরের দিকের রাস্তায় বিচ্ছিরি আওয়াজ করে একটা গাড়ি থামল। তার থেকে টপাটপ করে নেমে পড়ল কয়েকজন লোক। কী যেন তারা বলল চেঁচিয়ে।

আল কাশিমের লোকেরা তাদের দিকে ফিরে গুলি চালাতে লাগল।

আল কাশিমও রিভলভার হাতে নিয়ে ছুটে গেল তাদের দিকে। উপরের পাহাড়ের দিক থেকেও এল একঝাঁক বুলেট।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে একবার তাকিয়েই শুয়ে পড়লেন মাটিতে। সন্তুও জানে, গুলির লড়াইয়ের সময় মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়।

দু' পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে হঠাৎ একটা কাণ্ড হল।

উপর থেকে একঝাঁক মেশিনগানের গুলি ফুঁড়ে দিল আল কাশিমকে। সে লটকাতে-লটকাতে ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না।

দেখলেই বোঝা যায়, তার সব শেষ।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "চল, আমরা শিগ্‌গির নীচের দিকে নেমে যাই। উপরে যারা এসেছে, তারা আবার কোন দল তা তো জানি না।"

এখানে পাহাড়ের এক দিক ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। অতি কষ্টে ঘষটাতে-ঘষটাতে, গড়াতে-গড়াতে নামতে লাগলেন দু'জনে।

তলায় অবশ্য খাদ নেই, অনেকখানি অংশই ঢালু, তাই পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

খানিকটা নেমে আসার পর কিছুটা ঝোপ-জঙ্গল। সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা মানুষের মুখ। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে কালো চশমা। যে একটা দ্বীপ কেনার কথা বলেছিল।

সে হাতছানি দিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, "এইদিকে, এইদিকে। কুইক, কুইক।"

এ আবার কী চায়? হঠাৎ এখানে এই সময়ে এলই বা কী করে?

সে বলল ফিসফিস করে, "আমি আপনাদের জন্য গাড়ি এনেছি। এক্ষুনি পালাতে হবে।"

ঝোপের একটু নীচেই একটা সরু রাস্তা, সেখানে রয়েছে একটা কালো রঙের গাড়ি।

সেখানে নেমে এসে লোকটি গাড়ির দরজা খুলে বলল, "উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। শিগ্‌গিরই।"

কাকাবাবু একটু দ্বিধা করলেন। এই লোকটা যে-দলেরই হোক, এখান থেকে দূরে সরে যাওয়াই এখন দরকার।

কাকাবাবুরা গাড়িতে উঠে বসতেই লোকটি স্টার্ট দিল সঙ্গে-সঙ্গে।

গাড়িটা ছুটতে লাগল পাহাড়ের আরও নীচের দিকে।

খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "উপকারী বন্ধু, জানতে পারি কী, আপনি ঠিক কে? আপনার দু'টো নাম শুনেছি।"

লোকটি বলল, "আমার নাম আল আমিন সেলজুক। আপনি শুধু 'আমিন'ও বলতে পারেন, 'সেলজুক'ও বলতে পারেন। আমি তো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাই এক-একসময় আলাদা নাম নিতে হয়।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আপনি ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ।"

"কার হয়ে কাজ করছেন?"

"যখন যে বলে। এখন সালাদিনের লোক বলেছে আপনাদের খুঁজে বের করতে। আজ সকালেই খবর পেলাম, আপনাদের দুর্গটায় আটকে রেখেছে। ওই দুর্গের অনেকখানি কন্ট্রোল করে আল কাদের ইব্রাহিম। সেখানে গিয়ে জানলাম, খানিক আগেই আপনাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"কী করে জানলেন যে আমাদের এখানেই নিয়ে আসা হয়েছে?"

"আল কাদের ইব্রাহিমের এটা প্রিয় জায়গা। এখানে এসে ও প্রায়ই মিটিং করে। তাই একটা চান্স নিলাম।"

"ওই লোকটির নাম আল কাদের ইব্রাহিম? আমাদের কাছে আসল নাম বলেনি।"

"ও দারুন শক্তিশালী। খুব অহংকারী আর মানুষ মারতে একটুও দ্বিধা করে না। ও তো শুনেছি আপনাদের মেরে ফেলার জন্যই ধরে এনেছিল। এতক্ষণ মারেনি কেন?"

"বোধ হয় সময় পায়নি। এর মধ্যে একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছে, তা কি আপনি জানেন?"

"ওর একটা শত্রুপক্ষের লোক এসে পড়ে গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। ওই শুনুন, এখনও গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দুই পক্ষের।"

"প্রথম গুলিতেই ওই ইব্রাহিম মারা গিয়েছেন!"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। আমরা নিজের চোখে দেখলাম। যে-লোকটি কত গর্ব করছিলেন, সালাদিনের বেশিরভাগ সম্পত্তি উনি দখল করবেন, ওঁর অনেক ক্ষমতা হবে, এ দেশের মন্ত্রী হবেন, এত সব আশার এক মুহূর্তে সব শেষ! গুলি লেগে সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেলেন। মানুষের জীবন কী অদ্ভুত! খুনটুন করেও ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন, কিছুই হল না।"

"ইব্রাহিম মারা গিয়েছে? আপনি শিওর?"

"আমি আর সন্তু দু'জনেই দেখেছি। আমাদের চোখের সামনে।"

"যাঃ, তা হলে তো ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে গেল। এখন লড়াইটা হবে সালাদিনের আর দুই ভাইপোর মধ্যে। সালাদিন বোধ হয় আর একদিনের বেশি বাঁচবে না। আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।"

"আপনি এত কিছু জানলেন কী করে?"

"আমি তো ডিটেকটিভ। আমাকে সব কিছু জানতে হয়।"

"সেটা ঠিক। আপনি ঠিক সময় এসে পড়ায় আমাদের খুব উপকার হল। ওই পাহাড়ি রাস্তায় আমার পক্ষে তাড়াতাড়ি নামা তো সহজ নয়। হয়তো পারতাম না। যে-কোনও পক্ষের কাছে ধরা পড়ে যেতাম।"

"আমি কোনও কাজের দায়িত্ব নিলে তাতে কোনও ভুল হয় না। ইব্রাহিমের কবল থেকে আপনাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব ছিল আমার।"

"ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"তা ছাড়া আপনি ভারতের একজন বিশিষ্ট মানুষ। আপনাকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে দেওয়াটাও তো আমাদের সকলের দায়িত্ব। ভারত একটা মহান দেশ, আমি সে দেশকে খুব শ্রদ্ধা করি।"

"আপনি ভারতে গিয়েছেন কখনও?"

"না, ইচ্ছে আছে।"

হঠাৎ সে গাড়িটা থামিয়ে দিল।

এখানে রাস্তাটা আবার অনেকটা পাহাড়ের উপর দিকে উঠে এসেছে। সামনে একটা চৌকো জায়গা, নীচে আর-একটা সুন্দর উপত্যকা। তার মাঝে-মাঝে কয়েকটা পুতুলের মতো বাড়ি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী আছে? থামলেন কেন?"

দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে সেলজুক বলল, "উঃ, সেই ভোরে উঠেছি। টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। আমি একটানা বেশিক্ষণ গাড়ি চালাতে পারি না। একটু বিশ্রাম নিই?"

কাকাবাবু কিছু বললেন না।

সন্তুর বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে। কাল রাত্তির থেকে এত টেনশন ছিল যে, কিছুই খেতে পারেনি। এখন মুক্তির স্বাদ পেয়ে পেট জ্বলছে। কিন্তু সেকথা তো বলা যায় না।

সেলজুক বলল, "জায়গাটা খুব সুন্দর, না?"

কাকাবাবুর এখন সুন্দর কিছু দেখার মন নেই। তিনিও ক্লান্ত, কোথাও পৌঁছতে চান। সেলজুক একটা সিগারেট ধরাল, সেই ধোঁয়ার গন্ধটা তাঁর ভাল লাগছে না।

সামনের সিটে কাকাবাবুর পাশে ব্যাগটা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে সেলজুক বলল, "এটা সেই বাইবেলের দলিলটা না? খুব দামি জিনিস।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দামি তো বটেই। যারা ইতিহাস নিয়ে চর্চা করে তারা এর চেয়ে অনেক নতুন কিছু তথ্য পেতে পারে। আমি তো এটা পড়তেই পারিনি।"

সেলজুক বলল, "ক্রিস্টি বলে নিলামের বিখ্যাত দোকান আছে। সেখানে পৃথিবীর খুব দামি-দামি জিনিসের একটা তালিকা আছে। সেখানে নাম আছে এই দলিলটার।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? আপনি অনেক খবর রাখেন তো? ও, অবশ্য আপনি ডিটেকটিভ, আপনি তো সব জানবেন।"

সেলজুক বলল, "আপনি একটা ভাল জিনিস পেয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "চলুন, এবার যাওয়া যাক।"

সেলজুক বলল, "হ্যাঁ, যাচ্ছি। জানেন, মিস্টার রাজা, আমার আর এই ডিটেকটিভের কাজ ভাল লাগছে না। অনেকদিন তো চালালাম। বড্ড খাটুনি। এবার ভাবছি ছেড়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ তো। তারপর কী করবেন?"

সেলজুক বলল, "কিচ্ছু না। সমুদ্রের ধারে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনব। আর তার বারন্দায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে মানুষজন দেখব। ভাল-ভাল খাবার খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ তো ভাল আইডিয়া!"

সেলজুক বলল, "হ্যাঁ। এবার তোমরা দু'জন গাড়ি থেকে নামো।"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়ি থেকে নামব? এখন নামতে ইচ্ছে করছে না।"

সেলজুক বলল, "ইচ্ছে না করলেও তোমাদের নামতে হবে। আমি আর তোমাদের নিয়ে যাব না। এই ব্যাগটা শুধু আমার চাই। এই দলিলটার দাম এখন নিলামে সতেরো মিলিয়ন ডলার। সেটা বিক্রি করে দিতে পারলেই আমার বাকি জীবনটা চমৎকার কেটে যাবে। নামো!"

সে একটা রিভলভার বের করে ঠেকাল কাকাবাবুর ঘাড়ে।

লোকটি এতক্ষণ বেশ ভদ্রভাবে কথা বলছিল। হঠাৎ তার এই পরিবর্তন দেখে কাকাবাবু এতই অবাক হয়ে গেলেন যে, কিছুই বলতে পারলেন না।

রিভলভারের খোঁচা দিয়ে ঠেলে-ঠেলে সেলজুক কাকাবাবুকে নামাল গাড়ি থেকে। নিজেও নামল। তার এক হাতে সেই ব্যাগ।

কাকাবাবু শুধু দু'বার বললেন, "ছিঃ ছিঃ!"

সন্তুও নামল। এতক্ষণ সে কিছুই করেনি, কোনও কথাই বলেনি। এবার সে কিছুই না ভেবেচিন্তে সোজা ছুটে গিয়ে সেলজুকের পেটে এক ঢুসো মারল।

সে 'আঃ' করে চেঁচিয়ে উঠে ফেলে দিল রিভলভারটা। সন্তু সেটা পা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না।

সন্তু ব্যাগটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কাকাবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

সেলজুক কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আবার কুড়িয়ে নিল রিভলভারটা। সে এগিয়ে এসে এক চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর তার গালে রিভলভারটা চেপে হিংস্র গলায় বলল, "হতভাগা ছেলে। তোকে এক্ষুনি শেষ করে দিতে পারি। দে ব্যাগটা।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাগটা দিয়ে দে সন্তু।"

সেলজুক ব্যাগটা হাতে নিয়ে রিভলভার নাচাতে-নাচাতে বলল, "তোমরা এই খাদের দিকটায় চলে এসো। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে। এক, দুই...!"

কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনেই খাদের দিকে এসে দাঁড়ালেন।

সেলজুক বলল, "এখন আমি তোমাদের মেরেও ফেলতে পারি। খাদে ফেলে দিতে পারি কিংবা তোমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি চলে যেতে পারি। তারপর তোমরা যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পার, সে চেষ্টা করো। খুব শক্ত। অনেকটা পাহাড়ি পথ। তুমি ক্রাচ নিয়ে পারবে না মিস্টার রাজা।"

কাকাবাবু এবার গম্ভীরভাবে বললেন, "সেলজুক, যদি এই দলিলটার উপরেই তোমার এত লোভ ছিল, তা হলে তুমি আমার কাছে চাইলে না কেন? রিভলভার দেখাবার কী দরকার ছিল?"

সেলজুক নকলভাবে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "সে কী, এমনি-এমনি চাইলেই তুমি দিতে?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনি-এমনি চাইলে যদি না দিই, তা হলে রিভলভার নাচালেও আমি দিতে রাজি নই।"

সেলজুক হা হা করে একটা অট্টহাসি দিল! তারপর বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মিস্টার রাজা? দেবে না মানে? ব্যাগটা আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। এবার যদি আমি দুম-দুম করে দু'টো গুলিতে মেরে ফেলি তোমাদের? তুমি কী করবে? তুমি মরতে চাও?"

কাকাবাবু বললেন, "না।" সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাঁর একটা ক্রাচ বিদ্যুৎ বেগে ছুড়ে দিলেন ওর দিকে। ওর বুকে সেটা দড়াম করে লাগল।

একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল সেলজুক। মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল।

এবার সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গিয়ে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা। তারপর প্রতিশোধ হিসেবে একটা চড় কষাল ওর গালে।

কাকাবাবুর সারা শরীর রাগে কাঁপছে। তিনি লাফাতে-লাফাতে এসে বললেন, "পাজি, বদমাশ। এতক্ষণ মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছিলে। বিশ্বাসঘাতক!"

তিনি অন্য ক্রাচটা নিয়ে দু'বার বেশ জোরে মারলেন সেলজুকের পিঠে। সে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, দ্যাখ তো, গাড়িতে দড়িটড়ি আছে কিনা। ওকে আমরা বেঁধে নিয়ে যাব।"

লোকটি অর্ধেকটি উঠে বসে বলল, "নো, নো, নো। আমায় ক্ষমা করে দাও। আমি বুঝতে পারিনি!"

কাকাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "কী বুঝতে পারনি?"

সে আবার শুধু বলল, "বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করো!"

কাকাবাবু বললেন, "যারা সরাসরি শত্রুতা করে তাদের তবু বোঝা যায়। আর তুমি এতক্ষণ বন্ধু সেজে... উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও! তোমাকে আমি বেঁধে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে জমা করে দেব।"

উঠে দাঁড়িয়ে সেলজুক দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

সন্তু খুঁজছে গাড়ির মধ্যে দড়িটড়ি কিছু আছে কিনা।

হঠাৎ সেলজুক একটা কাণ্ড করল।

পাথরের দেওয়ালটার উপর উঠে ঝাঁপ দিল খাদের দিকে। কাকাবাবু শিউরে উঠলেন।

সন্তু আর তিনি দৌড়ে এসে দেখলেন, সেলজুক গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। সেখানে পাহাড়টা একেবারে খাড়া নয়, ঢালু। কিছু-কিছু ঝোপঝাড় আছে। তলাটা অনেক নীচে, দেখাই যায় না।

কাকাবাবু বললেন, "যদি প্রাণে বেঁচেও যায় কোনওক্রমে, হাত-পা ভাঙবে! কী আর করা যাবে! সেটা ওর কর্মফল। চল, আমরা গাড়িটা নিয়ে যাই।"

গাড়িতে উঠে বসার পর কাকাবাবু বললেন, "চাবি?"

"যাঃ, চাবি তো সেলজুক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে!"

॥ ৮॥

এবার একটা রিভলভার সঙ্গে আছে। মহামূল্যবান ব্যাগটাও হাতছাড়া হয়নি। কিন্তু পাহাড় থেকে নামতে হচ্ছে পায়ে হেঁটে। রাস্তা ভাল, বেশ মসৃণ, কিন্তু নীচের দিকে নামতে গেলে কাকাবাবুকে খুব

সাবধানে ক্রাচ ফেলতে হয়। একবার হড়কে গেলেই বিপদ।

তবু দু'জনেই এখন বেশ ফুর্তিতে আছেন।

নামতে-নামতে কাকাবাবু বললেন, "জানিস সন্তু, আজ সকালে ডুয়েল লড়ার সময় আমার মনে হয়েছিল, এই বুঝি আমার শেষ। অনেকদিন তো তলোয়ার হাতে ধরিনি। ওর মতো একজন জোয়ান মানুষের সঙ্গে খোঁড়া পায়ে লড়তেই পারব না। হেরেই যাব। হারলেই ও মেরে ফেলত।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি তলোয়ারের বদলে রিভলভার নিলে না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন নিলাম না বুঝিসনি?"

সন্তু মাথা নাড়ল দু' দিকে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "রিভলভার আমি ভালই চালাই। তাতে জেতার চান্স ছিল। কিন্তু আমি তো কোনও মানুষকে প্রাণে মারতে পারি না। ওকেও সেইভাবে মারতে পারতাম না। ও কিন্তু আমাকে খুন করার জন্যই গুলি চালাত। তাই ভাবলাম, তলোয়ার নিলে তবু কিছুক্ষণ ঠোকাঠুকি করা যাবে। ইব্রাহিম হেরে গেল, কারণ, ও আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। ভেবেছিল, দু'-চার ঘায়ে আমাকে কাত করে দেবে।"

সন্তু বলল, "আমার এমন বুক টিপটিপ করছিল, যেন বুকটা ফেটেই যাবে।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ভয় তো হবেই। এক-একটা এমন সময় আসে, যখন অন্য কোনও উপায়ই থাকে না। মনের জোরটাই সম্বল।"

সন্তু বলল, "আর এই সেলজুক লোকটা, প্রথম দিন ওকে দেখেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই ঠিকই বুঝেছিলি। তবে ও একটা ছুঁচো। ওর রিভলভার ধরা দেখেই আমি বুঝেছিলাম, ও একটা আনাড়ি। চালাবার অভ্যেস নেই। একটা রিভলভার জোগাড় করে এনেছে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য।"

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পর ওঁরা পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে নেমে এলেন বড় রাস্তায়।

কাকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক, এবার আর হাঁটতে অসুবিধে হবে না।"

বেলা প্রায় এগারোটা। আকাশে চড়া রোদ। কিন্তু গরম নেই ভাগ্যিস, তাই হাঁটতে ভালই লাগছে।

ক্রমশ রাস্তার পাশে গাছপালা কমে আসছে। এক পাশে ধু ধু মাঠ, অন্য পাশে কিছু দূরে পাহাড়ের রেখা।

কাকাবাবু বললেন, "কিছু দূর গেলে নিশ্চয়ই কোনও শহর পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে দামাস্কাস পৌঁছে যাব। সালাদিন সেখানেই আছে। এতক্ষণ তার অবস্থা কীরকম কে জানে!"

সন্তু হিসেব করে বলল, "তারতুফের হোটেল থেকে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছিল পরশু মাঝরাতে। তারপর তো আমাদের রাস্তায় এক জায়গায় আটকে অজ্ঞান করে দিল। তারপর কী হল জানি না। পরের দিন গোটা রাতটা আমরা বন্দি হয়ে রইলাম দুর্গে। তার মানে, আমাদের আরও একদিন আগে পৌঁছনোর কথা ছিল দামাস্কাস শহরে।"

কাকাবাবু বললেন, "কী অদ্ভুত ট্র্যাজেডি দ্যাখ। আমি যদি পুলিশের কাছে সত্যি কথা বলে দিই এই ভয়ে ইব্রাহিম আমাদের আটকে রাখল, মেরে ফেলতে চাইল। তারপর নিজেই দমাস করে মরে গেল। এখন তো পুলিশকে জানাবার কোনও ব্যাপারই রইল না। যে আসামি, সেই তো মৃত।"

হাঁটতে লাগলেন দু'জনে। ক্রাচ নিয়ে বেশি দূর একটানা হাঁটা খুবই কষ্টকর, কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই। বরং বেশ স্ফূর্তিতেই আছেন। দিনের বেলা প্রকাশ্য রাস্তায় আর কেউ মারতেও আসবে না, ধরেও নিয়ে যাবে না আশা করা যায়।

কাকাবাবু আবার বললেন, "এ দেশে এসে এই প্রথম আমরা বেড়াচ্ছি, কী বল? দেশটা সুন্দর। দু'-চারটে খুনে বা বদমাশ সব দেশেই থাকে, কিন্তু ভাল মানুষই বেশি। এ দেশের কোন মানুষটিকে আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে বল তো?"

সন্তু একটুও চিন্তা না করে বলল, "দুর্গের জেলখানার পাহারাদার সেই কাব্বানি।"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি। খুব নরম মনের মানুষ। আর এই সালাদিনটাকে যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায়, ততই ভাল। খাদে ঝাঁপ দিয়ে ও যদি মরে যায়, তা হলে নিজের দোষেই মরল। আমি তো ওকে পুলিশের হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলাম।"

কথা বলতে-বলতে এগোচ্ছেন দু'জনে, হঠাৎ একটা গাড়ি তাঁদের পেরিয়ে গিয়েও আবার ব্যাক করে এসে থামল তাঁদের পাশে।

ড্রাইভারের সিট থেকে একজন মোটা মতো লোক গলা বাড়িয়ে কী যেন বললেন আরবি ভাষায়।

কাকাবাবু দেখলেন, গাড়ির পিছনের সিটে বসে আছেন একজন মহিলা আর-একটি ছ'-সাত বছরের ফুটফুটে ছেলে।

তাঁদের একঝলক দেখে নিয়েই কাকাবাবু বুঝলেন, সঙ্গে বউ আর বাচ্চা নিয়ে যাঁরা বেরোন তাঁরা নিশ্চয়ই খুন-ডাকাতি করেন না।

তিনি এবার বললেন, "নো আরাবিক। ইংলিশ, ইংলিশ।"

লোকটি এবার পিছনে তাকালেন। মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, "মে আই হেল্প ইউ? আমরা দেখলাম আপনারা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছেন। সাধারণত হাইওয়ে দিয়ে কেউ হাঁটে না। আপনাদের কোথাও পৌঁছে দিতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের যদি কাছাকাছি কোনও শহরে পৌঁছে দেন, খুব উপকার হয়।"

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোথায় যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা যাব দামাস্কাস। একটা বড় কোনও জায়গা পেলে ট্যাক্সি কিংবা গাড়ি ভাড়া করে নিতে পারি।"

মহিলাটি বললেন, "উঠে পড়ুন। আমরা যাচ্ছি হোমস শহরে। সেখান থেকে অনেক গাড়ি পেয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু বসলেন সামনে, সন্তু পিছনে মহিলাটির পাশে।

পুরুষটি একবর্ণও ইংরেজি জানেন না, মহিলাটি ইংরেজিতে খুব চৌখস। তিনি নিজেই কথায়-কথায় জানালেন যে, তিনি ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজে পড়াশোনা করেছেন। বাচ্চাটাও দু'-একটা ইংরেজি শব্দ জানে।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা হেঁটে-হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা এ দেশে বেড়াতে এসেছি। গাড়িতে করে ঘুরলে তো ভাল করে দেশটা দেখা হয় না। তাই একটু পায়ে হেঁটে দেখছিলাম।"

মহিলাটি হেসে বললেন, "এই রোদ্দুরের মধ্যে, হাইওয়েতে আর কী দেখার আছে? সব দেশের হাইওয়েই তো এক।"

মহিলার নাম জেনোবিয়া। সেই নাম শুনেই কাকাবাবু বললেন, "জেনোবিয়া তো এক বিখ্যাত রানির নাম, তাই না? যিনি রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।"

জেনোবিয়া বললেন, "আপনি আমাদের দেশের ইতিহাস জানেন দেখছি। আপনি কি অধ্যাপক?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না। আমি আর আমার এই ভাইপো সাধারণ পর্যটক। দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই।"

গাড়ির চালক তাঁর স্ত্রীকে কী যেন বললেন নিজের ভাষায়।

জেনোবিয়া তা শুনে ইংরেজিতে বললেন, "আমার স্বামীর নাম হাসান। তিনি বলছেন, আপনারা আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন থেকে যান না। আমরা আপনাদের এদিকটা ঘুরে-ঘুরে দেখাব।"

কাকাবাবু হাসানের হাত ধরে সম্মান জানালেন। তারপর বললেন, "আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের থাকার উপায় নেই। আজই আমাদের দামাস্কাসে ফেরা দরকার। এই ছেলেটির নাম কী?"

বাচ্চাটির নাম রব। কাকাবাবু তার দিকে ফিরে বললেন,

“আস্‌সালাম আলাইকুম। হাউ আর ইউ?”

রব বলল, “আলাইকুম আস্‌সালাম। ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক ইউ।”

জেনোবিয়া বললেন, “আপনি আমাদের দেশের এই অভিভাদন জানলেন কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “আমাদের দেশেও তো মুসলমানরা প্রথম দেখা হলে এটাই বলে। সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরই তো এই একই অভিভাদন।”

জেনোবিয়া বললেন, “তা ঠিক। আমি ভারত সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। টেলিভিশনে দু' দিন ধরে দেখাচ্ছে, ইন্ডিয়ায় কোনও এক জায়গায় কী একটা নদীতে লক্ষ-লক্ষ লোক একসঙ্গে চান করার জন্য জমায়েত হয়েছে। অত লোক একসঙ্গে চান করে কেন?”

কাকাবাবু বললেন, “বুঝেছি। হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। নদীর নাম গঙ্গা। ক্রিশ্চানদের কাছে জর্ডন নদী যেমন পবিত্র, ভারতের বহু মানুষের কাছে, বিশেষত হিন্দুদের কাছে গঙ্গা নদীও তাই। তারা বিশ্বাস করে, একটা বিশেষ সময় ওই নদীতে স্নান করলে পুণ্য হয়।”

রব একটা থলি থেকে একটা কমলালেবু বের করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ইউ লাইক? অরেঞ্জ?”

সন্তু একটুও ভদ্রতা না দেখিয়ে বালকটির হাত থেকে নিয়ে বলল, “ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ!”

সঙ্গে-সঙ্গে সে সেটা খেতে শুরু করল।

জেনোবিয়া ছেলেকে বললেন, “এই আঙ্কলকেও একটা দাও।”

রব কাকাবাবুর দিকে একটা কমলালেবু বাড়িয়ে বলল, “ইউ আর বিগ আঙ্কল। বিগ, বিগ!”

জেনোবিয়া কাকাবাবুকে বললেন, “আপনারা সিরিয়ায় মিষ্টি খেয়েছেন? স্পেশ্যাল মিষ্টি।”

কাকাবাবু বললেন, “না। আমরা এ ক'দিন শুধু নানারকম মাংস আর ভেজিটেব্‌লই খেয়েছি। ফলও খেয়েছি অবশ্য।”

জেনোবিয়া একটা প্যাকেট খুলে বললেন, “এগুলো খেয়ে দেখুন।”

ছোট-ছোট কেকের মতো, নরম আর মিষ্টির স্বাদটা মধু-মধু মনে হয়। অন্য সময় যাই হোক, এখন খিদে-পেটে মনে হল অমৃত।

হাত মোছার জন্য পাতলা কাগজও দিলেন জেনোবিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের দেশে খেজুর হয়?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, খেজুরগাছ আছে অনেক। কিন্তু আপনাদের মতো ভাল ফল হয় না। আরবের খেজুর তো পৃথিবী বিখ্যাত!”

মহিলা এবার দু'টি খেজুরের প্যাকেট বের করে বললেন, “এ দু'টো আপনারা রাখুন।”

কাকাবাবু বলে উঠলেন, “না, না, না, এখন দরকার নেই। আমরা পরে কিনে নিয়ে যাব।”

মহিলা কিছুতেই সে আপত্তি শুনলেন না। জোর করে দিয়ে দিলেন প্যাকেট দু'টো।

বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

দূরে একটা শহর দেখা যাচ্ছে।

হোমস খুব পুরনো আমলের শহর হলেও এখন তার চিহ্ন বিশেষ নেই। সব আধুনিক বাড়িঘর। রাস্তাঘাট চকচকে-ঝকঝকে।

কয়েকটা ট্রাফিক লাইট পেরিয়ে গাড়িটা এসে থামল একটা চত্বরে। সেখানে বেশ কয়েকটা ফাঁকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

জেনোবিয়া বললেন, “ওই গাড়িগুলো ভাড়া যাবে। দামাস্কাস এখান থেকে বেশি দূরে নয়, শ'দেড়েক কিলোমিটার হবে। আমি আবার বলছি, আপনারা দু'-তিনদিন আমাদের এখানে থেকে গেলে ভাল লাগত। ইন্ডিয়ার গল্প শোনা যেত।”

কাকাবাবু বললেন, “সত্যি, আমাদের উপায় নেই।”

এই সময় জেনোবিয়ার স্বামী জোরে-জোরে কী যেন বলে উঠলেন।

জেনোবিয়া হাসতে-হাসতে বললেন, “আমার স্বামী চাইছেন, আপনারা আমাদের একটা অন্তত ভারতীয় শব্দ শিখিয়ে দিন। যে-কোনও শব্দ। আমরা তো একটাও জানি না।”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে, কোন শব্দ শেখানো যায়?”

সন্তু বলল, “নমস্কার?”

প্রথমে ওঁরা ঠিক উচ্চারণ করতে পারলেন না। বললেন, “না-মা-স-গা-র! বাচ্চাটা না-ম-না-ম-না-ম!”

কয়েকবার চেষ্টার পর উচ্চারণ ঠিক হয়ে গেল। বাচ্চাটাও বাবা-মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে লাগল। “ন-ম-স-কা-র!”

কাকাবাবুও সন্তুর সঙ্গে হাতজোড় করে কয়েকবার বললেন, “নমস্কার!”

ওঁদের গাড়িটা যখন ছেড়ে গেল, তখনও শোনা গেল বাচ্চাটা চ্যাঁচাচ্ছে, “ন-ম-স-কা-র!”

শব্দটা ওর বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছে।

ভাড়াগাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে কাকাবাবু বললেন, “এরা হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মানুষ। কী চমৎকার আন্তরিক ব্যবহার। আগে এদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। কয়েকটা লোভী আর বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলাম।

এখানকার ট্যাক্সিচালকরা শিক্ষিত, দরাদরির কোনও প্রশ্ন নেই। ভাড়ার চার্ট করা আছে। প্রথম গাড়িটাই ঠিক করা হল। সন্তু দলিলের ব্যাগটা তুলে দিয়ে বসল কাকাবাবুর পাশে।

দামাস্কাস এখান থেকে দেড়শো কিলোমিটার, বড়জোর দেড় ঘণ্টা লাগবে।

কাকাবাবু মাথাটা পিছন দিকে হেলান দিয়ে আরামের শব্দ করলেন, “আঃ!”

পেটে কিছু খাবার পড়েছে তাই বেশ শান্তি লাগছে।

একটু পরে কাকাবাবু বললেন, “সালাদিন আশা করি এখনও বেঁচে আছে। তার সঙ্গে দেখা করে আমরা পরের প্ল্যান ঠিক করব। দামাস্কাস শহরটা ভাল করে দেখা হয়নি। তুই তো জানিস, এটা খুবই পুরনো শহর, মানব সভ্যতার প্রায় শুরু থেকেই এখানে মানুষের বসবাস।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “আমাদের বেনারসের চেয়েও পুরনো?”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক বলেছিস, আমাদের কাশীও খুব পুরনো। তবে কোনটা বেশি পুরনো, তা বলা মুশকিল। পৃথিবীতে অনেক শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যেমন ধর, মহেঞ্জোদরো আর হরাপ্পা! আবার বাগদাদ, জেরুজালেম, ইস্তানবুল শহর এখনও রয়ে গিয়েছে। রোমকে বলে 'দা ইটারনাল সিটি'।”

সন্তু বলল, “আমার অত পুরনো শহর দেখতে ভাল লাগে না। শুধু ভাঙা-ভাঙা দুর্গ, কিংবা আধখানা মন্দির কিংবা মসজিদ, ও তো সব একই রকম। ওই সব শহরের ইতিহাস পড়ে নিলেই হয়!”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “তা হয়তো ঠিক। তোর কি বাড়ির জন্য মন কেমন করছে? ডাল-ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়ার জন্য?”

সন্তু বলল, “আমি হ্যামবার্গার, হটডগ আর স্যান্ডউইচও ভালবাসি। খাওয়াটা আমার কাছে কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু নিজের বিছানার বালিশটা আমাকে টানে। ওই বালিশে ঘুম ভাল হয়।”

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়িটার গতি হঠাৎ কমে এল। দু' পাশে ফাঁকা মাঠ। এখানে লালবাতিও নেই। সুতরাং গাড়িটার গতি কমে আসার কোনও কারণ বোঝা গেল না।

একটু পরেই গাড়িটা থেমে গেল।

একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটলেই সন্দেহ হয়। এখানে গাড়িটা থামবে কেন? ইন্ডিয়ায় অনেক সময় শোনা গিয়েছে, পশ্চিম ভারতের দিকে গাড়ির ড্রাইভাররা কোনও নির্জন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেয়। এ দেশেও এরকম হয় নাকি?

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে কোটের পকেটে দু'বার চাপড় মারলেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে এখন একটা রিভলভার আছে। এখন আর সহজে কেউ তাঁকে বাগে আনতে পারবে না।

ড্রাইভারটি ভাল ইংরেজি জানে না। সে বলল, "মোমেনত, মোমেনত!" তারপর দরজা খুলে নেমে গেল।

সন্তু ব্যস্ত হয়ে উঁকি মারতে লাগল জানলা দিয়ে।

কাকাবাবু মজা করে বললেন, "পিছনে কোনও কালো গাড়ি আসছে নাকি? দ্যাখ সন্তু!"

"না, পিছনে কালো গাড়িটাড়ি কিছু নেই। রাস্তা একেবারে ফাঁকা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, একটা কিছু ঘটলেই বিপদের কথা ভাবি। গাড়িতে হঠাৎ কিছু গন্ডগোল তো হতেই পারে। হয়তো আমাদের আবার হাঁটতে হবে।"

কয়েক মিনিট পরেই অবশ্য ড্রাইভার ফিরে এসে আবার স্টার্ট দিল। এবার জেগে উঠল ইঞ্জিন। ড্রাইভার বলতে লাগল, "সরি, সরি, সরি।"

গাড়ি ছুটতে লাগল আবার।

সব বড় শহরেই যা হয়, ঢোকার মুখে বেশ জ্যাম থাকে।

কাকাবাবু সালাদিনের বাড়ির ঠিকানা লেখা একটা কাগজ ড্রাইভারকে দেখানোমাত্র সে চিনতে পারল। মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, "ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।"

বিশাল উমাইয়াদ মসজিদের কাছাকাছি একটি বাড়ির গেটের কাছে এসে থামল ট্যাক্সি। বাড়িটার নামই 'সালাদিন'স কোর্ট'। মস্ত বড় গেট, তার একটু অংশমাত্র খোলা, ভিতরে বাগান চোখে পড়ে।

সন্তু জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলল। কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিতে-দিতে টাকাপয়সা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

এই সময় উলটো দিকের দেওয়ালের আড়াল থেকে ছুটে এল একটা লোক। সন্তু যেন ভূত দেখল!

সেই থুতনিতে দাড়ি, চোখে কালো চশমা পরা লম্বা লোকটি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েও সে মরেনি? এর মধ্যে এখানে পৌঁছে গেল কী করে?

লোকটি এসে ধাঁই করে সন্তুকে এক ধাক্কা মেরেই দলিলের ব্যাগটা তুলে নিল। তারপর দৌড় লাগাল পিছন ফিরে।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা সামলে নিয়ে সন্তু "এই, এই," বলে চেঁচিয়ে তাড়া করে গেল তাকে। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে লোকটিকে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে দেখলেন।

সন্তু তাড়া করে গিয়েও লোকটিকে ধরতে পারল না। সে ভিড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে সুট করে কোন গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তা বোঝাই গেল না। সন্তু পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে, খানিক পরে ফিরে এল ম্লান মুখে।

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ! অত দামি জিনিসটা নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত? কী আশ্চর্য, পাহাড় থেকে পড়েও ওর হাত-পা ভাঙেনি! এখানে এসে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল।"

হা-হুতাশ করে তো কোনও লাভ নেই। একে বলে, 'তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়া।'

কাকাবাবু গেটের কাছে গিয়ে নিজের নাম বলতেই প্রহরীটি কাকে যেন ফোন করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে গেল একজন সুট-টাই পরা ব্যক্তি। সে আন্তরিকভাবে বলল, "আসুন, আসুন। আমি সালাদিনসাহেবের একজন সেক্রেটারি।"

গেটের ভিতর ঢোকার পর সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি আগে গেস্টরুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরে স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কি এখন জেগে আছেন? ওঁর ঘুমের সময় কখন?"

সেক্রেটারিটি বলল, "উনি এখন জেগেই আছেন। আধ ঘণ্টা পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন। এটাই দেখা করার ভাল সময়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমরা ওঁর কাছেই যেতে চাই। বিশ্রাম নেব পরে।"

এ বাড়ির সিকিউরিটি খুব টাইট। চতুর্দিকে অস্ত্র হাতে পাহারাদাররা ঘুরছে।

যেতে হবে দোতলায়, তাও লিফ্‌ট আছে। ভিতরের বোতামগুলো সব খাঁটি সোনার মনে হয়।

লিফ্‌ট থেকে নামতেই দেখা গেল দু'টো বিরাট কুকুর। পাশে একটা ষন্ডামার্কা লোক।

কুকুর দু'টো সন্তুকে একবার শুঁকে ছাড়পত্র দিয়ে দিলেও কাকাবাবুকে ঘিরে গ-র-র, গ-র-র আওয়াজ করতে লাগল। কাকাবাবু পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বললেন, "ওরা বোধ হয় এটার টের পেয়েছে।"

লোকটির হাতে সেটা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই নাও। এটা আমার আর লাগবে না।"

আবার একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। একটা পালঙ্কের উপর কয়েকটা বালিশ দিয়ে উঁচু করে আধ শোওয়া হয়ে রয়েছেন সালাদিন। হাতে কফির কাপ।

কাকাবাবুকে দেখে তিনি বেশ উল্লাসের সঙ্গে বললেন, "এই যে, এসো, এসো, রাজা। এর মধ্যে তুমি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "এই একটু ঘুরেফিরে এলাম। তুমি এখন কেমন আছ?"

সালাদিন হাসি-মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখছ?"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ ভালই তো মনে হচ্ছে।"

সালাদিন বললেন, "কয়েকজন ডাক্তার আমাকে মেরেই ফেলার চেষ্টা করেছিল। বলে দিয়েছিল, আমি আর বাঁচব না। কিন্তু আমি এখন অনেক ভাল আছি। দেখবে, দেখবে?"

সালাদিন খাট থেকে নামার চেষ্টা করতেই তাঁর মাথার কাছে দাঁড়ানো একজন নার্স ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, "স্যার, স্যার, এখন নামবেন না, নামবেন না।"

সালাদিন বললেন, "চোপ।"

তারপর তিনি খাট থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে বললেন, "হাঁটব না উড়ব? এখন উড়তেও পারি!"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তুমি সবই পার। আপাতত তুমি কয়েক পা হেঁটে এই চেয়ারটায় এসে বোসো তো, দেখি সেটা পার কি না?"

সালাদিন একটুও টলমল না করে সেই চেয়ারটায় বসলেন। তারপর বললেন, "সত্যিই, আমার মনে হচ্ছে আমি আরও অনেক দিন বাঁচব। যারা ভেবেছিল, আমি মরে যাচ্ছি, তাদের কলা দেখাব। হ্যাঁ, তোমরা কী খাবে বলো?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন কিছু খাব না। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমরা দু'টো কথা বলে চলে যাব।"

সালাদিন বললেন, "আরে, বোসো, বোসো। তোমাদের আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তোমাদের এখানে আসতে দেরি হল দেখে আমার চিন্তা হচ্ছিল। তোমাদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য আজ থেকে দু'জন বডিগার্ডের ব্যবস্থা করে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "বডিগার্ডের দরকার নেই। আমরা এবার দেশে ফিরব।"

সালাদিন বললেন, "সে যখন ইচ্ছে ফিরে যেও। আরও ঘুরে বেড়াতেও পার।"

সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কেমন লাগছে? কোথাও কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

সন্তু বলল, "চমৎকার। ভারী সুন্দর এই দেশ। না, আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।"

সালাদিন বললেন, "বুঝলে রাজা, আমি মরে যাব ভেবে আমার ভাইপো, ভাগনেরা নিজেদের মধ্যে দারুণ ঝগড়াঝাঁটি শুরু করেছে। এমনকী, খুনোখুনিও করছে নাকি শুনতে পাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই এসব কিছু টের পাওনি?"

কাকাবাবু হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

সালাদিন বললেন, "এদের আমি এমন শাস্তি দেব, তখন বুঝবে। ছি ছি, টাকাপয়সা, বিষয়-সম্পত্তির লোভে মানুষ এত নীচে নামতে পারে? আমি যা কিছু উপার্জন করেছি, সব নিজের পরিশ্রমে। আর এরা নিজেরা পরিশ্রম করবে না, আমার সম্পত্তি নিয়ে লাফালাফি করবে? হুঃ!"

নার্সটি ব্যাকুলভাবে বলল, "স্যার, স্যার, আপনার সুপ খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।"

সালাদিন হাত তুলে বললেন, "চুপ করো। আমার যখন খেতে ইচ্ছে করবে, আমি নিজেই বলব।"

কাকাবাবু বললেন, "সালাদিনসাহেব, এখন তোমার বিশ্রামের সময় আমি জানি। আমি শুধু আর-একটা কথা বলেই চলে যাব। এটা একটা লজ্জার কথা। তুমি বাইবেলের আমলের যে মূল্যবান দলিলটি দিয়েছিলে, সেটা আমরা রাখতে পারিনি। প্রায় সর্বক্ষণ আগলে রেখেছিলাম। এই তোমার বাড়ির দরজার কাছে একজন সেটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

সালাদিন বিস্মিতভাবে ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কেড়ে নিয়ে গেল? কে? তাকে দেখেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ দেখেছি। সে লোকটি এক-একবার এক-এক নাম বলে, শেষ নাম বলেছিল, সেলজুক। তোমাদের পক্ষ থেকে নাকি তাকে ডিটেকটিভ নিয়োগ করা হয়েছিল আমাদের জন্য?"

সালাদিন দু' দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "খামোখা ডিটেকটিভ নিয়োগ করতে যাব কেন? তোমাদের কী হয়েছে? তা ডিটেকটিভ সেজে সে জিনিসটা নিয়ে পালাল?"

কাকাবাবু বললেন, "সে ওটা বিক্রি করে বড়লোক হবে।"

সালাদিন বললেন, "সে যে-ই হোক, সে একটা ছুঁচো, ইঁদুর, বাঁদর, আরশোলা।"

বলতে-বলতে সালাদিন অট্টহাস্য করে উঠলেন। অসুস্থ মানুষের পক্ষে বেশ জোরেই সেই হাসি। তারপর উঠে গিয়ে একটা দেওয়াল-আলমারি খুললেন। সেখান থেকে বের করলেন সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো, মখমলের ঢাকনা দেওয়া একটা ছবি। না, ছবি নয়, সেটা একটা দলিল।

সালাদিন বললেন, "এটাই আসল দলিল। তোমাকে যেটা দিয়েছিলাম, ওটা তো একটা কপি। তোমাকে দেখতে দিয়েছিলাম। এত দামি জিনিস কি যেখানে-সেখানে নিয়ে ঘোরা যায়? তোমরা যখন দেশে ফিরবে, তখন আমার লোক গিয়ে এটা প্লেনে বুকিং করে আসবে।"

তারপর আবার আপন মনে হেসে বললেন, "ওই চোর ব্যাটা নকল দলিলটা নিয়ে যখন বিক্রি করতে যাবে, তখনই ধরা পড়ে যাবে। মার খাবে কিংবা জেলে যাবে! হে-হে-হে-হে।"

সন্তুর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

সালাদিন বললেন, "রাজা, আমি জানি, যত টাকাই দাম হোক, তুমি ওটা বেচবে না। তোমার লোভ নেই। আমার এই লোভী ভাইপো-ভাগ্নেদের আমি এক সেন্টও দেব না। নতুন উইল করেছি, সব সম্পত্তি দান করে দেব। আমার একটা ছোটভাই অন্ধ ছিল, সে অল্প বয়সে মারা যায়। তাই চারটে অন্ধদের আশ্রমে অনেক টাকা দিচ্ছি। যুদ্ধে যারা মারা যায় কিংবা আহত হয়, তাদের পরিবারের সাহায্যের জন্য আমি একটা ফান্ড করেছি একশো কোটি টাকার। সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায়, তাদের জন্য একটা ফান্ড। আফ্রিকার গরিলাদের রক্ষা করার জন্য একটা ফান্ড...!"

বলতে-বলতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে বললেন, "রাজা, তুমি শুনে খুশি হবে, তোমাদের দেশের জন্য আমি কিছু টাকা দিয়েছি। তোমাদের সুন্দরবন বলে একটা জায়গা আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আছে।"

সালাদিন বললেন, "সেখানে নাকি খুব বড়-বড় বাঘ আছে?"

সন্তু বলল, "রয়াল বেঙ্গল টাইগার।"

সালাদিন বললেন, "সেই টাইগার প্রজেক্ট ফান্ডেও আমি কিছু দিয়েছি। জানো রাজা, আমি কখনও বাঘ দেখিনি। আমাদের এদিকে তো বাঘ হয় না। আফ্রিকাতেও বাঘ নেই। তোমাদের ওদিকে অনেক বাঘ। একবার সুন্দরবন বেড়াতে যাব ভাবছি। আচ্ছা, ওখান থেকে কি গোটাকয়েক বাঘ কিনতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ বিক্রি হয় বলে তো শুনিনি। বাঘদের বাঁচিয়ে রাখারই চেষ্টা চলছে।"

সালাদিন বললেন, "বড় বাঘ নয়, বাচ্চা-বাচ্চা বাঘ। এখানে এনে পুষব।"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "বাঘ বিক্রি বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তবে তুমি সুন্দরবন বেড়াতে এলে বাঘ দেখাবার চেষ্টা করতে পারি।"

সালাদিন বললেন, "দেখাতে পার? ঠিক আছে, তাই যাব। ঠিক কোন সিজনে সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়া উচিত?"

এর পর দু'জনে পাশাপাশি বসে সুন্দরবন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

সন্তু ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল দেওয়ালের ছবিগুলো।

পুনশ্চ: কাকাবাবু সেই মূল্যবান দলিলটা দেশে নিয়ে এসে কলকাতার জাদুঘরে দান করে দিয়েছেন। বড়-বড় পণ্ডিতরা সেটা নিয়ে গবেষণা করছেন। এখনও তাঁরা সবটা পড়ে ফেলতে পারেননি। তবে, এর মধ্যেই তাঁদের দু'-একজন বলেছেন, এতে যিশুখ্রিস্টের জীবনীর কিছু মূল্যবান কথা জানা যেতে পারে। তা হলে পৃথিবীর বহু খ্রিস্টান ভক্ত কলকাতার জাদুঘরে এই দলিলটা দেখতে আসবে।

● *এই উপন্যাসের কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।*